হিজবুল্লাহ প্রধানকে সতর্ক করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পৃষ্ঠা ২৮

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
3 October 2024, Thursday, 8th Year, Issue 394, 40 Pages

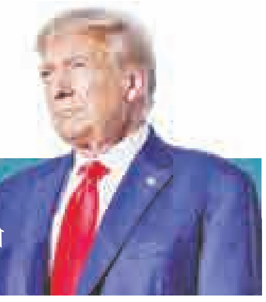

আমি ক্ষমতায় থাকলে ইসরায়েলে হামলা হতো না: ট্রাম্প পৃষ্ঠা ২৬

৩ অক্টোবর ২০২৪, ১৪ আশ্বিন ১৪৩১, ১ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯৪, পৃষ্ঠা: ৪০

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

কমিউনিটিতে অসন্তোষ

মতবিনিময় না করেই নিউইয়র্ক ছাড়লেন ড. ইউনূস

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের পর পূর্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেও এবার তার ব্যতয় ঘটেছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস জাতিসংঘের ৭৯ তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কোন সংবাদ সম্মেলন বা মতবিনিময় না করেই দেশে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

আমেরিকান গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ইলেক্টোরাল ভোট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ইলেক্টোরাল ভোট ব্যবস্থা আমেরিকার গনতন্ত্রকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখে চলেছে বলে মনে করা হয়।

■ কেউ কেউ ইলেক্টোরাল ভোটকে জটিল একটি পদ্ধতি এমন ধারণা করে থাকেন।

■ ১৭১৭ সালে পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক কনস্টিটিউশন কনফারেন্সে ইলেক্টোরাল সিস্টেমের দুরদর্শী এই ধারণাকে আইনে রূপান্তর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংযুক্ত করা হয়।

হেলাল উদদীন রানা

বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী নির্বাচনী ব্যবস্থা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।পৃথিবীতে এই ইলেক্টোরাল ভোট পদ্ধতি আর কোথাও নেই। এই ব্যবস্থার পক্ষে বিপক্ষে নানা মত থাকলেও ইলেক্টোরাল ভোট ব্যবস্থা আমেরিকার গনতন্ত্রকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখে চলেছে বলে মনে করে থাকেন। ইলেক্টোরাল ভোট পদ্ধতিকে তাই আমেরিকান গনতন্ত্রের বিউটিও বলা হয়। তবে এই ইলেক্টোরাল ভোট পদ্ধতি আমেরিকান সাধারণ মানুষসহ অনেকের কাছেই পরিস্কার নয়। কেউ কেউ ইলেক্টোরাল ভোটকে জটিল একটি পদ্ধতি এমন ধারণা করে থাকেন।

১৭১৭ সালে পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক কনস্টিটিউশন কনফারেন্সে ইলেক্টোরাল সিস্টেমের দুরদর্শী এই ধারণাকে আইনে রূপান্তর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংযুক্ত করা হয়।মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা,সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত ও বড় রাজ্যগুলোর আধিপত্য ঠেকাতে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিকে ইলেক্টোরাল কলেজ বলা হয়।

যার ফলে আমেরিকা আরকানসা, ইলিনয় আর ডেলাওয়ারের মত অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যগুলো থেকে বিল ক্লিনটন, বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন এর মত প্রেসিডেন্ট পেয়েছে। তা নাহলে ক্যালির্ফনিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা নিউইয়র্কের মত জনবহুল রাজ্যের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্সি ঘুরপাক খেত।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

একই পদে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইকবাল-কলিমের

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ২ হাজার ৮৯৪ জন। সাধারণ ভোটার ২ হাজার ৬৬৩ এবং লাইফ মেম্বার ২৩৩ জন।

মনজুরুল হক

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক তথা চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনে একই পদে লড়ছেন মিরসরাই উপজেলার দুই প্রার্থী। পৃথক প্যানেল থেকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করছেন এ দুই প্রার্থী।

আগামী ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেল থেকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া ও তাহের আরিফ প্যানেল থেকে একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কলিম উল্লাহ। ইকবাল হোসেন ভূঁইয়ার বাড়ি মিরসরাই উপজেলার ৪ নং ধুম ইউনিয়নে। অপরদিকে কলিম উল্লাহর বাড়ি ১৩ নং

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুদ্ধের দামামা মধ্যপ্রাচ্যে

বিশেষ প্রতিনিধি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা গর্জে উঠেছে। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের হামলার জের ধরে এরমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক শক্তির দেশ ইরান এরমধ্যেই ইসরায়েলে হামলা পরিচালনা করেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি। পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইরান অনেক বড় ভুল করেছে। এর মূল্য দিতে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

জয় পরাজয় নির্ধারণের অন্যতম রাজ্য মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

আসছে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো জয় পরাজয় নির্ধারণ করবে বলে ইতিমধ্যেই সংবাদ শিরোনাম হয়েছে, এর মধ্যে মিশিগান অন্যতম। মিশিগানের ১৫টি ইলেকটরল কলেজ ভোট রয়েছে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১ লাখ ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে বাইডেন জিতেছিলেন তবে এবারের নির্বাচনে ফলাফলে ভিন্নতা আসতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। জনমত জরিপে ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের জনপ্রিয়তা মিশিগানে খুব কাছাকাছি যা যে কোন সময় যে কারোরই পক্ষে বা বিপক্ষে যেতে পারে। গত ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক নির্বাচনে ১ লাখেরও বেশী ভোটার কাউকে ভোট দেননি তারা অনিশ্চিত (Uncommitted) বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে ডেমোক্রেট তথা বাইডেনের ইসরায়েল নীতি অর্থাৎ গাজায় যুদ্ধ নিয়ে ভোটাররা এই অবস্থান নিয়েছেন। মিশিগানে আরব আমেরিকানরদের ভোট প্রেসিডেন্ট ইলেকশানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। এদিকে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইসরায়েলকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে আহবান জানিয়েছেন। ট্রাম্পের এই বক্তব্যে মিশিগানে আরব

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

সবজী উত্তর আমেরিকায় গ্রীষ্মের উষ্ণতা উবে গেছে। বাতাসে শীতের আগমনী বার্তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আঙ্গিনায় সবজী চাষের মৌসুমও শেষের দিকে। উজার্সির একটি বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে গাছ বেয়ে লাউ সংগ্রহ করছেন এক প্রবাসী। ছবি: প্রথম আলো

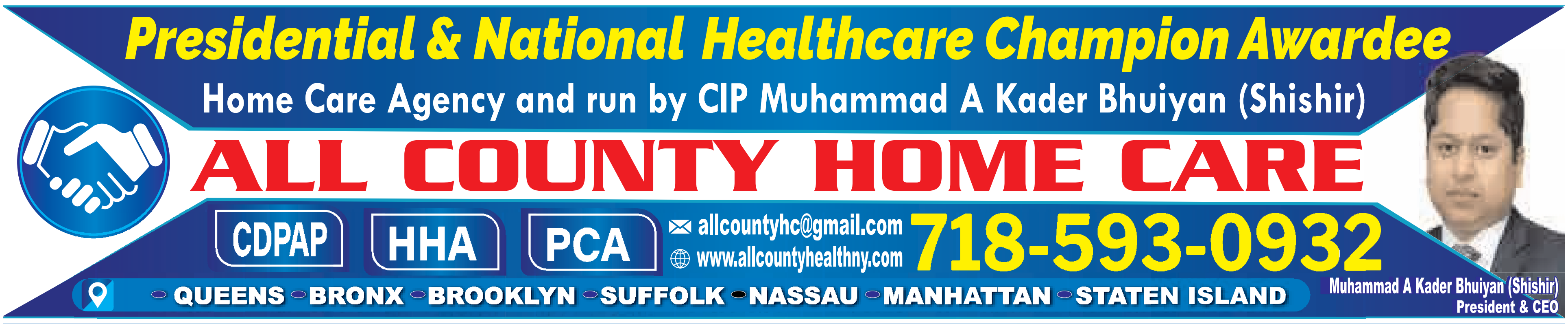

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
SECURITY
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি জানেন কি?
মিথ্যা স্টেটমেন্ট এবং ভুল তথ্য দেবার কারনে ফ্লোরিডা এবং নিউ ইয়র্কে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।
লাইসেন্স ছাড়া নিজেকে অ্যাটর্নি দাবি করায় অনেকে দণ্ডিত হয়েছেন।
রাজু'ল, ইমিগ্রেশন বিষয়ক যে কোনো সেবা পেতে বিশ্বস্ত নাম।
Head Office 301-919-3610
New York 934-345-7003 347-472-7050
Los Angeles 323-499-5815 213-729-9345
Atlanta 770-655-9166 458-272-5793
Dhaka 01602-270365 01728-383454
Savar 01730214236
info@rajulaw.com
www.rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

ZAM ZAM TRAVEL US

জম জম ট্রাভেল ইউএস

www.zamzamtravelus.com | zamzamtravelus

★★★★★

Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)

Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM: Quad $1599 | Tripple $1699 | Double $1799

LUXURY STARTING FROM: Quad $1999 | Tripple $2099 | Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697

zamzamtravelus@gmail.com

37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

মির্জা আজমের কোটি কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান

দুর্নীতির অভিযোগ

নিউজ ডেস্ক

সাবেক প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজমের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে তার নামে এবং পরিবারের সদস্যদের নামে কোটি কোটি টাকার বিপুল সম্পদ থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জামালপুর-৩ আসনের এমপি ও জাতীয় সংসদে হুইপের দায়িত্বে থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি এসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন বলে জানা যায়।

অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, মির্জা আজম ঢাকা, জামালপুর ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গড়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে এসব সম্পদ অর্জন করেছেন। বিশেষ করে, ধানমন্ডির ১৫ নম্বর রোডে তিনি সরকারি প্লট দখল করে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করেছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জামালপুরে তার স্ত্রী আলেয়া আজমের নামে বিলাসবহুল বাড়ি ও রিসোর্টের তথ্যও উঠে এসেছে। এছাড়া, জামালপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে জমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমির মালিকানা রয়েছে তার। তমা কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তিনি সরকারের প্রকল্পগুলোতে কাজ পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম দেশের যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সম্পদ করেছেন। নিজের নামে, স্ত্রী-সন্তান-ভাইদের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্থাবর সম্পত্তি, ফ্ল্যাট, বাগানবাড়িসহ সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। জামালপুর-৩ আসন (মেলান্দহ) থেকে তিনি একাধিকবার আওয়ামী লীগ থেকে এমপি হয়েছিলেন।

মির্জা আজম

গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর গা-ঢাকা দিয়েছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সম্পদের পাহাড় মির্জা আজমের

জানা গেছে, মির্জা আজম ঢাকা শহরের ধানমন্ডির ১৫ নম্বর রোডে (পুরোনো ২৮ নম্বর) সরকারি প্লট দখল করে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে এমপি থাকাকালীন ঢাকার নিকুঞ্জ-২ এলাকায় পাঁচ কাঠার প্লট বরাদ্দ পান, যা ২০০৮ সালে বারিধারায় পরিবর্তন করে বিলাসবহুল বাড়িতে রূপান্তরিত করেন।

তিনি তমা কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডার এবং অপি হাউজিং কোম্পানির মালিক। জামালপুরে তার স্ত্রী আলেয়া আজমের নামে বিলাসবহুল বাড়ি ‘আলেয়া কটেজ’ এবং সুরপাড়া দেউরপাড় চন্দ্রায় ১০ একর জমিতে আলেয়া গার্ডেন নামে একটি রিসোর্ট রয়েছে।

মেলান্দহের কান্দাপাড়ায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিনহাজের নামে জামালপুর শহর ও আশপাশে প্রায় ৩০০ একর জমি কিনেছেন। এছাড়া, জেলা শহরের মেডিকেল রোডে দুটি তিনতলা বাড়ি এবং বজ্রাপুরে মির্জা রাইস মিল পরিচালনা করেন তার ভাই। ময়মনসিংহের ভালুকা ডেইরি ফার্মে শেয়ার রাখেন মির্জা আজম, এবং কক্সবাজারে পাঁচতলা সিগাল হোটেলের শেয়ারহোল্ডারও তিনি।

১৩ দিনে গুম কমিশনে ৪০০ অভিযোগ

ঢাকা অফিস

গুম ব্যক্তিদের সন্ধানে গঠিত তদন্ত কমিশনের কাছে ১৩ দিনে ৪০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রমাণ মিলেছে ডিজিএফআই পরিচালিত আয়না ঘরের। বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগগুলো আমরা তদন্ত করছি। অভিযুক্তদের তলব করা হবে। তারা হাজির না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী যে কোনো বাহিনী বা সংস্থার কোনো সদস্য বা সরকারের সহায়তায় বা সম্মতিতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক আয়না ঘর বা যে কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে বলপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, তাদের শনাক্ত করা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

এ পর্যন্ত কমিশনে ৪০০ জনের গুম সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ৭৫ জন সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আমরা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল যা আয়না ঘর নামে পরিচিত, ডিবি ও সিটিটিসি–এর ইন্টারোগেশন সেল পরিদর্শন করেছি।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমিশনে গুম সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেওয়ার সময়সীমা ছিল। অভিযোগ জানানোর সময়সীমা ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানান কমিশনের চেয়ারম্যান।

সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. ফরিদ আহমদ শিবলী, মো. নূর খান, ড. নাবিলা ইদ্রিস এবং মো. সাজ্জাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ভোট নিয়ে ভাব বোঝার চেষ্টা থাকবে বিএনপির

ড. ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক

ঢাকা অফিস

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় দফায় বৈঠক করতে যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপির সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই পর্বের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আলোচনায় নির্বাচনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বৃহস্পতিবার বলেন, ‘জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জনগণ তাদের পছন্দের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। সরকারের সঙ্গে আলাপকালে আমাদের দিক থেকে এ বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।’

দলীয় সূত্র বলছে, শনিবারের আলোচ্যসূচি এখনো জানা যায়নি। তবে সেখানে যে আলোচনাই হোক না কেন, নির্বাচন নিয়ে সরকারের মনোভাবটা কী, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করবেন বিএনপির নেতারা। কারণ ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ে নানা কথা বলেছেন।

স্থায়ী কমিটির ওই বৈঠকের সূত্র বলছে, দেশের চলমান পরিস্থিতি, সংস্কার এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সভায় আলোচনা করেন দলের নীতিনির্ধারকেরা। সভার শুরুতেই গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার সহযোগী শেখ হাসিনা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও হত্যা মামলার অনেক আসামি গ্রেপ্তার না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সভায় একাধিক নেতা বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের সহযোগী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মন্ত্রী-সংসদ সদস্য বিদেশে পালিয়ে গেছেন। তাঁদের কাউকে কাউকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে। হত্যা মামলার পরেও এসব আসামি কীভাবে পালালেন, কারা তাঁদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন, এসব বিষয়ে জনমনে যথেষ্ট প্রশ্ন ও উদ্বেগ আছে।

ফাইল ছবি

এ ছাড়া বৈঠকে সংস্কার, রোডম্যাপ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন অনেকে। অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে সংস্কার করতে চাচ্ছে, সংস্কারের রোডম্যাপ কেন দেওয়া হচ্ছে না, সংস্কার কবে নাগাদ হবে—এসব নিয়ে দ্বিধা ও সংশয়ের কথা তুলে ধরেন নেতারা। এ অবস্থায় দ্বিধা-সংশয় কাটাতে সরকারের সঙ্গে বসার তাগিদও দেন তাঁরা।

এদিকে, বর্তমান প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘প্রশাসনে এখনো আওয়ামী লীগের দোসররা বহাল তবিয়তে কাজ করছে বলেই দেশে নতুন করে ষড়যন্ত্র ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। এসব আওয়ামী দোসরদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে এর দায় পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর।’

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। ৮ অক্টোবর এই সরকারের দুই মাস পূর্ণ হবে। সরকার গঠনের পর দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছে বিএনপি। যদিও এর আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে আসছে দলটি। কী করতে চায়, সে বিষয়ে রোডম্যাপ প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। সংস্কার শেষে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে জরুরি সংস্কারকাজ দ্রুত শেষ করে নির্বাচন দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের আগে গণতন্ত্রের যে উপাদানগুলো আছে, এগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যেসব সুপারিশ থাকে, সেগুলো নতুন সরকার এলে বিবেচনা করবে। তাই আমরা বলছি, যত দ্রুত সম্ভব সংস্কারগুলো শেষ করে আপনি (অন্তর্বর্তী সরকার) অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দিন।’

এদিকে সংবিধানসহ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের করা ছয়টি কমিশনের আলোকে সংস্কার কমিটি করেছে বিএনপি। গত মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত দলের স্থায়ী কমিটির সভায় এ কমিটি চূড়ান্ত করা হয়।

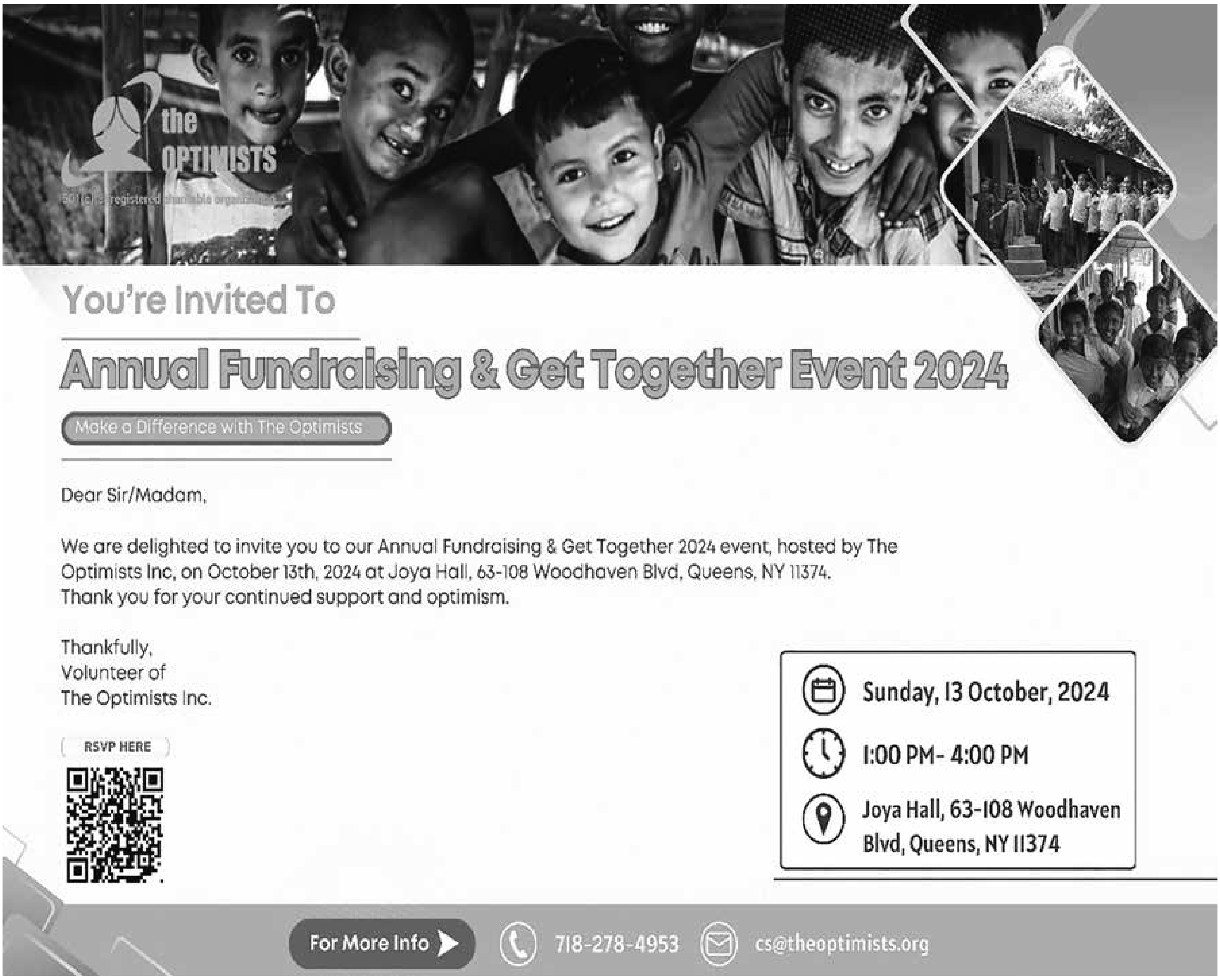

সম্পাদকীয়

ড. ইউনুসের যুক্তরাষ্ট্র সফর বহুমাত্রিক অর্জন, সুফল পাবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই সফরে তিনি বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সাথে বৈঠকও করেছেন। নানা কারণে প্রধান উপদেষ্টার এই সফরটিকে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের একপ্রকার সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। এই সফরে সেই সংকট অনেকটাই কেটেছে। বিশেষ করে গণতন্ত্র, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি সংকট ছিল, এই সফরে সেটা কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাইডলাইনে ৪০টি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন। সফরের সময় প্রধান উপদেষ্টার ব্যাপক কর্ম-তৎপরতা বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্ব এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এসব বৈঠকে তিনি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সার্বিক সংস্কারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ থেকে প্রায় সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছেন।

জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ২৭ সেপ্টেম্বর ভাষণে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে যুবসমাজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে এবং নতুন প্রজন্ম এজন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। উদারনীতি, বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর মানুষের গভীর বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭১ সালে যে মূল্যবোধ বুকে ধারণ করে গণমানুষ যুদ্ধ করেছিল, সেই মূল্যবোধ বহু বছর পর এ দেশের জেনারেশন জেড (জেন-জি) নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছে। সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে 'মনসুন অভ্যুত্থান' আখ্যায়িত করে তিনি আরও বলেন, এই অভ্যুত্থান বিশ্বে ন্যায়বিচারের অনুপ্রেরণা জোগাবে। বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধানের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সবচেয়ে সফলতম সফর ছিল এবার বলেও মনে করা হয় এবং জাতিসংঘে ড. ইউনূসের ভাষণ মাইলফলক।

ড. মুহাম্মদ ইউনুসের এই সফর পরিবর্তনের হাওয়ায় ক্ষমতার পালাবদলের সুফল পাবে বাংলাদেশ। পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আগের টানাপড়েন অনেকটা কেটেছে। উল্টো ড. ইউনূসকে কেন্দ্র করে এসব শক্তির বাংলাদেশের পাশে থাকার ও সমর্থনের আশ্বাসের জোয়ার দেখা গেছে। ঢাকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কার ও অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। তবে সেই সুফল পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

এই সফরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন প্রধান উপদেষ্টা, পেয়েছেন আস্থা। তারাও গণতান্ত্রিকভাবে ও টেকসই সংস্কারের জন্য সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকেও স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি এবং নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ড. ইউনূস। তার সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে ব্লিঙ্কেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েন, জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক, জাতিসংঘের হাইকমিশনারের শরণার্থী বিষয়ক কমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গ ও ইউএসএইডের প্রশাসক সামান্থা পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

> প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণের ওপর নজর ছিল বিশ্বনেতাদের। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকটি সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনের কূটনীতিকরা বলেছেন, জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে কোনো রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন বৈঠক বিরল ঘটনা!

যুক্তরাষ্ট্রে ড. ইউনূসের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো এখনকার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনের আলোকে হয়েছে। এর মাধ্যমে অনেক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ড. ইউনূসের বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে ঢাকাকে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন। বিশ্লেষকদের মতে, প্রক্রিয়াটা জটিল হলেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার চেষ্টা শুরু করেছে সরকার। যেসব দেশে বাংলাদেশের টাকা-পয়সা পাচার হয়েছে, সেই দেশগুলোকে চাপ দিতে হবে, আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রসহ ক্ষমতাধর দেশগুলোর সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নতুন যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব চেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, তাঁর সরকারের নেওয়া বহুমুখী সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের নতুন সরকারের এক ধরনের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বাংলাদেশের একটি বৈঠকের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় নি সফরসূচীতে মিল না থাকায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতিবেশী দু'টি দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে এই মূহুর্তে একটি বৈঠক হলে তাতে সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতো। আর্থিক ক্ষেত্রে সুশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতের দায়িত্ব শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী সরকারের না, রাজনৈতিক দলগুলোরও রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সংস্কারের জন্য বাংলাদেশকে সব ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছে। কিন্তু তারা চাইছে এই সংস্কার যেন হয় গণতান্ত্রিকভাবে, যেটাকে টিকিয়ে রাখা যায়। এর সুফল যেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌছায়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফরেই অন্তত পৌনে সাত বিলিয়ন ডলারের অর্থ জোগাড়ের প্রাথমিক সাফল্য পাওয়া গেছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই বড় অঙ্কের ডলার পাওয়ার আশ্বাস এসেছে। ফলে শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা যোগ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর বাইরেও চীনের প্রস্তাবে বড় বিনিয়োগের সোলার প্লান্ট স্থাপন, নেপালের পক্ষ থেকে পানিবিদ্যুৎ, জ্বালানি আমদানিসহ বিভিন্ন খাতে সহায়তারও আশ্বাস এসেছে বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে। অর্থনীতিবিদরা এটাকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের প্রাথমিক সাফল্য হিসেবে দেখছেন। তবে এ জন্য ঋণের শর্ত মেনে নানা খাতের সংস্কারগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ড. ইউনূস বৈঠক করেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার সঙ্গে। বৈঠকে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সংস্কারে খরচের জন্য সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে দুই বিলিয়ন ডলার দেবে একেবারে নতুন ঋণ হিসেবে আর বাকি দেড় বিলিয়ন ডলার দেবে আগের প্রকল্পগুলো চালিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে। মোটা দাগে সরকার এই অর্থ ডিজিটাইজেশন, তারল্য সহায়তা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পরিবহনে খরচ করতে পারবে।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণের ওপর নজর ছিল বিশ্বনেতাদের। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকটি সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনের কূটনীতিকরা বলেছেন, জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে কোনো রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন বৈঠক বিরল ঘটনা! আর বাংলাদেশের জন্য এটি ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো, যা সম্ভব হয়েছে একমাত্র নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্য।

সবকিছু মিলিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্তরাষ্ট্রের এই সফর বাংলাদেশের সাথে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থা এবং বিশ্বাসের জায়গাটি ফিরে পাওয়া, এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

না শুধরে কি পাবে আ.লীগ

আজাদুর রহমান চন্দন

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দুই মাস হতে বেশি বাকি নেই। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে চলে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এখনো তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। সরকার ও দলীয় প্রধানের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্যসহ দলের অনেক নেতা-কর্মীও আত্মগোপনে চলে যান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে স্থলপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেছেন।

কেউ কেউ আকাশপথেও বিদেশ যেতে সক্ষম হয়েছেন। দেশ ছেড়ে যেতে না পারা নেতা-মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হচ্ছেন একের পর এক। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনের নামে খুন-জখমে ভূমিকা রাখার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বাকিরা এখনো দেশের ভেতরে নানা জায়গায় আত্মগোপনে আছেন। সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও আগুন লাগানো হয়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়, তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়সহ ঢাকার দলীয় কার্যালয়গুলোর একটিও আস্ত নেই। সামনে আরও বিপর্যয় দেখা দেবে না, এমনটি হলফ করে বলা যায় না।

নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশ দিতে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। যদিও এখনো রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনের কোনো সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সবশেষ এটুকুই শুধু জানিয়েছেন, সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হলে এবং ভোটার তালিকা তৈরি হয়ে গেলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের এক ফাঁকে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ড. ইউনূস নির্বাচন, বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা ছয়টি কমিশন সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন, কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে।

সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য হলে এবং ভোটার তালিকা তৈরির কাজ শেষ হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। তবে এর আগে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান বলেছেন, সংস্কারের ধারাবাহিকতায় এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটা উচিত। তবে সে জন্য তিনি ধৈর্য ধরার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরদিন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে রয়টার্স।

দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের বক্তব্যও যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। কেননা, শেখ হাসিনা সরকারের পতন ত্বরান্বিত করা এবং অন্তর্বর্তী সরকার গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও পুলিশ বাহিনীর ভঙ্গুর অবস্থার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়ও সেনাবাহিনীকে ভূমিকা রাখতে হচ্ছে।

সংগত কারণেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা নিয়ে সেনাপ্রধানের দেওয়া বক্তব্যকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি মনে করে, সরকার আন্তরিক হলে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে আগামী ১৮ মাসের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। আর এটি যত দ্রুত করা সম্ভব হবে, ততই দেশ, জনগণ এবং সরকারের জন্যও মঙ্গল হবে। সরকারের কাছ থেকেও নির্বাচনের সময় নিয়ে রোডম্যাপ আশা করে দলটি। বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন একটি জাতীয় দৈনিককে বলেছেন, 'আমরা এ সরকারের সংস্কারকে সমর্থন করছি। কিন্তু আমরা বলে আসছি, এখানে নির্বাচনের বিষয়টা জরুরি এবং অগ্রাধিকার। যদি সরকার আন্তরিক হয়, এ-সংক্রান্ত সংস্কার করে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান ১৮ মাসের মধ্যেই সম্ভব।'

সেনাপ্রধানের বক্তব্যে সন্তোষ জানিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ও। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাবস্থায় তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টাও ছিলেন জয়। সেনাপ্রধানের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় জয় বলেছেন, এ সময়সীমা তাঁর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। তবে তাঁর দাবি, বাংলাদেশে তাঁদের দল আওয়ামী লীগকে ছাড়া সত্যিকার সংস্কার ও নির্বাচন সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সজীব ওয়াজেদ জয় ২৪ সেপ্টেম্বর রয়টার্সকে বলেন, 'অন্তত এখন যে আমরা (নির্বাচনের) একটা সময়সূচি পেলাম, এতে আমি খুশি।'

তিনি জানান, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার যোগাযোগ করেনি এবং তিনিও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। জয় দাবি করেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে আইনসংগত সংস্কার ও নির্বাচন অসম্ভব। জয়ের এই বক্তব্য শুনে বোঝার উপায় নেই যে কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি এবং তাঁদের দল। অথচ কে না জানে, তাঁর নিজের এবং শেখ হাসিনার দেশে ফেরা অনিশ্চিত? দেশে ফিরলেও তাঁদের হত্যা মামলায় বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশে শত শত হত্যা মামলা হচ্ছে। একটি মামলায় শেখ হাসিনার সঙ্গে আসামি হয়েছেন তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা, ছেলে জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদও।

এদিকে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ জমছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বাহিনী বা দলের সম্পৃক্ততায় গুম, খুন, যৌন নির্যাতনকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং জড়িত রাজনৈতিক দলকে ১০ বছর নিষিদ্ধ করাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে আটটি সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। এসব সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এরই মধ্যে মতবিনিময়ও করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। এমন অবস্থায় রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া এবং সামনের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ নেওয়ার আশা করাটা দুরাশার শামিল নয় কি?

এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগের সব নেতা-কর্মী ও সমর্থক গুরুতর অপরাধে জড়াননি। বর্তমানে যেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন, তেমন পরিস্থিতিতেও দলটির কারও কারও বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হচ্ছে।সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে তো সুনামগঞ্জে রীতিমতো বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সদ্য অপসারিত মেয়র সেলিনা হায়াত আইভীকে শামীম ওসমানের সঙ্গে একই মামলায় আসামি করায় আওয়ামী লীগবিরোধী অনেকেও সমালোচনামুখর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ এমন অভিমতও ব্যক্ত করছেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের উচিত সেলিনা হায়াত আইভী, তানজিম আহমেদ সোহেল তাজের মতো অনেকটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী লোকজনকে দায়িত্ব দিয়ে নতুনভাবে দলকে সংগঠিত করা। কিন্তু আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব কি এ বিষয়ে এখনো কিছু ভাবছে আদৌ?

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতা হারানোর পর থেকে সজীব ওয়াজেদ জয় ছাড়া অন্য কেউ আওয়ামী লীগের নীতিগত বিষয়ে টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করছেন না। যদিও দলান্ধ লোকজন ছাড়া আওয়ামী লীগের সব পর্যায়ের লোকজন যে বিষয়টিকে খুব সুনজরে দেখছেন তা কিন্তু নয়। ৫ আগস্টের পর থেকে জয়ের দেওয়া বক্তব্য-বিবৃতিগুলো কেবল বাস্তবতাবর্জিতই নয়, অনেকখানি স্ববিরোধিতাপূর্ণও। তারপরও শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের একমাত্র নীতিনির্ধারক হিসেবে জয় নিজেকে তুলে ধরায় এমন সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় যে শেখ হাসিনা নিজ পরিবারের বাইরের কারও হাতে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ। এ ছাড়া আন্দোলন দমনের নামে হত্যা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান রাজনৈতিক দলকে বাইরে রেখে বারবার তামাশার নির্বাচন, সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থ পাচার ইত্যাদি বিষয়ে অনুশোচনার লেশমাত্রও দেখা যাচ্ছে না তাদের মধ্যে। বরং নানা যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের সবই সঠিক ছিল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেদের শুধরে নেওয়ার বদলে অনুকূল সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকার কৌশল নিয়েছে। কিন্তু নিজেদের না শোধরানোর উদ্যোগ নিলে তাদের সেই অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে কি?

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

প্রবাসী

আজিজুর রহমান

প্রবাসী শিরোনামের আজকের লেখাটি কিছু ক্ষোভ ও অভিমান থেকে লেখা । আজকে আমরা যারা প্রবাসী বা এনআরবি হিসাবে পরিচিত হচ্ছি বা হয়েছি আমাদের পূর্ব পূরুষগণ কিন্তু এই ভাষায় এইভাবে পরিচিত ছিলেন না। আমাদের দেশের বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের মানুষগণ সেই পৌনে একশত বছর আগ থেকেই বিদেশি পাড়ি দিয়েছিলেন জীবন এবং জীবিকার তাগিদে ।কলকাতার খিদিরপুর ডকইয়ার্ড থেকে আমাদের পূর্ব পূরুষদের জাহাজের চাকুরী এবং এক সময় এ সুবাদে বিদেশের বন্দর থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই তাদের প্রবাসী হওয়ার চেষ্টা ।জাহাজের চাকুরী কালীন সময়ে তাদের পরিচিত ছিলো কাপ্তান ,সারং ,সুকানী টেন্ডল সহ আরো অনেক পরিছিতি। কিন্তু যখনই তারা অন্যান্য দেশে থাকার সুযোগ করলেন তখন আবার পরিচিত বদলে হয়ে গেলো লন্ডনী,সিঙ্গাপুরী আর মিরিকীনি।

এই সব প্রবাসীরা সেই সময় থেকে রুজি রোজগারের পুরো আয়ের অর্থ দেশে পাঠিয়ে নিজের পরিবারের সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছিলেন ।এসব প্রবাসীগণ ছিলেন দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার সহিত বরণীয় ।

দেশের অনেক মানুষেরই সে সময় বিদেশের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিলোনা।মানুষ তখনকার দিনে দেশেই কাজকর্ম করে জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো । দিন দিন অভাব অনটন বাড়াতে এবং বিদেশীদের দ্বারা বিদেশ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে মানুষ ক্রমে ক্রমে বিদেশ যেতে আগ্রহী হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী জীবন জীবিকার তাগিদে কর্ম ব্যস্ত । আজকের দিনে দেশের অর্থনীতিতে বিলিয়ন বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রার যোগানদার এসব প্রবাসীরা। শুধু বৈদেশিক মুদ্রার যোগানদার নয় দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও রয়েছে প্রবাসীদের অন্যতম সহযোগিতা।

সিলেট অঞ্চলের লন্ডন প্রবাসী ভাইয়েরা একদিকে মিছিল মিটিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে যুদ্ধাক্রান্ত দেশের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার ছবি তুলে ধরছেন ।আর অন্যদিকে নিজেদের অর্জিত টাকা দিয়ে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র কিনে যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে পাঠিয়েছেন ।

এভাবেই আমাদের প্রবাসীরা দেশের প্রতি দরদ দেখিয়েছেন বা এখনো বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে দেখাচ্ছেন ।

ঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যা সহ বিভিন্ন দূর্যোগে প্রবাসীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তৎপর থাকেন।

এই তৎপরতা রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সহায়তায় উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখে।

এভাবেই সমাজ ও অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা।

কিন্তু বিনিময়ে তারা আশানুরূপ কিছুই দেশ বা দেশের মানুষ থেকে পাচ্ছেনা।বরঞ্চ তারা বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন অহরহ।তাদের বাড়ি ঘর জায়গা জমি দখল সহ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা ।আর এসব অপকর্মের সহায়ক শক্তি হচ্ছে দেশের অসৎ রাজনীতি আর তার সহযোগী মাস্তানরা।

শুধু কি তাই ব্যাংকে সঞ্চিত প্রবাসীদের টাকাও আজকাল ব্যাংক থেকে আত্মসাত হয়ে যাচ্ছে ।জাল জালিয়াতির মাধ্যমে প্রবাসীদের বাড়ীঘর জায়গা জমি অর্থ বিত্ত হাতিয়ে নিচ্ছে একদল টাউট বাটপার আর মাস্তান সন্ত্রাসী ।

আর এসব মাস্তান টাউটদের লালন পালন করছে রাজনীতির গড ফাদারেরা তাই তারাও বেপরোয়া । এমনই দূরাবস্থা ও আশংকায় কাটছে আমাদের প্রবাসীদের জীবন ।অথচ দেশে রয়েছে প্রবাসীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় যা প্রবাসীদের সুখ দুংখে ভূমিকা রাখবে ।

কিন্তু এই মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী ভাইদের জন্য কতোটুকু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তা বলা মুশকিল ।ভুক্তভোগী হিসাবে আমার একটি জায়গা দখল সম্পর্কে মান্যবর মন্ত্রী বরাবরে আবেদন করে এখনো কোনো সুরাহা পাইনি । ভাগ্যিস সরকার পরিবর্তন হওয়ায় আর মাস্তানদল দেশ ছাড়ায় এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে জায়গাটা ফিরত পাবো আশা রাখি । এমতাবস্থায় ,আগামীতে সাধারণ প্রবাসীর সরকারের কাছে এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করে।

প্রবাসে যাদের প্রচুর অর্থ বিত্ত আছে তারা সিআইপি হিসাবে গণ্য দেশের অনেক সুবিধা লাভ করেন ।তারা সংখ্যায় সীমিত ও পরিচিত তাদের সুবিধা সরকার ও বিবেচনায় রাখে।কিন্তু সাধারণ প্রবাসীরা এই মানে বা অবস্থানে নেই তাই তাদের ব্যাপারে সরকারের রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন ।মনে রাখা এই সব নাম পরিচয়ে অচেনা প্রবাসীদের সংখ্যাই লক্ষ লক্ষ আর বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে তারাই সংখ্যার কারণে অগ্রগণ্য । এমতাবস্থায় ,বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রবাসীদের ব্যাপারে আগামীদিনের জন্য কল্যাণমূলক নিয়ম নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন ।

পরিশেষে, প্রবাসীদের প্রত্যাশা সফল হোক এটাই কামনা করি ।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

শিক্ষকের পদত্যাগ ও সিরিজ প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা

কাকন রেজা

মব জাস্টিস ও শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রভাষক পলাশ বসাক।পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি ৫ আগস্টের আগে ও পরের শিক্ষক নিগ্রহেরঘটনাগুলোকে উল্লেখ করেছেন। এমন শিক্ষককে প্রশ্ন করি, ৫ আগস্টের আগেযখন তার শিক্ষার্থীরা নিগ্রহের শিকার হচ্ছিলেন। নারী শিক্ষার্থীদের পেটানোহচ্ছিলো। পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের যৌথ গুলিতে মারা যাচ্ছিলো অসংখ্য শিক্ষার্থীও সাধারণ মানুষ, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? তখন তার বিবেক কি জাগ্রতহয়নি? জানি এটা কমন প্রশ্ন। এখন হঠাৎ উত্থানবাদীদের বিপরীতে সত্যিই এসব প্রশ্ন খুবই কমন। যার উত্তর সকলেরই জানা।

পদত্যাগপত্রে সেই শিক্ষক উল্লেখ করেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহবাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র আন্দোলনেরনামে গত দুই মাসে শিক্ষক নিপীড়নের যত ঘটনা ঘটেছে, তা একেবারেইঅগ্রহণযোগ্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মের পর এমন ঢালাও শিক্ষকনিপীড়নের নজির নেই। বিশ্বে অন্য কোনো দেশে এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলেশুনিনি।' তাকে যদি প্রশ্ন করা হতো, বিশ্বে আর কোথায় নজির দেখেছেনপুলিশের সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা মিলে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে নির্বিবাদেগুলি করে হত্যা করেছে, তিনি কী জবাব দিতেন।

জানি, অনেক শিক্ষকই জুলাই বিপ্লবের বিরোধীতা করায়, শিক্ষার্থীদের পাশে না দাঁড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের উপর ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধতা স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীরা যখন বলেন, ছাত্র হত্যার সমর্থন করে কিংবা নীরব থেকে ক্লাশে আমাদের মুখোমুখি হবেন কীভাবে, তখন সঙ্গতই এসব শিক্ষকের মনে ভয় ঢুকে যায়। কারণ তারা জানে তাদের অন্যায়ের পরিমাপ ও পরিমাণ। ভয়ে হোক কিংবা লজ্জায় এসব শিক্ষকদের পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্যাতিত শিক্ষার্থীদের মুখোমুখী হওয়া সত্যিকার অর্থেই কঠিন কাজ। একমাত্র লজ্জাহীনরাই পারে নির্লজ্জ মুখোমুখী হতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোফাজ্জল নামক একজন ভারসাম্যহীন যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটাকে অনেকেই মব জাস্টিস বলছেন। পিটিয়ে হত্যা মানেই মব জাস্টিস নয়, এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডও হতে পারে। তোফাজ্জলের বাবা-মা মারা যাওয়ায় তিনি বড়ভাইয়ের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই বড়ভাইও একসময় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আশ্রয়হীন তোফাজ্জল প্রচণ্ডরকম মানসিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন। এরপর তাকে কাওরান বাজারের কোনো একটি ঘটনায় মারধর করা হয়। কী ঘটনায় তাকে মারধর করা হয় তা জানায়নিগণমাধ্যম। কেন তাকে সেসময় মারধর করা হলো, সেটা জানাও জরুরি। সেই মারধরের পর থেকেই তোফাজ্জল মানসিক ভারসাম্য হারান। এরসাথে আরেকটি ঘটনা রয়েছে, সেটা হলো তোফাজ্জলের প্রেম সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক প্রভাবশালী একজনের মেয়ের সাথে তার প্রেম ছিলো। সেই প্রেমেও তোফাজ্জল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। এই প্রেমের ঘটনা অনেকেই জানতেন। মানসিক ভারসাম্যহীন তোফাজ্জল সে কথা বলতেনও। সঙ্গতই এ বিষয়টিও তোফাজ্জলের মৃত্যুর কারণ হিসেবে মনে রাখতে হবে। অনার কিলিং বলে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে ভারতে। উচ্চবর্ণ ও দলিতদের মধ্যে প্রেম সংক্রান্ত কোনো ঘটনায় উচ্চবর্ণের লোকজন নিজের মেয়েকে হত্যা করে কিংবা মেয়ের প্রেমিক যে কিনা নিম্নবর্ণের তাকে হত্যা করে। এই হত্যাকে অনার কিলিং বলা হয়। সুতরাং তোফাজ্জলের মৃত্যুর কারণ হিসেবে অনার কিলিংকেও নজর-আন্দাজ করা যাবে না। সাথে নজর-আন্দাজ করা যাবে না অন্য কারণগুলোকেও।

এখন আসি কিছু কূটকৌশলীর আলাপে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস ভাবে তোফাজ্জলকে হত্যার পর তারা সক্রিয় হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলশিক্ষার্থীদের প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তারা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মব জাস্টিস ছাড়া আর কিছু হয় না। সামাজিকমাধ্যম তাদের তির্যক মন্তব্যে সয়লাব। সরল ভাষায় বলি, বলতে পারেন ওবায়দুল কাদের সাহেবের ভাষায়, 'মনে বড় জ্বালা'। জ্বালাটা হলো জুলাই বিপ্লবের শুরুর স্লোগান নিয়ে। 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার', এই রাজাকার শব্দেই তাদের মূল জ্বালাটা ছিলো। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্লোগানে এই শব্দটা উচ্চারণ করে, তাদের রাজনৈতিক ব্যবসার মূলধনটা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তাদের আদর্শহীন রাজনীতিটা বেঁচে ছিলো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নামক ট্যাবুর উপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শেষ সম্বল সেই ট্যাবুটাকেও ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর তাদের একটা গোপন ক্ষোভ থাকবেই, যা সুযোগ পেলেই প্রকাশ্যে হবে। ৬৯, ৭০, ৯০, ২৪- সব আন্দোলনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনন্য। তাদের সেই ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হলো শুধু একজনের মৃত্যুতে। আজব নয় কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদের বলা হলো খুনি। ওই যে বললাম, জ্বালা। ১৭ বছরের রাজত্ব, আদর্শহীন রাজনীতির ট্যাবু নির্ভর মূলধন কেড়ে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাই বুকে বড় জ্বালা।

রিঅ্যাকশন ফোর্সের কথা আগেও লিখেছি, আবার লিখতে হচ্ছে। গুলি ছুড়লে যে ছুড়ে তার দিকেও পাল্টা একটা ধাক্কা আসে। গুলিতে মৃত্যু হয় প্রতিপক্ষের, কিন্তু রিঅ্যাকশন ফোর্সে শুধু ধাক্কা লাগে জীবন সংশয় হয় না। প্রতিটা বিপ্লবই মূলত গুলি এবং বিপ্লবের সাথে সঙ্গতই প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা হয়, পাল্টা ধাক্কা লাগে এবং সেটাই রিঅ্যাকশন ফোর্স। এখন যা দেখা যাচ্ছে সব রিঅ্যাকশন ফোর্স। বিপ্লবের পরই, যখন প্রশাসন বলতে কিছু ছিলো না, তখন শুরু হলো ডাকাত স্পেলের। তারপর হিন্দু, আনসার, গ্রাম পুলিশ, ডাক্তার নানা কাহিনী শুরু হলো। এখন মব জাস্টিস, পাহাড়ে আগুনের স্পেল। সামনে দুর্গাপূজা আগাম বলে রাখলাম, এনিয়েও নাটকের আরেকটা দৃশ্য মঞ্চস্থ হতে পারে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাবেশে এক ধর্মীয় নেতার বক্তব্য থেকেই তা আঁচ করা গেছে। এগুলো সবই প্রতিবিপ্লব তথা রিঅ্যাকশন ফোর্সের অংশ। এটা যতক্ষণ বুঝতে না পারা যাবে, ততক্ষণ বিপ্লব প্রশ্নবিদ্ধ হতেই থাকবে।

বিপ্লব প্রশ্নবিদ্ধ হোক আপত্তি নেই। কিন্তু সেই প্রশ্ন হতে হবে যৌক্তিক। তৈরি করা প্রশ্ন মানেই প্রতিবিপ্লব। এই প্রতিবিপ্লবের কাজ কী? 'টুক করে ঢুকে যাবো' জাতীয় ডায়লগ শুনে কারো কারো মনে হতে পারে, এসব করলেই বোধহয় পতিত স্বৈরাচার টুক করে ক্ষমতার চেয়ারে বসে পড়বে। নারে ভাই, অতটা সহজ নয়। এসব করা হচ্ছে দুটো কারণে। প্রথম কারণটা হচ্ছে, পতিত স্বৈরাচারের নানা অপকর্ম সামনে আসছে। মেট্রোরেলের কাজীপাড়া স্টেশনের উদাহরণটাই দিই। পতিত স্বৈরাচার স্টেশন মেরামতে একশ কোটি টাকা লাগবে এবং সময় লাগবে এক বছর এমনটা ঘোষণা দিয়েছিলো। কিন্তু সেই স্টেশন ঠিক করতে লাগছে এক কোটি টাকার মতন। চালু হচ্ছে অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়ার দু'মাসের মধ্যেই। বলুন তো, একশ কোটি থেকে এক কোটি বাদ দিলে থাকে কত এবং সেই টাকা কার পকেটে যেতো? আল জাজিরার রিপোর্টটি দেখেছেন তো এক মন্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ কত। প্রশ্ন উঠেছে হাজার হাজার কোটি টাকা কি সব মন্ত্রীর, নাকি তিনি কারো ক্যাশিয়ার। যেমন প্রশ্ন উঠেছে এস আলমকে নিয়ে। এছাড়াও রয়েছে সেফ এক্সিটের ব্যাপারটি। লক্ষ্য করে দেখবেন, রাঘববোয়ালদের সিংহভাগই ধরাছোঁয়ার বাইরে। নিরাপদে তারা চালান হয়ে গেছেন। বেশিরভাগই গেছেন পার্শ্ববর্তী দেশে। কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা ইউরোপে। কীভাবে গেলেন এই প্রশ্নটা যৌক্তিক, যা এই সরকারকে করা যায়। কিন্তু যৌক্তিক প্রশ্ন করা যাচ্ছে না অযৌক্তিক প্রশ্নের ভীড়ে। বলতে গেলে এসব প্রশ্ন ঠেকিয়ে রাখতেই মূলত প্রতিবিপ্লব। দ্বিতীয় এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো জুলাই বিপ্লব ও আগস্ট ভিক্টোরিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। যাতে মানুষ বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ের সাথে তুলনা করে বলতে পারে, 'এমন স্বাধীনতা কি আমরা চেয়েছিলাম'।

মব জাস্টিসের কথায় আসি। মব জাস্টিস হয় বিচার-ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে। আমাদের দেশের বিচার-ব্যবস্থা কি সফল? এই যে হাজার হাজার গায়েবি মামলায় লাখ লাখ মানুষ আসামী। দীর্ঘদিন অনেকের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। কেউ মারা গেছেন ক্রসফায়ারে কিংবা গুপ্ত হত্যায়। কেউ এখনো নিখোঁজ। এই অবস্থাকে কি বিচার-ব্যবস্থার সফলতা বলা যায়? নিশ্চিত নয়। সুতরাং ব্যর্থ বিচার-ব্যবস্থায় অসহায় মানুষ মব জাস্টিসের মাধ্যমেই বিচার খুঁজে নিতে চায়। না, আমি মব জাস্টিসকে সাপোর্ট করছি না। আমার অসংখ্য লেখা আছে মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে। বলেছি, মব জাস্টিস মানে ক্যানিবাল সমাজ। এমনটা ঘটতে দেয়া যায় না। মব জাস্টিসের ধরণ নিয়ে আলাপ করি। প্রমাণ সমুখে আছে। ৪ থেকে ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন থানাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ আক্রমণ করেছে। যাত্রাবাড়ি ও আশুলিয়ার ঘটনাই বলি। সেখানে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। ভ্যানে লাশ স্তুপ করার দৃশ্য তো সবার দেখা এবং লাশ পুড়িয়ে দেয়ার দৃশ্যও। এমন দৃশ্য দেখলে মানুষ নিশ্চিত ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে। আর হাজার হাজার মানুষ যখন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন হয়ে উঠবে তা মব জাস্টিস। তারা তাৎক্ষণিক বিচার চাইবে। তাই চেয়েছে। তারা পুলিশকে পিটিয়ে মেরেছে, মেরে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রেখেছে। সুতরাং মব জাস্টিসে প্রচুর লোক লাগে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যারয়ের একটি হত্যাকাণ্ডকে মব জাস্টিস বলা হচ্ছে। কিন্তু কতজন লোক সেই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন? হাজার হাজার, কয়েক শ, নাকি গুটিকতক? চিন্তা করে দেখুন তো।

প্রতিটি হত্যাই নিন্দার, সে অপরাধী হলেও। অপরাধের বিচারের জন্য আইন রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের আইন কি সক্রিয়? ৫ আগস্ট বিপ্লবের পর, সাধারণ মানুষ বেশ কিছু অপরাধীকে শৃঙ্খলারক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু কারাগার ভাঙা, পুলিশ নেই, মামলা করা যাবে না এমন অজুহাতে তাদের অনেককেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ছাড়া পেয়ে সেই অপরাধীরা নবউদ্যমে ফিরে গেছে। তাদের ধারণা হয়েছে, তাদের কিছু করা হবে না, তারা মুক্ত। সেই মুক্তিকে তারা পুনর্বার অপরাধ করার লাইসেন্স হিসেবে মনে করেছে। ফিরে এসেই শুরু করেছে আগেকার অপকর্ম। তখন মানুষ কি করবে? জাহাঙ্গীরনগরের যে ছেলেটাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে, তার বিরুদ্ধে দুটো মামলা ছিলো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমন করা হলো, যেখানে নারী শিক্ষার্থীরাও ছিলেন। তারা ভিসির বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। সেখানেও তাদের রেহাই দেয়া হয়নি। সেই ঘটনার নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ রয়েছে নিহত যুবকের বিরুদ্ধে। না, আমি ঘটনাকে সরলিকরণের জন্য এসব বলছি না। বলছি, সেই ঘটনায় যদি নিহত যুবককে আইনের আওতায় আনা হতো, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই হ্যাডম দেখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন না। তিনি যেহেতু মুক্ত, তাকে শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীই কিছু করছে না, সুতরাং তাকে কে কী করবে, এমন চিন্তাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। অথচ তিনি যদি হেফাজত তথা কারাগারে থাকতেন, তাহলে এমন ঘটনা ঘটতো না। কিংবা তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে আসলেও এটা ভেবে তার ভয় থাকতো যে, তিনি অভিযুক্ত। তা হয়নি। হয়েছে উল্টোটা। যার ফলেই হয়তো যারা ছিলেন, তারা ভেবেছেন বিচারহীনতার কথা। তারা ভেবেছেন তারা হয়তো বিচার পাবেন না, সম্ভবত সে কারণেই সংঘবদ্ধ হয়ে পেটানো হয়েছে সেই যুবককে। এটাও বিচারহীনতা। বিচারহীনতার সংস্কৃতি কোনভাবেই সমর্থেযোগ্য নয়। এটারও নয়। এটা নৃশংসতা। এর প্রতিবাদ না জানানোর যৌক্তিক কারণ নেই।

কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্যকেও মানুষজন মেরেধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এটাকেও কি মব জাস্টিস বলবেন? মনে আছে রেনু নামে এক মহিলাকে পতিত স্বৈরাচারের কালে ছেলেধরা বলে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়েছিলো। সেসময়ে অসংখ্য গণপিটুনির ঘটনা রয়েছে। গণপিটুনি লিখে গুগলে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে। তখনও লিখেছিলাম, এসব না থামানো গেলে, বিচার-ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা না গেলে, ক্যানিবাল সমাজের উদ্ভব হবে। ২০১৮ থেকে লিখছি মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে, তখন আমাদের কথায় সরকার পাত্তা দেয়নি। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সেই পতিত স্বৈরাচারের লোকজনকেই। প্রচণ্ড ডগমাটিক বিচারক মানিকও ছাড় পাননি।

শুরু করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের পদত্যাগ নিয়ে। শেষ করি শিক্ষকদের কথা দিয়েই। পতিত স্বৈরাচারের কালে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোতেও প্রকাশ পেয়েছে অযোগ্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের কথা। দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৃতীয় শ্রেণি পাওয়া শিক্ষকও রয়েছেন সে তালিকায়। স্কুলগুলোতে দেখা গেছে দলীয় বিবেচনায় প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। কলেজের অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধেও একই কথা। তাদের অনেকেই নিজ অফিসে বসে মাদক নিচ্ছেন এমন দৃশ্যও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এসব শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাধ্য করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের সামনে নাচতে। ছবিতে মাথা নিচু করে প্রণাম করতে। তখন কিন্তু এখনকার নীতি কপচানো শিক্ষকরা পদত্যাগ করেননি। যখন অনৈতিকতার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা তাদের পদত্যাগে বাধ্য করছেন কিংবা তারা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন তখন পদত্যাগের মাধ্যমে প্রতিবাদের বিষয়টি মাথায় এসেছে। মাত্র দুই মাসে গুটিকতক শিক্ষকের হেনস্তার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন সেই শিক্ষক। তার কাছে প্রশ্ন রেখেই শেষ করি, যে হেনস্তা দীর্ঘ দেড় যুগের তার বিপরীতে হেনস্তার জন্য দায়ীদের দু'মাস কি খুব বড় কিছু?

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকিন Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

দালালদের টাকা দিয়ে সীমান্ত পার হয়েছেন সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা

বিজিবি প্রধান

ঢাকা অফিস

আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী

দালালদের টাকা দিয়ে সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা অবৈধভাবে দেশের সীমান্ত পার হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। বৃহস্পতিবার বিজিবি সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিজিবি মহাপরিচালক জানান, পলাতক ব্যক্তি ও দালালদের তালিকা করা হচ্ছে।

মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, 'যারা আইসিপি দিয়ে হোক বা অন্য দিক দিয়ে হোক পালানোর চেষ্টা করছিল এমন ২২জন তৎকালীন সরকারের ঘনিষ্ঠ, উচ্চ–মধ্য ও নিম্ন পদস্থ কর্মী যারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের আটক করেছি। পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছি।'

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্গাপূজা ঘিরে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে যেকোনো বিশৃঙ্খলা এড়াতে বিজিবি সদস্যরা প্রস্তুত বলেও জানান বিজিবি মহাপরিচালক। এছাড়া পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহতে বিজিবি কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান।

জয় পরাজয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমেরিকানরদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন বেড়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও ডেমোক্রেটদের ইসরায়েল নীতি, ইমিগ্রেশানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন কমছে ও ট্রাম্পের প্রতি সহনাভূতি বেড়েছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প মিশিগানে জিতেছিলেন এবার এখানের ভোটারদের কাছে টানতে তিনি একাধিকবার মিশিগানে এসেছেন। এদিকে গত কয়েকদিন মিশিগান প্রবাসী বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর বাংলাদেশিদের সাথে আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বললে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেউ কেউ জানান, তারা আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে ভোট দিবেন। কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন গত টার্মে যখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন সারা বিশ্বে কোন যুদ্ধ ছিল না, যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছেন। সে সময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভাল, কাজকর্মের সংস্থান ছিল, বর্ডার সিকুউয়র্ড ছিল, অবৈধ অভিবাসী আগমন সর্ব নিম্ন পর্যায়ে ছিল, দেশের বেকারের সংখ্যা ন্যূনতম ছিল। সাংবাদিক মাহমুদুল হক লিটু বলেন, "এবার ভোট আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিবো, কারন আমি মাহমুদুল হক লিটু মনে করি ট্রাম্প সত্যবাদী, ও যা করবে সরাসরি বলবে, বতর্মান সরকারের মতো সামনে বলবে একটা আর ভিতরে করবে আরেকটা এ রকম নয়। আমরা সাধারণ মানুষ রাজনীতি বুঝি না, ট্রাম্প আসলে দ্রব্য মুল্য, কর্মসংস্থান, শেয়ার বাজার সহ অর্থনীতি ভালো থাকে যা বিগত সময় ছিল, পাশাপাশি আমি বা আমাদের কমিউনিটি সুরক্ষিত থাকবে।" একজন নারী ব্যবসায়ী বলেন, "আমি ট্রাম্পকে ভোট দেব। আমি মনে করি তিনি আমেরিকান অর্থনীতির জন্য ভালো। তিনি নিজেকে একবার প্রমাণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের ভালো দিক আছে এবং খারাপ দিকও আছে কিন্তু আমি মনে করি তিনি সবসময় আমেরিকানদের জন্য আগে চিন্তা করে। আপনি যদি আপনার দেশকে শক্তিশালী করতে না পারেন তাহলে আপনি কিভাবে অন্যদের সাহায্য করবেন?" কমুউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট রিয়েল ইষ্টেট ব্যবসায়ী বিজত ধর মনি বলেন, "আমি ট্রাম্পকে ভোট দিবো কারণ তার শাসনামলে কোন যুদ্ধ ছিল না, যুদ্ধে বড় বড় অস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, জীবন যাপন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানান, তিনি কমলা হ্যারিসকে ভোট দিবেন, কারণ তিনি ডেমোক্রেট দলকে ভালবাসেন, সব সময় এই দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে আসছেন সেটা স্থানীয় বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যেটাই হোন না কেন, তার বিশ্বাস আমরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হবেন কমলা হ্যারিস, তার নের্তৃত্বে আমরা এক নতুন আমেরিকা দেখতে পাবো।" এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন এখনো তারা কাকে ভোট দিবেন ঠিক করেননি। এদিকে মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক শহরের মেয়র আমির গালিব আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি ফেসবুক ও এক্সে জানিয়েছেন, "ট্রাম্প একজন নীতিবান মানুষ, তার বিভিন্ন নীতি, পছন্দগুলি আমি সঠিক মনে করি যার জন্য আমি তাকে সমর্থন করছি আশা করি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন।"

লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু বলেন, "আগামি নির্বাচনে ট্রাম্পকে ভোট দেয়া উচিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মানে বিশ্বের প্রেসিডেন্ট।

কামালা কে মনে হচ্ছে তিনি এখনো সেই গুরু দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত নয়।"

ভারতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়ছে: মার্কিন প্রতিবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা কমে আসছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে মার্কিন প্রশাসন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসাত্মক হামলা বেড়েই চলছে ভারতে। এ কারণে ভারতকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এরই মধ্যে এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, আমেরিকার কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ) এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্রমশ খর্ব হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ভারতে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর এবং তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে হিংসাত্মক হামলা চালানো হচ্ছে। এমনকি, সেই হামলায় অনেক সময় সরকারি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও মদদ দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে বহু ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছেন তারা।

ইউএসসিআইআরএফ তাদের প্রকাশ করা বার্ষিক রিপোর্টে ভারত সম্পর্কে রীতিমতো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পরামর্শ দিয়েছে। তাতে বলা হয়, লাগাতার ধর্মীয় হিংসা চালানোর জন্য ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য ভারতকে যেন 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কমিশনের এই প্রস্তাবে সায় দেয়নি।

এদিকে এই প্রতিবেদন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। একে পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছে ভারত।

এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমেরিকার কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের (ইউএসসিআইআরএফ) এই প্রতিবেদন সম্পর্কে আমাদের মতাদর্শ আগের মতোই। এই সংস্থাটি আসলে পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারতকে নিয়ে এটি ভুল উপস্থাপন করেই যাচ্ছে।'

অন্যদিকে, ইউএসসিআইআরএফের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে, কীভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করতে ভারতের আইনি ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বদলে ফেলা হচ্ছে। যার মধ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) অন্যতম।'

এ ছাড়া ওই রিপোর্টে ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং রাজ্যস্তরে ধর্মান্তরবিরোধী ও গোসম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত একাধিক নতুন ও সংশোধিত আইন প্রবর্তনেরও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

আমেরিকান গণতন্ত্রের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইলেক্টোরাল ভোট আইনের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এটির উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের ১২তম সংশোধনী হিসাবে তা গৃহীত হয়। এটি একটি পরোক্ষ ভোটের প্রক্রিয়া। ইলেক্টোরাল ভোট পদ্ধতি বুঝতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে বুঝতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে দুইকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা বিদ্যমান। উচ্চকক্ষ সিনেট এবং নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা কংগ্রেস। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের ছোট বড় প্রত্যেকটি রাজ্যে সমান ভাবে দুটি করে সিনেটে প্রতিনিধি আসন আছে। সে অনুযায়ী সিনেটের মোট আসন সংখ্যা ১শ। অর্ধশত রাজ্যে রয়েছে মোট ৪শ ৩৫টি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা কংগ্রেসের আসন, তাও আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত। ৫০টি রাজ্যের বাইরে আছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি বা ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া।রাজধানী ওয়াশিংটনে আছে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সিনেটের ১শ ৩ টি আসন। ৫০টি রাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডি সি মিলিয়ে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের এই ৫শ ৩৮ জন হচ্ছেন আমেরিকার আইন প্রণেতা। মোট ৫ শ ৩৮ কংগ্রেশনাল আসন হচ্ছে ইলেক্টোরাল ভোট।যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রত্যেকটি রাজ্যে জিতে আসতে হয়।

নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের আসন সংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারণ হয়ে থাকে।এটি রাজ্য ভেদে বাড়ে কমে প্রতি দশ বছর পর পর ইউএস সেনসাসের ভিত্তিতে।সিনেটে নির্বাচিত দের সিনেটর এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কংগ্রেসম্যান বা কংগ্রেস উইমেনস বলা হয়। উভয় কক্ষে সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রাজ্যে জনগনের ভোটে জয়লাভ করলে তবেই তিনি সেই রাজ্যের ইলেক্টোরাল ভোটের অধিকারী হন।

উদাহরণ স্বরূপ সবচেয়ে বেশী ইলেক্টোরাল ভোট একক রাজ্য হিসাবে ক্যালির্ফনিয়ার ৫৪ টি। যিনি ক্যালির্ফনিয়ায় জয়লাভ করবেন তিনি এই ৫৪টি ইলেক্টোরাল ভোট পাবেন। আবার সবচেয়ে কম ইলেক্টোরাল ভোট ৩ টি করে রয়েছে ৫ টি রাজ্যের এবং ওয়াশিংটন ডিসির।যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে সর্বনিম্ন ২ শ ৭০টি ইলেক্টোরাল ভোট প্রয়োজন হয়।

মূলতঃ বৃহত দুইদল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে।যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সহ কোন নির্বাচনেই কোন প্রকার মার্কা বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়না বা প্রচলন নেই। ব্যালটে কেবল প্রার্থীর নাম এবং কোন দল থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন সেটা উল্লেখ থাকে। তারপরও ডেমোক্র্যাটদের প্রতীক হচ্ছে গাধা এবং রিপাবলিকানদের প্রতীক হাতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ রাজ্য লাল বা নীলে বিভক্ত হলেও প্রতি ৪ বছর অন্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কিছু কিছু রাজ্য কালার বদলাদে শুরু করে। অর্থাৎ দল বদলানো এই রাজ্যগুলোকে সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।এসবের বেশির ভাগ রাজ্য যে দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রেসিডেন্সি সে দিকেই যায়। এবার এরকম ৭টি সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে পেনসেলভেনিয়া, মিশিগান, উইসকনসিন, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, নেভাদা ও অ্যারিজোনা। এই সাতটি রাজ্যের রয়েছে মোট ৯৩ ইলেক্টোরাল ভোট রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে লাল বা নীল রাজ্য বলে একটি বহুল ব্যবহৃত কথা রয়েছে। এতে আসলে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রকাশ পায়। ডেমোক্রাট দলের কালার হচ্ছে নীল আর রিপাবলিকান দলের কালারহল লাল।যেমন টেক্সাস একটি লাল রাজ্য আরনিউইয়র্ক হচ্ছ নীল রাজ্য।অথাৎ টেক্সাসে দীর্ঘসময় ধরে রিপাবলিকান আর নিউইয়র্কে ডেমোক্রাট দল জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে আসছে।

সংবাদমাধ্যম সিএনএন ইলেক্টোরাল ভোটের যে প্রজেকশান করেছে এতে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রাট প্রার্থী কামালা হ্যারিস ২শ ২৬ এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২শ ১৯ ইলেক্টোরাল ভোট পাবেন এমনটা প্রায় নিশ্চিত।তবে ২শ ৭০ ইলেক্টোরাল ভোট জোগাড় করতে হলে

এই সাতটি রাজ্যের বেশির ভাগের জনরায় লাগবে। আর উভয় প্রার্থী ও তাদের ক্যাম্পেইনের দৃষ্টি এখন সে দিকেই নিবদ্ধ।

মতবিনিময় না করেই নিউইয়র্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফিরে যান। একাধিকবার প্রেস কনফারেন্সের জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বিষয়টিকে এড়িয়ে যান এবং এর কোন প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন। এমন ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকরা।

ড. ইউনূস নিউইয়র্কে অবস্থানকালীন সময়ে তার প্রেস সচিব শফিকুল আলমকে সাংবাদিকরা ড. ইউনুসের সরাসরি সাক্ষাতে আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রেস সচিব বলেন, আমি তো প্রধান উপদেষ্টারই মুখপাত্র। আপনাদের যা বলার আমাকে বলুন। আর কোন কিছু জানার থাকলে আমাকে প্রশ্ন করুন। আমি আপনাদের কথাগুলো প্রধান উপদেষ্টা পর্যন্ত পৌছে দিব। প্রধান উপদেষ্টা কেন সরাসরি সংবাদ সম্মেলন করতে হবে। প্রেস সচিব শফিকুল আলম যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডেন্ট বাইডেন সরাসরি প্রেস মিট করেন কিনা এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন। বাঙালীর আবেগ দিয়ে সব চলেনা, কিছু নিয়মকানুন আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফ্যাসিষ্টবিরোধী আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্র তথা নিউইয়র্কের প্রবাসীদের অনন্য ভূমিকা ছিলো উল্লেখ করে অপর এক সাংবাদিক বলেন, নিউইয়র্কের রাজপথে নিয়মিত প্রবাসীদের কর্মসূচি ছিলো, তবুও আমরা কেন ড. ইউনুসের সাক্ষাৎ পাব না?

উত্তরে প্রেস সচিব বলেন, শুধু নিউইয়র্ক প্রবাসীরা এ আন্দোলনে অবদান রাখেনি, পুরো বিশ্বের প্রবাসীরা অবদান রেখেছে। প্রধান উপদেষ্টা এখন কতজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমার মনে হয়না এ আয়োজনের দরকার আছে।

ড. ইউনুস সাংবাদিক ও প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় না করে দেশে ফিরে যাওয়া তার প্রেস সচিবের বক্তব্য বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রবাসীরা সরকারকে সমর্থন ও দেশ গঠনে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে সরকারকে সর্বাত্বক সহযোগিতা করেও তাদের আশার জায়গায় ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

এছাড়াও বিগত আওয়ামী আমলে শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে প্রতিবছর প্রেস কনফারেন্স করলেও আওয়ামীলীগ না করা সাংবাদিকদের ইনভাইট করতেন না। বিগত আমলে সরকার প্রধানের ইনভাইটেশন না পাওয়া প্রথিতযশা সাংবাদিকরা আশা করেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান তাদের গুরুত্ব দিবেন। কিন্তু আশার সে প্রতিফলন না হওয়ায় সাংবাদিক কমিউনিটি বিস্ময় প্রকাশ করে।

বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস ও সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান নিউইয়র্কে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে 'সংবাদ সম্মেলন বা মতবিনিময়' করতে পারতেন যা অতীত থেকে হয়ে আসছে।

এবিষয়ে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক বলেন, বিগত সরকার দলীয় সাংবাদিকদের ইনভাইট করলেও অন্তত প্রতিবছর সরকার প্রধান নিউইয়র্কে প্রেস কনফারেন্স করতেন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের কথা গুরুত্ব পেতো। প্রবাসীরা সরকারের প্রতি তাদের আশা আকাংখার কথা সরকারপ্রধানকে সরাসরি জানাতে পারতো। কিন্তু এবার সরকার প্রধানের প্রেস কনফারেন্স ছাড়াই দেশে ফিরে যাওয়াকে নেতিবাচক হিসেবেই দেখছেন প্রবাসী এই সাংবাদিক। একই বিষয়ে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, খবর পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ আলম এবং সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম ড. ইউনূসের সাথে প্রেস কনফারেন্সে মিলিত হওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রেস সচিব একই উত্তর দেন।

এদিকে নিউইয়র্কে ড. ইউনূসের নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় প্রবাসীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বাংলাদেশ মিশন আর ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট এবং বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজের ব্যানারে তার সংবর্ধনা আয়োজনের উদ্যোগ চলছিলো। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কোন পক্ষই সংবর্ধনা আয়োজনের ব্যাপারে ঢাকা থেকে কোন গ্রীন সিগন্যাল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়।

কমিউনিটির কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে ড. ইউনূসের সংবর্ধনা বা সরাসরি কোন মতবিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব না হলেও কনস্যুলেটের সহায়তায় ভার্চুয়ালী প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজিত হলে প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের মতামত দেশের সরকার প্রধানের সাথে শেয়ার করতে পারতেন। কেননা, দেশের 'জুলাই বিপ্লব' সফল করতে প্রবাসীরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন।

একই পদে তুমুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মায়ানী ইউনিয়নে।

এদিকে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে নির্বাচনী আমেজ। বিশেষ করে মিরসরাই উপজেলা থেকে মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই প্রার্থীকে নিয়ে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। প্রবাসী মিরসরাইবাসীরা কে কাকে সমর্থন দিচ্ছেন তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা।

ভোটাররা বলছেন, ১৯ তারিখ স্বতস্ফূর্ত ভোটে পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী করবেন। একই এলাকার দুজনের কাকে ভোট দিবেন এমন প্রসঙ্গে তারা বলেন, আমরা প্রার্থীদের সবকিছু বিবেচনা করছি। প্রার্থীদের সততা, আন্তরিকতা আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। শীগ্রই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারব বলে আমরা আশাবাদি।

চট্টগ্রাম সমিতির আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনের ১৯ পদে ৩৮ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ৮৯৪ জন। সাধারণ ভোটার ২ হাজার ৬৬৩ জন এবং লাইফ মেম্বার ২৩৩ জন।

নির্বাচনে মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন- সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মুক্তাদির বিল্লাহ, সহ-সভাপতি আলী আকবর বাপ্পী, সহ-সভাপতি মো. আইয়ুব আনসারী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদ এইচ সিরাজী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন, সহকারী কোষাধ্যক্ষ তমাল কান্তি চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শিমুল বড়ুয়া, সহকারী দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ জে আবেদীন আতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুশান্ত দত্ত, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আক্তার উল আজম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. এ ওয়াদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ জে আজম জাহেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য নুরুস সাফা, মোহাম্মদ এস আলী ও মোহাম্মদ শাহ আলম।

তাহের-আরিফ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আলী নূর, সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ টি. আলম ও ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ মো. কলিম উল্লাহ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নওশাদ কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহসীন, কোষাধ্যক্ষ শফিকুল আলম, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মো. নূরুল আমিন, দপ্তর সম্পাদক অজয় পি. তালুকদার, সহকারী দপ্তর সম্পাদক ইমরুল কায়সার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. এনামুল চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ জাভেদ শফি, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ ঈশা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মো. নাসির চৌধুরী, পল্লব রায় ও মোহাম্মদ. এম উদ্দীন।

পাঁচ মোবাইল অপারেটরের বিরুদ্ধে ১১ হাজার অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক

দেশে বর্তমান পাঁচটি মোবাইল অপারেটর টেলিকম সেবা দিয়ে আসছে। এসব অপারটেরদের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের পাহাড় জমেছে। সর্বশেষ গত এক বছরে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) শর্টকোর্ড (১০০) নাম্বারে সেবার মান নিয়ে ১১ হাজার ২২৫টি অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা। এসব অভিযোগের কয়েকটি সমাধান হলেও অধিকাংশই অধরা রয়ে গেছে।

বিটিআরসির সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত এক (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত) বছরে বিটিআরসির শর্টকোর্ড (১০০) নাম্বারে সেবার মান নিয়ে ১১ হাজার ২২৫টি অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ফোনে কথা বলার মধ্যে কলড্রপ, ইন্টারনেটের ধীরগতি, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের (ভাস) নামে অজান্তে গ্রাহকের ব্যালেন্স থেকে টাকা কেটে নেওয়া। এর মধ্যে শুধু কোয়ালিটি অব সার্ভিস বা সেবার মান সম্পর্কিত অভিযোগই পড়েছে ৪ হাজার ৫৭৯টি। এ ছাড়া ডাটা স্পিড সংক্রান্ত অভিযোগ ১ হাজার ১১টি, বিবিধ ৮৫১টি, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস সংক্রান্ত ৭৯৩টি, ডাটা ভলিউম সংক্রান্ত ৬০৯টি, সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা কলড্রপ সংক্রান্ত ২১১টি, প্রতারণামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত ৯৩টি, ইনকামিং-আউটগোয়িং কল ও এসএমএস সংক্রান্ত ৫৮৫টি, লাইসেন্স সংক্রান্ত ৭২টি।

বিটিআরসি সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছর ভয়েস কল ও ইন্টারনেট সেবা নিয়ে ১০ থেকে ৩০ হাজার বা তারও বেশি অভিযোগ করেন গ্রাহকরা। যেমন- সেবার মান নিয়ে ২০২১ সালে ২৩ হাজার ১৬টি অভিযোগ পড়ে বিটিআরসিতে। আর ২০২২ সালে অভিযোগ জমা পড়েছিল ১৫ হাজার ৭৪৯টি। আর ২০২৩ সালে দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরের বিরুদ্ধে বিটিআরসিতে ১০ হাজার ৪৫৭টি অভিযোগ করেছিলেন গ্রাহকরা। আর ২০২৪ সালে এ অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ হাজার ২২৫টিতে।

যুদ্ধের দামামা মধ্যপ্রাচ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে তাদের। যারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, আমরা পাল্টা আক্রমণ করব।’

তেহরানও বলেছে, ইসরায়েল আবার হামলা করলে পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক। ইরান–সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের সশস্ত্র হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। ফলে মার্কিন সমর্থনেই ইসরায়েল বেপরোয়া হয়ে উঠবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমস্ত আহ্বান ক্রমাগত উপেক্ষা করছে ইসরায়েল। জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ইসরায়েল সরকার।

লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের সেনাদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই চলছে। ২ অক্টোবর বুধবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন ইসরায়েলি আট সেনা। ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকালও গাজায় অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারালেন।

গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ইসরায়েলের সঙ্গে লড়ছে হিজবুল্লাহ ও হুতি। তাদের সমরাস্ত্র ও আর্থিকভাবে সমর্থন দিচ্ছে ইরান। পাশাপাশি গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসকেও সহযোগিতা করে আসছিল তেহরান। ইরান সরাসরি জড়িত না থাকলেও ইসরায়েলের সঙ্গে চলছিল ছায়াযুদ্ধ। মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে ইরান সরাসরি জড়িয়ে পড়ল।

গত সপ্তাহে লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। এরপরই লেবাননে সেনা পাঠায় ইসরায়েল। ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলে হামলা করে। এতে ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্য। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ইরানের হামলার মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এ হামলায় অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ইরান–সমর্থিত ইরাকের মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো হুমকি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি এই সংঘাতে ইসরায়েলের পক্ষে অংশ নেয়, তাহলে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করবে তারা।

ইরান ও ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বিশ্বনেতারা বলছেন, এই সংঘাত এখনই বন্ধ না করা গেলে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। তবে বরাবরের মতোই ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন দেবে। তবে দেশটির পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা সমর্থন করে না যুক্তরাষ্ট্র—এ কথাও বলেছেন তিনি।

মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি সর্বাত্মক আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর রাইদ জারার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে, তাহলে এর সমাপ্তি ঘটবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে বলতে হবে যে তারা আর ইসরায়েলকে অস্ত্র, অর্থ ও সহযোগিতা দেবে না।

দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরানের হামলার নিন্দা না জানানোর অভিযোগ তুলে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কঠোর সমালোচনা করেছে ইসরায়েল। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণাও করেছে।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে ফ্রান্সের আহ্বানে গতকাল জরুরি বৈঠক করেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত দাবানলের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত থামানোর এখনই সময়। সংঘাত এভাবে ছড়াতে থাকলে সাধারণ মানুষকে চরম মূল্য দিতে হবে।

পুরো অঞ্চলে যাতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বিগত কয়েক মাসের তৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই চালিয়েছে ইসরায়েল। এ যুদ্ধে যাতে সরাসরি জড়াতে না হয়, সেই চেষ্টা করেছে ইরান। কিন্তু এখন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে একধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইসরায়েলের হামলার মধ্যে লেবাননে গত কয়েক দিনে ১০ লাখের বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন। ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার মুখে অনেক দেশ লেবানন থেকে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করেছে। যেকোনো সময় হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশগুলো।

সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪০ কোটি ডলার

ঢাকা ডেস্ক

সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪০ কোটি ৫০ লাখ ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, রেমিট্যান্সের এ পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে আগস্টে দেশে এসেছিল ২২২ কোটি ১৩ লাখ ডলার। সে হিসাবে সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৮ কোটি ডলার। এ মাসে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৮ কোটি ২ লাখ ডলার। এছাড়া শুধু ৩০ সেপ্টেম্বর একদিনে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১০ কোটি ডলার। আর গত বছর সেপ্টেম্বরে এসেছিল ১৩৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরে প্রথম ৩ মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৬৫৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশি।

আগের বছরের (২০২৩ সাল) সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৩৩ কোটি ডলার।

যত অন্যায় হয়েছে ৯০ ভাগ শেখ হাসিনা নিজে করেছেন

বললেন কাদের সিদ্দিকী

ঢাকা ডেস্ক

কাদের সিদ্দিকী

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম বলেছেন, 'বিগত ১৬-১৭ বছর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশটা ভালো চলে নাই। এ দেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না এবং মানুষের সরকার ছিল না। এ দেশ ছিল শেখ হাসিনা সরকারের। এ দেশে যত অন্যায় হয়েছে তার ৯০ ভাগ শেখ হাসিনা নিজে করেছেন। আর ১০ ভাগ অপরাধ যারা করেছেন তাঁরা বাধ্য হয়ে করেছেন।'

মঙ্গলবার দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের করের বেতকায় নিহত সেনা সদস্য তানজিম সারোয়ার নির্জনের বাসায় তাঁর স্বজনদের সঙ্গে সমবেদনা ও সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব বলেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, দেশটা কেমন যেন হয়ে গেছে। মানবিক মূল্যবোধ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে দেশে একজন সেনা কর্মকর্তাকে এভাবে ডাকাতদল হামলা চালিয়ে হত্যা করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সমাজে কিছু নেই, আইন কানুন বলতে কিছু নেই। সেনাবাহিনীর পোশাক পরা এক মানুষের গায়ে দুষ্কৃতকারীরা যখন আঘাত করে পারে তাহলে বুঝতে হবে দেশে আইনশৃঙ্খলা বলে অথবা দেশে শাসন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং দুষ্ট লোকের যে ভয় থাকে তা কিছুই নেই। সমাজটাকে বদলাতে হবে।

কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, 'এই বিপ্লব যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য অন্ধকার। সেই জন্য বৈষম্যবিরোধী জনতার আন্দোলনের সফলতা ধরে রাখতে হবে।'

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরে কক্সবাজারের ডুলাহাজারা ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া এলাকায় অভিযানের সময় ডাকাতের ছুরিকাঘাতে নিহত হন লেফটেন্যান্ট তানজিম সারোয়ার নির্জন।

এক প্রশ্নের জবাবে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমি অকপটে বলব, আমি কোনো কথা দ্বিধা করে কথা বলার চেষ্টা করি না।'

'আমাদের একসাথে মাটি দিয়েন'

ঢাকা ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে এক নারী ও পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে নারীর ওড়নায় প্যাঁচানো অবস্থায় পাওয়া গেছে এক চিরকুট। তাতে লেখা, 'আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সমাজের সবার কাছে (অনুরোধ) আমাদের দুজনকে একসাথে মাটি দিয়েন'। গতকাল রোববার রাত সাড়ে নয়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ডের দশ পাইপ এলাকার একটি বালুর মাঠ থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত পুরুষটির পরিচয় জানা গেলেও নারীর পরিচয় এখনো জানা যায়নি। নিহত যুবকের নাম শফিকুল ইসলাম (২৮)। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি পশ্চিমপাড়া এলাকার মনির হোসেনের ছেলে। অন্যদিকে অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর পড়নে ছিল গোলাপি রঙের সালোয়ার ও লাল রঙের কামিজ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মিজমিজি ডাম্পিং সংলগ্ন এলাকাটি বিনোদন স্পট হিসেবে পরিচিত। তাই স্থানটি সব সময় জমজমাট থাকেন। অস্থায়ী এই পার্ক এরিয়ায় স্থায়ী ও ভাসমান বিভিন্ন রেস্টুরেন্টেসহ প্রায় দেড় শ দোকান রয়েছে। আজ ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা হাঁটাচলা করার সময়ে তাদের দৃষ্টি পরে বালুর মাঠে পড়ে থাকা মরদেহদুটির দিকে। পরে তারা পুলিশকে ফোন করেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি আল মামুন বলেন, সোমবার রাতে সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জের দশপাইপ এলাকায় সড়কের পাশে নারী-পুরুষের মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে পুরুষের পরিচয় জানা গেছে। নারীর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন, 'ওই নারীর ওড়নায় একটি চিরকুট প্যাঁচানো ছিল। সেখানে লেখা ছিল, "আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সমাজের সবার কাছে (অনুরোধ) আমাদের দুজনকে একসাথে মাটি দিয়েন"। মরদেহের পাশের একটি কীটনাশকের বোতল পাওয়া গেছে। তাদের মুখ থেকে বিশের গন্ধ পাওয়া গেছে। এটা কী আত্মহত্যা নাকি হত্যা তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। লাশ দুটো ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Member: naea NYSSEA
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ,এস,এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম,টি,এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------রবিবার -----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট -------------------মঙ্গলবার -----------(দু.:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------- ------শনিবার-----------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার	পায়ের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD	Dr. M Nayeem
Cardiologist	Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

প্রথম আলোর আয়োজনে পেটার্সনে ‘দেখা সাক্ষাৎ’

সোহানা নাজনীন

বহুজাতির দেশ আমেরিকায় প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা রয়েছে, এ নিজস্বতার সাথে সমস্যা ও সফলতার সংজ্ঞাও ভিন্ন ভিন্ন। নিজেদের সমাজ সংস্কৃতির সাথে বন্ধন দৃঢ় রেখেই আমেরিকা হয়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতির শক্তিশালী দেশ। প্রতিটি নাগরিকের অধিকার যেমন আছে, নাগরিক কর্তব্যও আমাদের পালন করতে হয়। বহুজাতিগোষ্ঠীর সাথে জনসমাজের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে আমেরিকার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস।

২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউজার্সির প্যাটার্সন শহরে লেখক, সাংবাদিক ও জনসমাজের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিরা এসব কথা বলেছেন। ইউএসএ প্রথম আলো ফাউন্ডেশন আয়োজিত ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ছিল 'দেখা সাক্ষাৎ'। অনুষ্ঠানের আলোচিত বিষয় ছিল কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে সচেতনা বাড়ানো যায়। সারাদিন ধরে হালকা বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিতে বসবাসরত অগ্রসর লোকজনদের নিয়ে নির্মল আড্ডা হয়েছিল। অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা, খানিকটা পরিচিতির পর সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে আনা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়াও নাগরিক দায়িত্ব, ভোটাধিকার প্রয়োগ, হাইজিংসহ নানাবিধ বিষয়গুলো উঠে আসে আলোচনায়।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণের সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পেটার্সনের নির্বাচিত স্কুল কমিশনার মোহাম্মদ রশীদ। উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক, পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মাদ নাজমুল আহসান, পেটার্সন শহরের বারবার নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক, স্কুল বোর্ড কমিশনার এডি গঞ্জালেজ, স্কুল বোর্ড কমিশনার নাদিয়া হোসাইন, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা মীর চৌধুরী, সোনালী এক্সচেঞ্জের ব্যাবস্থাপক ফারুক সিদ্দিকী, মন্টিক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হেলাল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, লেখিকা এবং শিক্ষিকা এইচ বি রিতা। কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক পেটার্সন শহরের পক্ষ থেকে প্রথম আলো পরিবারকে সম্মাননা সনদ প্রদান করেন শহরের মেয়র এবং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে বিনয় ভালোবাসা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন তিন প্রজন্মের লোকজন, ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন অভিবাসী প্রতিনিধিরা। এছাড়াও সেখানে ছিলেন শহরের স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী। তারা প্রত্যেকেই নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। এইচ বি রিতা বলেছেন, “জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে বোঝানো হয় সেই মানসিক স্থিতিশীলতা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, এবং আচরণকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। ঠিক যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক যত্ন নেওয়া জরুরি, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

দুঃখজনকভাবে, আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার অভাব খুবই প্রকট। অনেকে মনে করেন, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা মানে দুর্বলতা প্রকাশ করা। আমাদের সমাজে মানসিক রোগকে লজ্জার বিষয় হিসেবে দেখা হয়। যার ফলে অনেকেই প্রয়োজনীয় সাহায্য নেন না এবং নিজেরা একাকিত্বে ভোগেন।"

রিতা বলেন, এই ধারণাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে, কারণ এটি আমাদের জীবনযাত্রা, কর্মক্ষমতা এবং পারিবারিক সম্পর্ককে সরাসরি প্রভাবিত করে। আমাদের উচিত পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং কমিউনিটির মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য নিতে উৎসাহিত করা। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সামাজিক সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা বাড়ালে আমরা শুধু মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নই বাড়বে না, পাশাপাশি স্নায়ুবিক এবং জ্ঞানীয় সমস্যাগুলোকেও কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে, আমাদের ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে যারা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবনযাপন করছে, তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারব এবং সঠিক যত্ন নিতে পারব। এমনকি কমিউনিটির মধ্যে কোনো শিশু বা ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পেলেও, আমরা বুঝতে শিখবো যে এগুলো কেবল আচরণগত সমস্যা নয়, বরং তা মানসিক বা জ্ঞানীয় চ্যালেঞ্জের ফলাফল হতে পারে। এর ফলে আমরা শুধু নিজেরাই সচেতন হবো না, বরং অন্যদের আবেগ, অনুভূতি এবং সমস্যাগুলোর প্রতিও সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে পারব।

কমিউনিটির প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। কমিউনিটিতে মানসিক স্বাস্থ্যের চারপাশে যে কুসংস্কার আছে, তা ভেঙে দিয়ে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবাই তাদের মানসিক সুস্থতার যত্ন নিতে সক্ষম বোধ করে।

প্রবীণ সম্পাদক নাজমুল আহসান তার বক্তব্যে সন্তানের মনও গঠনে মায়ের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ন আলোচনার অবতারণা করেন।

অনুষ্ঠানমালায় শুধু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই ছিল না, দফায় দফায় রকমারী খাবার ছিলো বাড়তি আকর্ষণ। সবগুলো খাবারই ছিল উপাদেয় এবং ঘরে বানানো। বৃষ্টিস্নাত হেমন্তের সন্ধ্যায় গরম কিমা বার্গার, সিঙ্গারা, পাকোড়া, চা, বিরিয়ানী, সালাদ, দই এবং ফুলুরী পিঠা সবার তৃপ্তি এনেছিল। ঐতিহ্যের শহর প্যাটার্সনের দক্ষ একজন সংগঠক মোহাম্মদ রশীদ, তিনি প্যাটারসন বোর্ড অফ এডুকেশন কর্মরত আছেন। মোহাম্মদ রশিদের সহযোগিতা এবং উদ্দীপনায় অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন হয়ে উঠেছিল আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে। উপস্থিত সবাইকে হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ’র পক্ষ থেকে গিফট কার্ড উপহার দেয়া হয়েছিল, পছন্দের কিছু কেনাকাটা করার। হিউম্যান কনসার্ন ইউ এস এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিসটার জয়নাব। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বকবয়ে বলেন, প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের এমন ভালো উদ্যোগের পাশে ভবিষ্যতেও তারা সহযগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। পরিশেষে জাকির হোসেইন এবং মোহাম্মদ রশিদের গানে, কবি এলি বড়ুয়ার কবিতায় অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক সাংবাদিকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, শেলী জামান খান, রোকেয়া দীপা, কুলসুম আখতার সুমি, সায়ান সিদ্দিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জান্নাতুল টুম্পা, ডিজে সাঈদ, তামিনা রশিদ, প্রফেসর ড. হেলাল মহীউদ্দীন, সাব্রিনা ইয়াসমিন, এম এইচ পাহলভি প্রমুখ।

কারাগার থেকে মুক্ত মাহমুদুর রহমান

ঢাকা অফিস

মাহমুদুর রহমান

দৈনিক আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আসসামছ জগলুল হোসেন তাঁর জামিন মঞ্জুর করার পর বিকেলে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। কারা ফটকে স্বজন, আইনজীবী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে বরণ করে নেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ছেলে এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করার মামলায় সাত বছরের সাজাপ্রাপ্ত মাহমুদুর রহমান দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে গত ২৯ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠান।

মাহমুদুর রহমানের পক্ষে আইনজীবী গতকাল সকালে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ও একই সঙ্গে তাঁর জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আসসামছ জগলুল হোসেন আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

সংস্কারকাজ দ্রুত শেষ করে নির্বাচন দিন, ড. ইউনূসকে রিজভী

ঢাকা অফিস

জরুরি সংস্কারকাজ দ্রুত শেষ করে নির্বাচন দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘নির্বাচনের আগে গণতন্ত্রের যে উপাদানগুলো আছে, এগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যেসব সুপারিশ থাকে, সেগুলো নতুন সরকার এলে বিবেচনা করবে। তাই আমরা বলছি, যত দ্রুত সম্ভব সংস্কারগুলো শেষ করে আপনি (অন্তর্বর্তী সরকার) অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দিন।’

বৃহস্পতিবার সকালে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উদ্যোগে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত তাহমিদ ও মাসুদ রানার পরিবারের খোঁজখবর নিতে রাজধানীর মিরপুরে যান রিজভী। সান্ত্বনার পাশাপাশি দুটি পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তাও করেন তিনি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বজনহারা পরিবারের কাছে নেতারা অঙ্গীকার করেন, যাঁরা গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ সব সময় মনে রাখবে বিএনপি।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম একটা মাপকাঠি। এই নির্বাচন থেকে বাংলাদেশের মানুষ গত ১৫-১৬ বছর যাবৎ বঞ্চিত ছিল। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি উপাদান। যদিও কোনো কিছু দিয়ে এটাকে মাপা যায় না। এটা একটা জাতির সাইকোলজিক্যাল বিষয় যে আমি বন্দী, কি বন্দী না। কারাগারের বাইরে থাকলেও যখন ফ্যাসিবাদ থাকে তখন নিজেকে বন্দী মনে হয়। সে জন্য এটা (গণতন্ত্র) গুনে গুনে ক্যালকুলেশন করে করা সম্ভব নয়।’

নিউ ইয়র্কে বেবী নাজনীনের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বসবাস করছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন। এতদিন তিনি দেশে গান গাইতে না পারলেও প্রবাসে পারফর্ম করেছেন। বিদেশের মাটিতে কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ করেছেন ব্ল্যাক ডায়মন্ডখ্যাত এই সংগীতশিল্পী।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কের কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তার ফ্যানস ক্লাব। এটি প্রেসেন্ট করেছে আশা গ্রুপ অব কোম্পনিজ।

সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উল্লেখযোগ্য প্রবাসী বাঙালি। এর মধ্যে ছিলেন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

সঙ্গীতানুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের কর্ণধার এবং সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক আকাশ রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, বেলাল চৌধুরী, বশির ভূঁইয়া, আক্তার হোসেন বাদল, নাঈম টুটুল, মঈন চৌধুরী, আকিব হোসেন, নুরুল আমিন, হযরত আলী, অ্যাডভোকেট আরিফ চৌধুরি, সোহাগ আজম,

উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে আকাশ রহমান বলেন, "এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে আপনাদের জন্য। সামনে আরো ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। "

প্রবাসী বাঙালিদের ধন্যবাদ জানিয়ে এম এ আজিজ বলেন, "আজকের আয়োজন যারা করেছেন, যারা সহযোগিতা করেছেন আমি এবং বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীনের অসাধারণ একটি আয়োজন ছিল। প্রত্যেকটি গান আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সুন্দর গান পাব"

সঙ্গীতানুষ্ঠানে বেবী নাজনীন তার জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে শোনান। তার গান মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন উপস্থিত অতিথিরা। তিনি বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। এর মধ্যে রয়েছে, এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল, কাল সারা রাত ছিল স্বপনেরও রাত ইত্যাদি।

বহু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সংগীতশিল্পী। আধুনিক সংগীতের সর্বাধিক সংখ্যক একক, দ্বৈত ও মিশ্র অডিও অ্যালবামের শিল্পী বেবী নাজনীন তার সংগীত জীবনের শুরু থেকেই অডিও মাধ্যম, বেতার, টেলিভিশন, সিনেমা এবং দেশ-বিদেশের মঞ্চ মাতিয়েছেন। কিন্তু বিএনপি সমর্থন করায় আওয়ামী সরকারের আমলে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বেবী নাজনীন। তাকে দেশে কোন গান করতে দেওয়া হয়নি।

তার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে- মানুষ নিষ্পাপ পৃথিবীতে আসে, ওই রংধনু থেকে, পত্রমিতা, এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল, কাল সারা রাত ছিল স্বপনেরও রাত, দুচোখে ঘুম আসে না তোমাকে দেখার পর, আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেলোরে মরার কোকিলে, লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে, প্রিয়তমা, সারা বাংলায় খুঁজি তোমারে, ও বন্ধু তুমি কই কই রে- এ প্রাণো বুঝি যায় রে, ইত্যাদি।

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, ঘাড়ের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

ভারতের ‘নেইবারহুড ফার্স্ট’ নীতিতে কী প্রভাব পড়বে?

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুস।

জো বাইডেনের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে দুই নেতার মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতার বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে 'আরও প্রচেষ্টা চালাতে হবে'। তবে মি. ইউনুস ও জো বাইডেনের মধ্যে যে উষ্ণতা দেখা গেছে নিউইয়র্কে, তা নরেন্দ্র মোদী সরকারের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছে মোদী সরকার।

বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে সেই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছুটা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে।

গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় বামপন্থী আনুরা দিসানায়েক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নেপাল আর মালদ্বীপে ২০২৩ সালে এবং মিয়ানমার ও আফগানিস্তানে ২০২১-এ ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। অন্যদিকে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েন তো চলছেই।

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর তার সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নে 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি চালু করে। অনেকে মনে করছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে সরকার পরিবর্তনের পরে ওই নীতি কতটা কার্যকরী, তা এখন বিচার করার সময় হয়েছে।

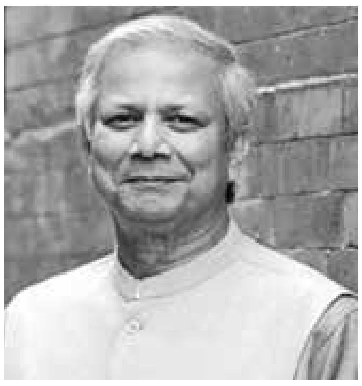

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত তার বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে। কীভাবে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সংঘাতগুলো চলেছে, সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

প্রথমে মালদ্বীপ।

সেদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ মুইজের নির্বাচনি স্লোগানই ছিল 'ইন্ডিয়া আউট'।

ক্ষমতায় আসার পরেই কয়েক দশক ধরে চলে আসা একটি প্রথা ভেঙেছেন তিনি। প্রথাটা ছিল মালদ্বীপে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্টেরই প্রথম বিদেশ সফরটা হয় ভারতে। কিন্তু প্রথম সফরের জন্য তুরস্ককে বেছে নেন মি. মুইজ। এবছরের শুরুর দিকে চীন সফর থেকে ফিরে এসেই তিনি ভারতকে অনুরোধ করেন যে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

ভারত সেই অনুরোধ মেনে নিয়ে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে জুলাই মাসে মি. মুইজের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি ভারতকে তার দেশের ‘ঘনিষ্ঠতম সহযোগী’ বলে অভিহিত করেন এবং আর্থিক সহায়তা চান।

এবার আসা যাক নেপালের প্রসঙ্গে।

নেপালে ২০২০ সালে ক্ষমতায় আসার পরে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি বলেছিলেন যে ভারত নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

তবে ২০২৪ সালে মি. ওলি আবারও নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখন ধীরে ধীরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন মি. ওলি এবং নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। দুই দেশই এই বৈঠককে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মি. মোদী বলেছেন যে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় এবং তারা এই সম্পর্ককে আরও গতিশীল করার দিকে এগোচ্ছেন।

আফগানিস্তানের প্রসঙ্গে দেখা যায় যে ভারত এখনও পর্যন্ত তালিবানকে সেদেশের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে আফগানিস্তানে কূটনৈতিক উপস্থিতি রয়েছে এমন ১৫টি দেশের তালিকায় ভারতও রয়েছে।

সবশেষে বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতায় আসার পর ভারত কিছুটা ব্যাকফুটে চলে আসে। শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল।

কিন্তু বাংলাদেশে যখন হাসিনা-বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় তখন সেখানকার মানুষ ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মি. ইউনুস উভয়ই একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তবে এর অভিমুখ কী হবে তা এখনও স্থির হয় নি।

‘নেইবারহুড ফার্স্ট’ নীতি কতটা কার্যকরী?

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো বড় দেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার প্রচেষ্টায় নিজের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয় নি ভারত।

সিনিয়র সাংবাদিক ও দ্য হিন্দুর কূটনৈতিক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দার বলেন, “নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা ভারতের পক্ষে কখনোই সহজ ছিল না। গত ১০ বছরে সরকার নেইবারহুড ফার্স্টের কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই বিষয়ে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় নি। সুতরাং ভারতের এটা আশা করা উচিত নয় যে ভারতের ব্যাপারে এই দেশগুলোর সুখানুভূতি হবে।“

সুহাসিনী হায়দার বলছেন, "প্রতিবেশী দেশগুলির সরকার সবসময়ে যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে একমত হবে, এমন ভাবাটা ভুল। ভারত তার প্রতিবেশীদের ওপর নিজের পররাষ্ট্রনীতি চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রতিবেশী দেশগুলিতে লাগাতার পটপরিবর্তন হওয়ার ঘটনা থেকে সরকার এই শিক্ষাই পাচ্ছে।“

তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি মনে করেন যে ভারতের ‘নেইবারহুড ফার্স্ট’ নীতি যথেষ্ট গতিশীল। তার কথায়, "এই নীতিটি খুবই নমনীয়। আমরা (ভারত) যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারি। এর সবথেকে ভাল উদাহরণ হল ভারত যেভাবে মালদ্বীপে মি. মুইজের 'ইন্ডিয়া আউট' নীতির মোকাবেলা করল। ধীরে ধীরে বিষয়টা থিতিয়ে গেল।

“শ্রীলঙ্কা যখন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন ভারত শ্রীলঙ্কাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভারত বলেছে যে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায়,” বলছিলেন মিজ. সিক্রি।

তার কথায়, "এর থেকেই বোঝা যায় যে নেইবারহুড ফার্স্ট নীতির উন্নতি হচ্ছে এবং এখন তা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর ধরে এই নীতি পরীক্ষিত হয়েছে এবং এখন সেই পরীক্ষায় নীতিটি সফল হয়েছে।"

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গণতন্ত্র

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নানা কারণে প্রভাবিত হয়। এগুলির মধ্যে আছে ওইসব দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও গণতন্ত্রায়ন।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্ণ সিং বলছেন, “কোনও সন্দেহ নেই যে, এসব দেশে ক্ষমতার পালাবদল ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

“কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে ওই পরিবর্তনগুলি ভারতের কারণে হয় নি। প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিবর্তনের কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি। আমেরিকার মাত্র দুটি বড় প্রতিবেশী রয়েছে- মেক্সিকো ও কানাডা। কিন্তু পাকিস্তান ছাড়াও ভারতকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু ছোট ছোট দেশ। এর ফলে 'স্মল স্টেট সিনড্রোম'-এর পরিস্থিতি তৈরি হয়,” বলছিলেন স্বর্ণ সিং।

তার ব্যাখ্যা, “এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশীদের মনে হয় যে ভারত তাদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। এই ছোট ছোট দেশগুলিতে গণতন্ত্র যত শক্তিশালী হবে, ততই তাদের পক্ষে ভারতকে মোকাবেলা করা ওই দেশগুলির নিজস্ব পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভুটান ও ভারতের মধ্যে সবসময়ই চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন হলেই সেখানে ভারত-বিরোধী স্লোগান ওঠে।“

নেপাল, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মতো ছোট দেশগুলো চীন ও ভারত থেকে 'সম-দূরত্ব' নীতি নিয়ে চলে।

ভারত তার কোনও প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে না, কিন্তু বাংলাদেশের মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত দূরদর্শিতার অভাব দেখিয়েছে। সুহাসিনী হায়দার বলছেন, "বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশেষভাবে গুরুতর, কারণ যেখানে ভারতের হাইকমিশন এবং দেশের চারটি উপদূতাবাস আছে, তা সত্ত্বেও সেখানকার পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি ভারত।

"বাংলাদেশে ভারত কেবল একটি পক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিল এবং সেদেশের বিরোধীদের উপেক্ষা করেছিল। এখন এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে ভারতকে,” বলছিলেন সুহাসিনী হায়দার। তিনি এও বলছেন যে এর বিপরীতে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারত অনেক ভালভাবে সামলিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগেই আনুরা দিসানায়েককে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে অনেক প্রতিবেশী দেশে ভারতীয়দের প্রকল্পও রয়েছে, যেমন শ্রীলঙ্কায় আদানির প্রকল্প। ভারতকে বুঝতে হবে যে তারা যদি এইধরনের প্রকল্পগুলির হয়ে ওকালতি করে, তাহলে তার নিজস্ব পরিণাম তো হবেই।“

কোনদিকে এগোবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতকে অনেক ধৈর্যশীল হতে হবে। বীণা সিক্রি বলেন, "আমি বলব যে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ইতিবাচক এবং আমাদের বিদেশ নীতি যে কোনও পরিস্থিতিই সামলানোর জন্য সক্ষম। বিশ্বজুড়েই সরকার বদলায়, কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া এমন হবে, যাতে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ওইসব পরিবর্তনগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।“

সুহাসিনী হায়দার বলছেন যে ভারতের বোঝা উচিত যে তার অভ্যন্তরীণ নীতিমালাও প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারে। তার কথায়, "ভারতকে প্রতিবেশীদের নেতা হিসাবে দেখা হয়। তাই সিএএ-র মতো ভারতের নীতিগুলি প্রতিবেশীদেরও প্রভাবিত করে। যখন সিএএ ঘোষণা করা হয়, তখন বাংলাদেশেও বিক্ষোভ হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকার সিএএ মেনে নিলেও তাতে ভারতের ভাবমূর্তি কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ সিএএ-র বিরোধিতা করেছে।"

“শুধু ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই যথেষ্ট নয়, এসব দেশের সাধারণ মানুষের মনও জয় করা দরকার,” বলছিলেন সুহাসিনী হায়দার।

অধ্যাপক স্বর্ণ সিংয়ের মতে, ধৈর্যই হল মূলমন্ত্র।

তার কথায়, “নেপালে অলি আর বাংলাদেশে ইউনুসের ক্ষেত্রে ভারত অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অশান্ত পরিস্থিতিতেও ভারত সংযম দেখিয়েছে। ভারত জানে যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে ক্ষতি তারই। কারণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে চীন তার প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যায়।“

সূত্র : বিবিসি বাংলা

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা,
নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে
আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
সেলিম–আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim
President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali
General Secretary
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan
Senior Vice President
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
Mohammad Kamruz Zamani
Vice President
A5
আবুল কালাম ভুইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan
Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Rome)
Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD Z.H. Khan (Duke Khan)
Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa A. Raj
Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed
Public & Publicity Secretary
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary
Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed A. Akhter
Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan
Sports & Entertainment Sec
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan
School & Education Sec
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman
Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury
Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy
Executive Member
A18
মুনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad
Executive Member
সেলিম–আলী পরিষদে
আপনার ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR SELIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম–আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan
Executive Member
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL

টাইমের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় নাহিদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাহিদ ইসলামের নাম। গতকাল ২ অক্টোবর 'টাইম ১০০ নেক্সট ২০২৪' শিরোনামে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম সম্পর্কে টাইম লিখেছে, 'সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ২৬ বছর বয়সী নাহিদ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের অনেক নেতার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচিতি বাড়তে থাকে।' টাইম আরো লিখেছে, 'মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের জেন–জি'র দুজন উপদেষ্টার একজন

নাহিদ ইসলাম

নাহিদ। ১৫ বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে, এখন তা মেরামতের চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে নতুন সরকারকে।'

নাহিদ টাইমকে বলেন, 'আমাদের নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও প্রবণতা বুঝতে হবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতার অবসান হতে হবে এবং আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।' প্রতিবছর বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির এই তালিকা প্রকাশ করে মার্কিন সাময়িকী টাইম। ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিবছর এই তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

ওয়ারফেজের ৪০ ও আর্টসেলের ২৫ বছর পূর্তিতে যৌথ কনসার্ট

দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ওয়ারফেজের ৪০ বছর ও আর্টসেলের প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যৌথ কনসার্ট আয়োজন করবে ব্যান্ড দল দুটি।

আগামী ২৬ অক্টোবর ব্রুকলিনের বিশাল দর্শক ধারণক্ষতা সম্পন্ন টিলিস সেন্টারে এ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

দেশি মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ও গ্যালাক্সি মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্টের আয়োজনে, ঠিকানার প্রযোজনায় ও রিভার্টেলের সৌজন্যে কালজয়ী এ দুটি ব্যান্ডের কনসার্ট আয়োজিত হবে। কনসার্টের সহযোগী আয়োজক হিসেবে থাকছে সেভ দ্যা স্মাইল। শনিবার টিলিস সেন্টারে সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে কনসার্ট চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত।

আয়োজরা জানান, নিউইয়র্কের বুকে এ কনসার্টটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ কনসার্টের দুইটা প্রজন্মকে এক করা হবে। দেশের জনপ্রিয় দুটি ব্যান্ডের নান্দনিক পরিবেশনা দর্শক মাতাবে বলেও দাবি করেন তারা।

ইতোমধ্যেই ৪০ বছর পার করা ওয়ারফেজ যাত্রা শুরু করেছিলো ১৯৮৪ সালের ৬ জুন। দীর্ঘ পথচলায় জনপ্রিয় এ ব্যান্ডটি তার শ্রোতাদের উপহার দিয়েছে 'বসে আছি', 'নেই প্রয়োজন', 'অসামাজিক', 'অবাক ভালোবাসা', 'জননী', 'যত দূরে', 'বেওয়ারিশ', 'মহারাজ', 'তোমাকে', 'পূর্ণতা', 'সত্য', 'রূপকথা'র মতো জনপ্রিয় গান।

এখন পর্যন্ত এ ব্যান্ডটির আটটি অ্যালবাম প্রকাশিক হয়েছে।

অন্যদিকে আর্টসেল পার করেছে ব্যান্ড প্রতিষ্ঠার গৌরভ উজ্জল ২৫ বছর। ১৯৯৯ সালে লিঙ্কন, সাজু, সেজান ও এরশাদের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় আর্টসেল ব্যান্ডের। 'অনিকেত প্রান্তর', 'ধূসর সময়', 'দুঃখ বিলাস', 'পথচলা'র মতো জনপ্রিয় গানগুলো আছে ব্যান্ডটির ঝুলিতে। গত বছর প্রকাশ পেয়েছে আর্টসেলের তৃতীয় অ্যালবাম 'অতৃতীয়'।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

TIMES SQUARE DURGA PUJA NEW YORK
HISTORIC TIME SQUARE DURGA PUJA 2024
BE A PART OF IT AT
TIMES SQUARE
DURGA PUJA
NAVARATRI/DUSSEHRA
CELEBRATION 2024
Venue:
Btwn 45th and 46th Street Broadway,
Times Square . NY 100036
Date: October 5th & 6th | Time: 10AM -10PM
PRADIP SAHA
Chairman
718-791-8203
RATAN TALUKDER
Chief Advisor
646-327-7964
SITANGSHU GUHA
President
646-696-5569
PRIYATOSH DEY
Chief Coordinator
646-643-3668
DINESH MOJUMDER
Convenor
347-282-8971
BAPPA DEY
Co-coordinator
929-352-9844
PALLAB SARKER
Member Secretary
609-553-8953
CHINMAY DEBNATH
Joint Secretary
929-401-2991
POWERED BY
PG HOME CARE INC.
ORGANIZED BY
BENGALI CLUB USA & HINDU COMMUNITY OF NEW YORK
BENGALI CLUB USA
20 22
ASSOCIATE PARTNERS
WORLD YOGA COMMUNITY
America Chapter
PROUD PARTNER
RE/MAX
REMAX LUXE
INDROJIT SARKER
MEDIA PARTNERS
CHANNEL i
বাংলাদেশ প্রতিদিন
For more information contact:
dchmojumder@gmail.com, bclubusa@gmail.com

B.M.A.N.A
Est. 1981
BMANA COMMUNITY
HEALTH FAIR
& Cultural Event
OCT 5TH | SAT | 4.00-10.00 PM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 Wexford Terrace, Jamaica NY-11432
Health & Wellness/vaccines awareness seminar/ COVID-19 and Other Infectious Disease (Influenza / Measles) Vaccine Equity (EVAC) / Free blood pressure and blood sugar check up/Behavioural and Nutrition counselling
SPEAKERS:
Renowned Bangladeshi American Physicians
SPECIAL ATTRACTION:
Best female play back singer
DILSHAD NAHAR KONA
from Bangladesh
FREE ENTRY
000000
BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION OF NORTH AMERICA

শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৪
DEEP CHATTERJEE
SA RE GA MA PA
AMIT DEY
RONTI DAS
KRISNA TITHI
NAZU AKHAND
UDIPTO
DEBASREE
পূজা মন্ডপ: গোল্ডেন ইয়ার'স পার্টি হল
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
তারিখ: ৫ ও ৬ অক্টোবর-২০২৪ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
RITU DAS
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
HRIDY
RUHAN
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আদাকালো
ADRITA & ONINDITA
SUNVI, SUPTI & LIYANA
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬),
অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), রতন দাস (৩৪৭-৮৯৮-৭৭৪৮), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১),
কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), বিশ্বজিত সরকার (৯২৯-২৩৮-২৭৫৭), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), ডালিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১),
সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মনিলাল রায় (৩৪৭-৪৭৫-২০৭৭)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর টিভি বিতর্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভাসই প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসের রানিং মেট টিম ওয়ালজ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের রানিং মেট জেডি ভ্যান্স ১ অক্টোবর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত সিবিএস টেলিভিশনের বিতর্কে অংশ নেন।

নির্বাচনের মাত্র ৩৫ দিন আগে ভাইস-প্রেসিডেন্সিয়াল এই বিতর্কে অংশ নিয়ে উভয়েই মধ্যপ্রাচ্য সংকট এড়িয়ে গেছেন। তাদের কাছে ইরান-ইসরাইলের সমর্থনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা সরাসরি জবাব দেননি। বিতর্কে তারা অভিবাসন, কর প্রয়োগ, গর্ভপাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী অভিমত তুলে ধরেন। তবে তারা ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন।

এতে বলা হয়, এই দুজন প্রতিদ্বন্দ্বি নির্বাচনী প্রচারাভিযানে পরস্পরকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেও, বিতর্কে তাদের মনোভাব ছিল উষ্ণ। তারা বরঞ্চ তীব্র আক্রমণের বিষয়টি যেন তাদের নির্বাচনী টিকেটের সর্বোচ্চ প্রার্থী ডেমোক্র্যাটিক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের জন্য রেখে দিলেন।

নিউ ইয়র্কের সিবিএস ব্রডকাস্টিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই বিতর্কের শুরুতেই লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলের অব্যাহত আক্রমণ এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের পর মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংকট প্রসঙ্গটি আসে। ওয়ালজ বলেন ট্রাম্প অনেক বেশি ‘নড়বড়ে এ ব্যাপারে। তবে ভ্যান্স জোর দিয়েই বলেন, ট্রাম্প তার আমলে বিশ্বকে আরও বেশি নিরাপদ করে গেছেন।

ভ্যান্স প্রশ্ন করেন হ্যারিস কেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি, অভিবাসন ও অর্থনীতির দিকে নজর দেননি।

ম্যারিল্যান্ড অফিসে সামার ইন্টার্নশিপের সমাপনী অনুষ্ঠান

আমেরিকায় ইমিগ্রেশন কেইসে রাজু’ল এর সাফল্যের হার ৯৯ শতাংশের ওপরে

উত্তর আমেরিকা অফিস

মেরিল্যান্ডের বেথেসডায় রাজু’ল এর করপোরেট শাখায় সামার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সফলভাবে শেষ হয়েছে। এই বছর যে চারজন প্রতিভাবান হাইস্কুল শিক্ষার্থী এই প্রোগ্রামে অংশ নেয় তারা হচ্ছেন অ্যালেক্সা রকউড, অ্যারন তিয়ান, ঈশান পুরি এবং রানিয়া আহমেদ। এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে তারা আইন পেশার বিষয়ে বিশদ জানার ও সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

পুরো সামার জুড়ে ইন্টার্নরা রাজু’ল এর অ্যাটর্নি এবং আইনজীবীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তারা আইন পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে অভিবাসন আইন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর ম্যারিল্যান্ড অফিসে ইন্টার্নশিপের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইন্টার্নদের কঠোর পরিশ্রম ও উৎসাহের স্বীকৃতি হিসেবে সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে রাজু’ল এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অ্যাটর্নি রাজু মহাজন নিজেই ইন্টার্নদের হাতে সনদ তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে অফিসের অন্যান্য কর্মী এবং অ্যাটর্নিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটই ফার্ম এবং ইন্টার্ন উভয়ের জন্যই বিশেষ উপলক্ষ। এর মধ্য দিয়ে এবারের সামারে ইন্টার্নদের অবদান ও বেড়ে ওঠার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে রাজু’ল এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অ্যাটর্নি রাজু মহাজন নিজেই ইন্টার্নদের হাতে সনদ তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে অফিসের অন্যান্য কর্মী এবং অ্যাটর্নিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটই ফার্ম এবং ইন্টার্ন উভয়ের জন্যই বিশেষ উপলক্ষ। এর মধ্য দিয়ে এবারের সামারে ইন্টার্নদের অবদান ও বেড়ে ওঠার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

রাজু’ল বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল আইনি প্রতিষ্ঠান। আমেরিকায় ইমিগ্রেশন কেইসে রাজু’ল এর সাফল্যের হার ৯৯ শতাংশের ওপরে। ছয়জন সহযোগী অ্যাটর্নি এবং শতাধিক ল’ক্লার্ক ও কেস ম্যানেজার নিয়ে রাজু’ল ক্লায়েন্টদের অভিবাসন আইনের জটিলতা মোকাবিলায় সাহায্য করে। সামার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি রাজু’ল এর তরুণ প্রজন্মের আইন পেশাজীবী গড়ে তোলার উদ্যোগের একটি অংশ। যেখানে তরুণ প্রজন্ম শেখার ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

Basement Environmental Health & Safety:

আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন। PlusOneADU@hpd.nyc.gov

সাবধান: Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection. নিরাপত্তা পরিদর্শন ছাড়া অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত বেসমেন্টে ঘুমাবেন না।

Serious Health Hazards in your Basement: Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression, and Central Nervous System even death. (অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী।বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।)

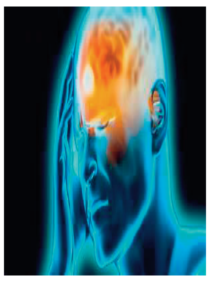

Homeowners: Minimizing Liability and Preventing Legal Lawsuit (আবশ্যিক নিরাপত্তা পরিদর্শন: দায়বদ্ধতা কমানো এবং আইনি মামলা প্রতিরোধ).

- Indoor Air Quality- Lead-Based Paint Check, Radon Gas, and other Toxicity Inspections. বাড়ির মালিকদের অবশ্যই এই ধরনের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্ট থেকে, ভাড়া আদায় নিষিদ্ধ।
- **Basement Tenant:** Get Help from HPD Grant Money, Move Out from an Unhealthy Toxic Basement. (বেসমেন্ট ভাড়াটিয়া: HPD অনুদানের অর্থের সাহায্য নিন, অসুস্থকর বিষাক্ত বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন।) আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা।

917-618-0740 Bcsafetymediator@gmail.com

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM SERVICES AVAILABLE
CoS Approval WITHIN 25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
* Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
* Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
* Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
* Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
* EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
* F1(Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
● প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
● অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
● ফ্লু, হক্কসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
● জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
● ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
● যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street, Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
“ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিকল্পিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন”
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আমি ক্ষমতায় থাকলে ইসরায়েলে হামলা হতো না: ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলে ইরানের সিরিজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কঠোর সমালোচনা করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, তিনি ক্ষমতায় থাকলে এমন হামলা হতো না। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য হিল জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসেরও সমালোচনাও করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম, তাহলে ইসরায়েলের ওপর আজকের এই হামলা কখনো হতো না।'

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বলেন, 'আমি জিতলে বিশ্বে আবারও শান্তি ফিরে আসবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমরা আবারও বিশ্বে শান্তি ফিরে পাব। আর কমলা হ্যারিস যদি আরও চারবার সুযোগ পায়—অকল্পনীয়, তাই না? যদি তিনি আরও চার বছর সুযোগ পান, তবে পৃথিবী ধোঁয়ায় হারিয়ে যাবে।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছি। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। কেননা, সেগুলো সত্য হয়ে যায়।' তিনি বলেন, 'আমাদের একজন অস্তিত্বহীন প্রেসিডেন্ট ও একজন অস্তিত্বহীন ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, যাদের কেউই জানেন না কী ঘটছে। কমলা হ্যারিস সান ফ্রান্সিসকোতে তহবিল সংগ্রহ করছেন।'

মঙ্গলবারের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প শিবির এখন মূলত একটি বার্তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলো, বিশ্বনেতারা জো বাইডেন বা কমলা হ্যারিসকে সেভাবে সম্মান করেন না। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনায় তারই প্রতিফলন ঘটছে। তবে এমন দাবি মানতে রাজি নয় কমলা হ্যারিসের সমর্থকেরা।

এর আগে, গত ২০ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প বলেছিলেন—আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমেরিকান ইহুদিদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অথচ কমলা জয়ী হলে সম্ভবত দুই বছরের মধ্যে ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বলেন, 'এই নির্বাচনে যদি আমি জয়ী না হই, তবে সত্যিই এটি ইহুদি জনগণের ওপর প্রভাব ফেলবে।' জনমত জরিপে আমেরিকান ইহুদিদের ৬০ শতাংশ কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'মার্কিন ইহুদিদের ৬০ শতাংশই যদি শত্রুকে ভোট দেন, তবে আমার মতে, দুই বছরের মধ্যে ইসরায়েল তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।'

বাংলাদেশ সোসাইটির ৩০৭টি ভোট বাতিল

সংশোধিত ভোটার তালিকা

গত বৃহস্পতিবার যৌথ কমিটি এই ৩০৭ ভোট বাতিল করে। তবে ২৮২ ভোটের বাপারে তারা কোন জবাব দেন নি।

উত্তর আমেরিকা অফিস

গত ৩০ জুন ছিল বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যপদ নবায়ন এবং নতুন সদস্য পদ গ্রহনের শেষ সময়। এই সময়ের মধ্যে যারা সদস্য হয়েছেন তারাই আগামী ২৭ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। মোট ভোটার সংখ্যা ১৮৬০০ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর ২৮২ জন ভোটার নিয়ে আপত্তি তোলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারি সেলিম—আলী পরিষদ। ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন আরও ৩০৭ ভোটার সংযোজন দেখিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। এতে তীব্র আপত্তি তোলেন আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী। তারা লিখিতভাবে বাংলাদেশ সোসাইটি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ৩০৭ ভোট তালিকা থেকে বাদ দেবার দাবি জানায়। এ প্রেক্ষিতে সোসাইটির কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যৌথ সভায় মিলিত হয়। সেখানে আলোচনার পর যৌথ কমিটি ৩০৭ ভোট বাতিলের ঘোষণা দেয়। নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশের ঘোষণা করা হয়েছে । উল্লেখ্য এটি হবে সোসাইটির তৃতীয় সংশোধিত ভোটার তালিকা।

এ ব্যাপারে সোসাটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী প্রতিবেদককে বলেন, সোসাইটির নির্বাচনী ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় রচিত হলো। এর আগে ২টি ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে। এখন তৃতীয়টি প্রকাশিত হবে। গত ৩০ জুন ভোটার হবার শেষ সীমা পার হয়। এরপর ২৮২ ভোট যোগ করে বর্তমান কার্যকরি কমিটি। এর প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশন ও কার্যকরি কমিটিকে চিঠি দেই ২৮ আগষ্ট। তার জবাব পাইনি। ১৮ সেপ্টেম্বর ৩০৭ জন নতুন ভোটার দেখিয়ে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়। এর প্রতিবাদ করে আমরা আবার চিঠি লিখি। এর প্রেক্ষিতেই গত বৃহস্পতিবার যৌথ কমিটি এই ৩০৭ ভোট বাতিল করে। তবে ২৮২ ভোটের বাপারে তারা কোন জবাব দেন নি। মোহাম্মদ আলী প্রতিবেদককে বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবার সহযোগিতা দাবি করছি। নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সোসাইটির ভাবমূর্তি রক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়ার দৃষ্টি আর্কষন করলে তিনি বলেন, আপত্তিকৃত ৩০৭ ভোট বাতিল করেছে যৌথ কমিটি। যাদের ভোট বাতিল করা হয়েছে তারা চাঁদা ফেরত দাবি করলে ফেরত দেয়া হবে। নইলে তা সংঠনের তহবিলে জমা থাকবে। আর ২৮২ ভোটের বিষয়টি যৌথ কমিটি সার্বিক বিবেচনায় বাতিল করেন নি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তারা সোসাইটির জেনুইন সদস্য ও বাংলাদেশি কমিউনিটিরই মানুষ। তারা প্রকাশিত প্রথম লিস্ট থেকেই ভোটার হিসেবে গণ্য হয়েছেন। সবারই মনে রাখতে হবে এই সংগঠনটি আমাদের। বাংলাদেশী কমিউনিটি এ সংগঠন নিয়ে গর্বিত। আসুন, সবাই মিলে একটি সুন্দর ও দৃষ্টান্তমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করি। নির্বাচিত নতুন নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সহযোগিতা করুন।

যৌথ কমিটির সভায় সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান ও সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন সহ অধিকাংশ সদস্য উপস্তিত ছিলেন। ট্রাষ্টি বোডের সদস্যদেও মধ্যে উপস্তিত ছিলেন আব্দুল আজিজ, আখতার হোসেন, আজিজুর রহমান বোরহান, আব্দুল হাসিম হাসনু, মফিজুল ইসলাম, শাহজাহান সিরাজী, খোকন মোশাররফ, কামাল পাশা বাবুল, ওয়াসী চৌধুরী ও জহির মোল্লা।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে ৮ ইসরায়েলি সেনা নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলের আট সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লেবাননে স্থল অভিযান শুরুর পর এই প্রথম ইসরায়েলি সেনা নিহতের খবর এলো।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বরাতে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। প্রতিবেদন বলছে, ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা যুদ্ধের সময় ইসরায়েলি ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করেছে। তাদের বিপক্ষকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সেনা ও গোলাবারুদ রয়েছে। এর আগে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ঘোষণা করেছিল, লেবাননের সীমান্ত গ্রামগুলোতে 'সন্ত্রাসবাদী অবকাঠামোতে' অভিযানে আরও পদাতিক এবং সাঁজোয়া সৈন্যরা যোগ দিয়েছে।

এদিকে, মধ্য বৈরুতের বাচৌরা এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন বলে লেবাননের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বৈরুতের কেন্দ্রের এত কাছে এটিই প্রথম ইসরায়েলি হামলা। এ ছাড়া দক্ষিণ উপশহর দাহিয়েতেও হামলা করেছে ইসরায়েল।

টাইম স্কয়ারে ঐতিহাসিক দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

দেশে বিদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অংশ দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চলছে। বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক পূজার পরও এবার ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিউইয়র্কের প্রাণ টাইম স্কয়ারে দুর্গোৎসব। এবারেই প্রথম ম্যানহাটনের হৃদয় টাইম স্কয়ারে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায় শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করবে বলে জানা যায়। নিউইয়র্কভিত্তিক সংগঠন 'বেঙ্গলী ক্লাব' ও বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব-এর আয়োজন। আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর টাইম স্কয়ারে এই মহাযজ্ঞের মহা উৎসব। নিউইয়র্কে প্রথমবার টাইম স্কয়ারে দুর্গাপূজার খবরে কমিউনিটিতে আনন্দধারা বইছে। প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ ও হিন্দু কমিউনিটি অব নিউইয়র্ক আয়োজিত শারদ উৎসবের কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, চেয়ারম্যান প্রদীপ সাহা, চিফ উপদেষ্টা রতন তালুকদার, প্রেসিডেন্ট শিতাংশু বিকাশ গুহ, কনভেনর দীনেশ মজুমদার, ম্যানেজমেন্ট ও এডিটরিএ দীপক দাস, কোঃকনভেনর তাপস সাহা, চিফ কর্ডিনেটর আর পি দত্ত স্বপন, মেম্বার সেক্রেটারী রণজিৎ সরকার, জয়েন্ট সেক্রেটারী-পল্লব সরকার প্রমুখ।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে গৌরবময় টাইমস স্কয়ার দুর্গাপুজা ২০২৪ উদযাপন কেন অন্যান্য দুর্গাপুজা উদযাপন থেকে আলাদা ? আপনি কেন এই গৌরবের অংশ হবেন।

আপনারা জানেন বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। তারই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের ইতিহাসে এই প্রথম বাঙ্গালীর গৌরবের সব থেকে বড় উৎসব/ পুজা দুর্গাপুজা বিশ্ব আসরে তুলে ধরতে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কের প্রান টাইমস স্কয়ারে টাইমস স্কয়ার দুর্গাপূজা ২০২৪ নামে দুর্গাপুজা উদযাপিত হচ্ছে।

আটলান্টিক সিটিতে কাউন্সিলম্যান মোমিনুল হক মামুনের নির্বাচনী সভায় ঐক্যের জয়গান

সুব্রত চৌধুরী

২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাতে আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান পদে

প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী মোমিনুল হক মামুনের নির্বাচনী সভা স্হানীয় একটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়।

বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গিয়াসউদদীন পাঠান ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন সুমন মজুমদার ।

সভায় বক্তব্য রাখেন আনজুম জিয়া,আমীর কাশ্মীরি, মনিরুজামান মনির,জাহাংগির হোসেন ভূঁইয়া,সুমন মজুমদার , মোঃ শাহরিয়ার আহমেদ,মিরাজ খান,মোঃ দিদার, ফরহাদ সিদ্দীক,সুব্রত চৌধুরী , সৈয়দ শহীদ , মোঃ আইয়ুব,আকবর হোসেন,আমিরুল ইসলাম টফি,শাহারু চৌধুরী, ফারুক তালুকদার,কুতুবউদদীন এমরান, বেলাল হোসেন,গিয়াসউদদীন পাঠান,বিপ্লব দেব,সাঈদ দোহা, মোঃ শাহীন, আসিফ আনোয়ার, জাকিরুল ইসলাম খোকা,সোহেল আহমদ,শেখ আমিন,ফেরদৌস আহমদ, শামসুল ইসলাম শাহজাহান,সৈয়দ মোঃ কাউসার, মোকতাদির রহমান,কাঞ্চন বল, সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া,আব্দুর রফিক,শহীদ খান প্রমুখ ।

সভায় বক্তারা বলেন, আজকের ঐক্যবদ্ধ সভার মাধ্যমে

বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ঐক্যের যে সূচনা হয়েছে সেটা যেন বজায় থাকে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন,এই ঐক্য যেন শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য না হয়ে বাংলাদেশ কমিউনিটির সাধারন স্বার্থে হয় এবং এই ঐক্য যেন চিরকাল অটুট থাকে।

বক্তারা বলেন,মূলধারায় আমরা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করি, কোন সংগঠনকে নয়।কাজেই মূলধারায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেন উজ্জ্বল হয় সেই লক্ষ্যেই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বক্তারা আটলান্টিক সিটিতে ক্রিয়াশীল সকল বাংলাদেশি সংগঠনের মধ্যেও ঐক্যের তাগিদ দেন।

কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী মোমিনুল হক মামুন তাঁর বক্তব্যে সভায় উপস্হিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং আগামী পাঁচ নভেম্বর, মংগলবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে তাঁকে

এবার ইউক্রেনের ভুলেদার শহর দখল করল রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর ভুলেদার দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। রুশ সেনাবাহিনী আজ বুধবার পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত এই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। আজ রাশিয়াপন্থী বেশ কয়েকজন সামরিক ব্লগার এই দাবি করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ব্লগারেরা দাবি করেছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্কে পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত এই শহরটি আজ রুশ বাহিনী দখল করে নিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দোনেৎস্কে রাশিয়া নিযুক্ত গভর্নর দাবি করেছিলেন, রুশ সেনারা ভুলেদারের কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। উল্লেখ্য, রাশিয়া ২০২২ সালে এক গণভোটের মাধ্যমে দোনেৎস্কে মস্কোর আওতায় নিয়ে নেয়।

ভুলেদার শহরটি রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় বাহিনীর সেনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। কারণ, এখানে সরবরাহ হাব গড়ে তোলা গেলে, ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ উভয় দিকেই সহজে পৌঁছানো যায়। ইউক্রেন দীর্ঘদিন ধরে শহরটি রক্ষা করে আসার চেষ্টা করে আসছিল।

সাংবাদিক শাহজান সিরাজীকে নিয়ে এলাকাবাসীর সৌজন্য সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

'এক টুকরো রংমালা' নামের সংগঠন নিউইয়র্কে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ডেপুটি নিউজ এডিটর শাহজাহান সিরাজী'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ডিনার পার্টির আয়োজন করে। নিউইয়র্ক সফররত সিরাজীকে নিয়ে তার এলাকাবাসীর হৃদ্যতাপূর্ণ এ আয়োজন ছিল ১ অক্টোবর মংগলবার সন্ধ্যায় ব্রুকলিনের লিবার্টি এভিন্যুর দেশী রেস্তোরাঁয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো: ছানা উল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন কোম্পানিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সভাপতি মো: নুর আলম ছিদ্দিক মুন্না, মাষ্টার শাহ আলম, এ এস এম মাইন উদ্দিন পিন্টু, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আমিন বুলবুল, ওয়ালি উল্লাহ মিরাজ প্রমুখ।

পারিবারিক এবং এলাকাবাসীর এ উদ্যোগে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউজার্সির কাউন্সিল উওম্যান শিফা উদ্দিন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব, ব্যবসায়ী আব্দুল হাই প্রমুখ।

কাউন্সিল উওম্যান শিফা উদ্দিন তার বক্তৃতায় বলেন, আমেরিকায় বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার লোকজন তাদের নিজেদের এলাকার সাফল্যে গর্ব বোধ করেন।বহু জাতির দেশে বাংলাদেশিদের এ বৈশিষ্ট্য অনন্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলের মানুষ প্রবাস যাত্রার অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত সিরাজী তেমন একটি এলাকা থেকে এসেছেন। শাহজান সিরাজীকে একজন বিনয়ী এবং তুখোড় পেশাদার সাংবাদিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সিরাজীকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।কাউন্সিল উওম্যান শিফা উদ্দিনকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান আয়োজকেরা।

শাহজাহান সিরাজী তার বক্তব্যে প্রবাসী স্বজনদের নিজের এলাকার উন্নয়নে সবসময় সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান।তিনি আয়োজকদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিস্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্‌স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার ও চেম্বার এক্সপো ২০২৪ অনুষ্ঠিত

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার এবং চেম্বার এক্সপো ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে। ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক ম্যানহাটন ম্যারিয়ট মারকুইস হোটেলে তৃতীয় বারের মত এ এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়। যৌথভাবে গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স এবং ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এ এক্সপোর আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আহ্বায়ক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং নিউইয়র্ক চেম্বারের সভাপতি মার্ক জাফী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে সম্মানিত অতিথি ও বক্তার মধ্যে ছিলেন পাবলিক পলিসির ড. দেবপ্রিয় ভট্টচার্য , বিকেএমই এর সভাপতি মুহাম্মদ হাতেম, পরিবেশ আন্দোলনের শরীফ জামিল, ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেম্পি'র ড. মুস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান আইএফডিসির গ্রুপ ক্যাপ্টেন শফিকুর রহমান, বিজেএমই এর ডিরেক্টর রাজীব চৌধুরী , সিমেড'এর খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মান্নান, জামান জুট'এর সৈয়দ আসাদুজ্জামান, কুষ্টিয়ার সেতু গ্রুপের আব্দুল কাদের, আমেরিকার অতিথিদের মধ্যে লং আইল্যান্ডের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং জনহিতকর কর্মের অগ্রদূত ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ জাকি হোসাইন, কোল ফ্রি ওয়ার্ল্ডের রায়হানূল ইসলাম চৌধুরী, ফাসিল গ্রুপের আবুল হোসাইন, বিএমএর প্রাক্তন সভাপতি ডা: জিয়াউর রহমান, কানাডা থেকে থেকে ডা আরিফুর রহমান, খলিল বিরিয়ানির খলিলুর রহমান, ক্যালটেক'এর সিইও মোহম্মদ মালিক, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতিসংঘের প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ ডঃ নজরুল ইসলাম, ন্যানো টেকনোলজীর বিজ্ঞানী ডঃ আনিস রহমান , খলিল বিরিয়ানির খলিলুর রহমান, কাল্টেক এর সিইও মুহাম্মদ মালিক, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিফ, অনুষ্ঠানের কোর্ডিনেটর বিশ্বজিৎ সাহা এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের মাইনোরিটি ওমেন বিজনেস ফর এ মিশন এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ পাওয়া জনহিতকর কর্মের ব্যক্তিত্ব রাহাত হোসাইন।

অনুষ্ঠানে দুটি বিশেষ দিক ছিল, একদিকে ১৪০ টি ষ্টল ছিল তারমধ্যে বাংলাদেশের ষ্টল ছিল ১৮টি। এতে ব্যবসায়ী মানুষের ব্যাপক বিচরণসহ অনেক নতুন পণ্যের সাথে পরিচয় এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার জন্য একটি সুযোগ ছিল। গত কয়েকবারের তুলনায় এই এক্সপোতে বাংলাদেশের সংস্থা ও পণ্যগুলি ও দৃশ্যমান ছিল। আমেরিকাতে এই সুযোগ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গত বছর বহু পণ্য নিউইয়র্ক চেম্বারের ৩৫ হাজার সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এবারেও এই উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের আরেকটি দিক ছিল বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সেমিনার। ছয়টি সেমিনারের মধ্যে আমেরিকানদের পরিচালিত 'ফিউচার অফ হেলথ ইন্সুরেন্স'।

কীভাবে নিউইয়র্কের ইন্সুরেন্স কোম্পানির দৌরাত্ব ঠেকিয়ে ২০ শতাংশ প্রিমিয়াম কমানো যায় তার পন্থা নির্ধারণ নিয়ে কথা বলেছেন চারজন বিশেষজ্ঞ। বাকি পাঁচটি ছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের উপর। তাতে অংশগ্রহন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বিশেষজ্ঞ জন। সেমিনারগুলো ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ পরিচালিত ইন্টারন্যাটিনাল ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট অপর্চুনিটি। মোহাম্মদ মহিউজ্জামান পরিচালিত আইটি সেক্টরে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় এ নিয়ে। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র অফিসার ডিরেক্টর সৈয়দ ওমর হাসান পরিচালিত বাংলাদেশে বিনিয়গের অপরিসীম সুযোগ ও সম্ভাবনা। রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী পরিচালিত 'বাংলাদেশের রফতানি এবং আমদানির সুযোগ' বিষয়ে অবিহিত করা এবং এর বাঁধা সমূহ, ড: নজরুল ইসলাম পরিচলিত জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছরের অর্জন এবং অবদান।

প্রত্যেকটি সেমিনারের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং উচ্চমানের আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। এই আলোচনা থেকে উঠে আসা সকল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সংগঠন, ব্যক্তি এবং মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ায় গুলিতে আরেক বাংলাদেশির মৃত্যু

ডেস্ক রিপোর্ট

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ফিলাডেলফিয়া সিটির কেনসিংটনে ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন চট্টগ্রামের নওশাদ খান নামে এক বাংলাদেশি যুবক। তিনি পাশ্ববর্তী স্টেট ডেলাওয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলাদেশে তাদের বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়ায় এবং তার পিতার নাম শমশের খান।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০:১৫ মিনিটের দিকে পূর্ব শিলার স্ট্রিটের ৯০০ ব্লকে গুলির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২৪ বছর বয়সী এক যুবককে একাধিকবার গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গুরুতর আহত দেখতে পান। তাকে পিঠে দুইবার এবং হাতে দুইবার গুলি করা হয়েছিল। টেম্পল হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পুলিশের ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত গুলির ঘটনা।

ইরানকে চরম মূল্য দিতে হবে: নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে ইরানকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গতকাল মঙ্গলবার ইরানের হামলার পর মন্ত্রিসভার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের শুরুতে ইরানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন নেতানিয়াহু।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আজ রাতে ইরান বড় ভুল করল। এর জন্য দেশটিকে চরম মূল্য দিতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'ইরান সরকার আমাদের প্রতিরক্ষার দৃঢ় সংকল্প, আমাদের জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প বোঝে না। অতীতে একাধিকবার এর প্রমাণ দিয়েছি। যে আমাদের ওপর হামলা চালায়, আমরা তার ওপর হামলা চালাব।'

স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলের সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের এসব হামলায় ইসরায়েলে কেউ হতাহত হয়নি। তবে পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। রকেটের ধ্বংসাবশেষে চাপ পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান হামলার মধ্যে ইসরায়েলে হামলা চালাল ইরান। কয়েক দিনের বিমান হামলার পাশাপাশি গত সোমবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল। বিমান ও স্থল হামলায় সোমবার একদিনেই লেবাননে ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, ন্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

হিজবুল্লাহ প্রধানকে সতর্ক করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হাসান নাসরুল্লাহ

লেবাননের হিজবুল্লাহ প্রধান সায়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার ইসরায়েলি চক্রান্তের বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। লেবানন থেকে নাসরুল্লাহকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ খামেনি দিয়েছিলেন বলেও এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এক্সক্লুসিভ এই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইসরায়েলের বিমান হামলায় হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার কয়েক দিন আগেই খামেনি তাঁকে সতর্ক করেন। ইরানের তিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রয়টার্সকে ওই তিন কর্মকর্তার একজন জানান, গত ১৭ সেপ্টেম্বর হিজবুল্লাহর পেজার বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই খামেনি এক দূতের মাধ্যমে হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে একটি বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে ইরানে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।

বার্তায় খামেনি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেছিলেন, হিজবুল্লাহর ভেতরে ইসরায়েলি গুপ্তচর আছে এবং তারা নাসরুল্লাহকে হত্যার চক্রান্ত করছে।

বার্তাবাহক ছিলেন ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের এক ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নিলফোরউশান, যিনি নাসরুল্লাহর সঙ্গে তাঁর বাঙ্কারেই ছিলেন। সে সময়ই ইসরায়েলের বোমার আঘাতে নাসরুল্লাহর সঙ্গে তাঁরও মৃত্যু হয়। নাসরুল্লাহর মৃত্যুর পর ইরান এখন নিজেদের সরকারের উচ্চ পদগুলোতেই ইসরায়েলি চরদের অনুপ্রবেশ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন ওই তিন কর্মকর্তা।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি গত শনিবার থেকে ইরানের অভ্যন্তরে একটি নিরাপদ অবস্থানে রয়েছেন। এরমধ্যেই গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েলে প্রায় ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন বলে একজন সিনিয়র ইরানি কর্মকর্তা বলেছেন। ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, হাসান নাসরুল্লাহ ও আব্বাস নিলফোরউশানের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে গত জুলাইয়ে তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াহকে হত্যা এবং লেবাননে ইসরায়েলের হামলার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইল হানিয়াহের মৃত্যুর দায় স্বীকার করেনি।

ইসরায়েল মঙ্গলবার দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে 'সীমিত' স্থল আক্রমণ শুরু করেছে।

আটলান্টিক সিটিতে শারদোৎসবের প্রস্তুতি

সুব্রত চৌধুরি

প্রবাসীদের মনে শারদোৎসব উপলক্ষে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের যে বহিঃপ্রকাশ তার সাথে দেশের শারদোৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তুলনাই মেলে না। তারপরও 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'র জন্য প্রবাসে এইসব আনন্দ-আয়োজনও কম কীসের?

বাংলার আকাশে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা পেঁজা সাদা তুলোট মেঘের ছোটাছুটি, কাশবনে কাশ ফুলের দোল, শিউলি ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা ধরিত্রী। আর এসব কিছুই বার্তা বয়ে আনছে শারদোৎসবের। দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গোৎসব। সবাই এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়।

সারা বিশ্বের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতো নিউজারসি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও কাউন্টডাউনে ব্যস্ত। পুজোর খুশিতে লুটোপুটি খাওয়ার জন্য সবাই এখন হরেক আয়োজনে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছে।

পুরাণে দেবী দুর্গার আবির্ভাব তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজের সব অশুভ শক্তির বিনাশে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আবির্ভাব।ত্রেতাযুগে অসুরকূলের দাপটে সমগ্র মানব জাতি যখন উৎকণ্ঠিত তখন মানব কল্যাণে এই ধরাধামে আবির্ভূত হন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। তিনি পিতৃ আদেশে বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কেশর রাবন তার স্ত্রী সীতাকে অপহরন করে লংকায় লুকিয়ে রাখেন।লংকাপুরী থেকে প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গাকে মর্ত্যে আহবান করেন। বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে দেবী দুর্গাকে আহবান করায় এ পূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতেই শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস,অসুর শক্তি বিনাশকারী দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে সব পাপ দূর হয়ে যাবে, সমাজে ফিরে আসবে শান্তি।

এবছর দেবী দুর্গা মর্ত্যে আসছেন দোলা বা পালকিতে চড়ে, অর্থাৎ মহামারী, ভূমিকম্প, খরা, যুদ্ধ ও অতিমৃত্যু। যাতে বিপুল প্রাণহানি অনিবার্য।

দেবী দুর্গা বিদায় নেবেন হাতিতে,শাস্ত্র মতে যা দেবীর উৎকৃষ্টতম বাহন। দেবীর গমন হাতিতে হলে মর্ত্যলোক ভরে ওঠে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতে। পূর্ণ হয় ভক্তদের মনোবাঞ্ছা।

শারদোৎসবের বার্তা পেয়ে প্রবাসী বাংগালি হিন্দুরা মেতে উঠেছে দুর্গোৎসবের হরেক আয়োজনে। প্রথমেই আসা যাক পোশাক পরিচ্ছদ এর ব্যাপারে।প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুন প্রজন্ম স্যাটেলাইটের কল্যাণে হাল ফ্যাশন সম্পর্কে সম্যক অবগত। তরুণীদের কাছে ভারতীয় টিভির বিভিন্ন সিরিয়ালের নায়িকাদের নাম দিয়ে তৈরি পোশাক বেশ জনপ্রিয়।তরুনীরা অনলাইনে অর্ডার দিয়ে, নিউইয়র্কের বিভিন্ন বাংগালি ফ্যাশন হাউজ থেকে তা সংগ্রহ করেছে।কেউ কেউ আবার দেশ থেকে পরিচিতজনদের মাধ্যমেও তাদের পছন্দের পোষাক সংগ্রহ করেছে।যেসব তরুনীর পছন্দ পাশ্চাত্য ফ্যাশন তারা ছুটছে মার্কিনী শপিং মলগুলোতে।

তরুনদের পছন্দ হাল ফ্যাশনের পাঞ্জাবি ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ। তারাও নিউইয়র্কের ফ্যাশন হাউজ, অনলাইন অথবা দেশ থেকে তা আনিয়েছে।বাচ্চারা তাদের পোশাক ও জুতার জন্য মা-বাবার হাত ধরে ছুটছে মার্কিন শপিং মলগুলোতে। কেউ কেউ ছুটছে নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশী ফ্যাশন হাউজগুলোতে।

নিউজারসি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে দুর্গাপুজোর ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। আটলান্টিক সিটির ১০৯, উত্তর ফ্লোরিডা এভিনিউর প্রবাসী হিন্দুদের মন্দিরে আগামী নয় অক্টোবর,বুধবার সপ্তমী পুজার মধ্য দিয়ে মূল উৎসব শুরু হবে এবং বারো অক্টোবর, শনিবার বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজো শেষ হবে। দুর্গাপুজোর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে থাকছে তিথি অনুযায়ী পুজো অর্চনা, অঞ্জলি,ধর্মীয় সভা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,মহাপ্রসাদ বিতরন ইত্যাদি।

দুর্গাপূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসী সিনিয়র শিল্পীদের সাথে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম অংশগ্রহন করবে। তাই মহড়াতে অংশগ্রহনকারীদের কল-কাকলিতে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে।

দুর্গাপূজার বিভিন্ন আয়োজনে নিউজার্সি ছাড়াও নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া সহ অন্যান্য রাজ্য থেকেও প্রবাসী হিন্দুদের ব্যাপক সমাগম ঘটে।

প্রবাসীদের মনে শারদোৎসব উপলক্ষে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের যে বহিঃপ্রকাশ তার সাথে দেশের শারদোৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তুলনাই মেলে না। তারপরও 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'র জন্য প্রবাসে এইসব আনন্দ-আয়োজনও কম কীসের?

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটির সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা অফিস

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ব্রঙ্কসে শুভ উদ্বোধন করা হল সেলিম-আলী পরিষদ, নির্বাচন পরিচালনা কার্য্যলয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্ববায়ক মাহবুব আলম ও সঞ্চালনায় ছিলেন ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শামীম আহমেদ।

স্হানীয় 'অপটিমাম টিউটেরিয়াল ওলমস্টেড এভিনিউ, বাংলাবাজার, ব্রঙ্কস-এ সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচনী কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে শুরু করা হয়, দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটি সমাজ কল্যান সম্পাদক পদপ্রার্থী জামিল আনসারী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট প্রবীন মুরব্বী আব্দুল রব দলা মিয়া, মূলধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমেরিকা বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুস শহীদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মোছব্বির, সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রউফ, সহ-সভাপতি আব্দুস ছালাম। বিবিএ এর সভাপতি কামাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক এ ইসলাম মামুন। মুলধারার রাজনীতিবিদ কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহামদ এন.মজুমদার মাষ্টার্স অব ল। কমিউনিটি বোর্ড ৭ এর সদস্য মন্জুর চৌধুরী জগলুল। বাকা সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, কোষাধ্যক্ষ মোহামদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন এর সহ-সভাপতি বিলাল ইসলাম, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যান সমিতির সাবেক সহ- সভাপতি মোঃ মকন মিয়া, মৌলভীবাজর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সহ-সাধারন সম্পাদক এবং আহম্মদ সোহান সৃতি পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারন সম্পাদক মোতাহার রুবেল, পার্কচেস্টার মসজিদের সাবেক সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান নাজিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বকতিয়ার রহমান খোকন।

বাংলাদেশ সোসাইটি সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ, বিশিষ্ট সংগঠক দিপংকর দেব, রেজাউল হক রুহেল, গোলাম মুহিত, সদর উদ্দিন, গোলজার হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এম এ মুহিত, আজম চৌধুরী, ইকবাল হোসেন। সিলেটের বৃহওর সংগঠন জালালাবাদ এ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সিনিয়র সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট সেলিম রেজা, ফরহাদুল ইসলাম লিটু, নাফিস চৌধুরী, রায়হান জামান, শাহ রাজু, কুমিল্লা সোসাইটি ইনকের সভাপতি মিয়া মোহামদ দাউদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস এর সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি উপদেস্ঠা জামাল উদ্দিন, হুমায়ুন চৌধুরী, ইহতেশামুল হক রোকনী প্রমুখ।

আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার নির্বাচন কে সামনে রেখে সেলিম -আলি পরিষদের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী কামরুজ্জামন কামরুল, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহামদ আলী, কার্য্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মনসুর আহমেদ উপস্হিত সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সুষ্ঠু, সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন করতে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।

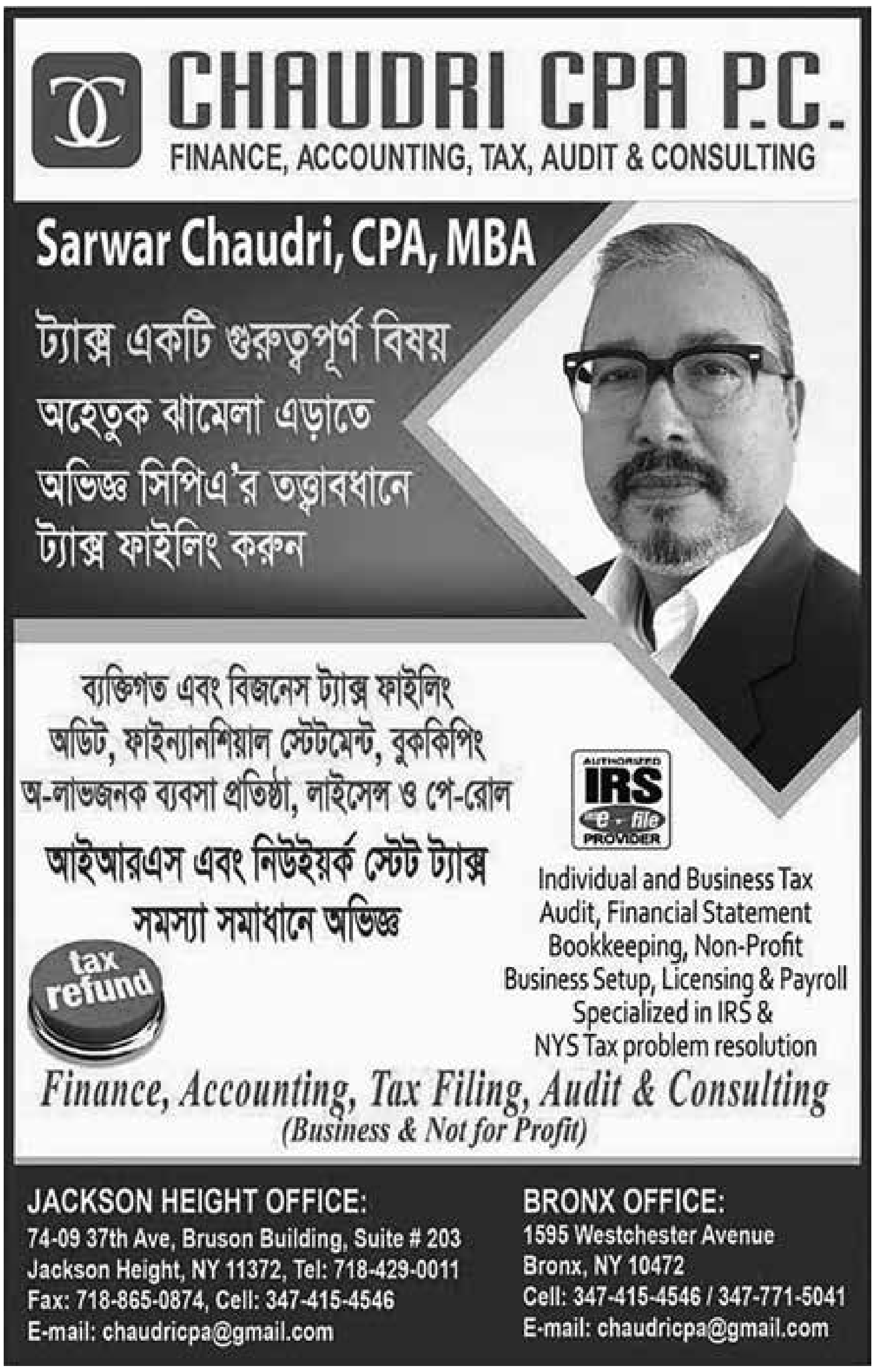

সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা জয় ভার্মা বরখাস্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জয় ভার্মা

সম্প্রতি গোপন ক্যামেরায় ধারণা করা সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ড. অজয় ভার্মার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ পেয়েছে।

করোনার টিকা নেওয়া আর না নেওয়া সমান। এই ধরনের ফ্লু ভাইরাসের বিরুদ্ধে মানুষের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই যথেষ্ট। ফুটেজে এমনটিই বলতে শোনা যায় ড. জয় ভার্মাকে। অথচ মহামারির সময় তিনিই ছিলেন নিউইয়র্ক শহরের কোভিড যোদ্ধাদের সামনের সারিতে। টিকার পক্ষে প্রচারণার মুখ ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এ চিকিৎসক। শুধু তা–ই নয়, মহামারির মধ্যে মাদক ও নারী নিয়ে সেক্স পার্টিও করেছেন তিনি! এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর ডা. ভার্মাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জয় ভার্মা চিকিৎসক এবং সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে শপথের বরখেলাপ করেছেন। তিনি জেনেশুনে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধের একমাত্র উপায় টিকাকরণ। অথচ গোপন ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, টিকা নেওয়া আর না নেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহামারি চলাকালেই সেক্স পার্টিও করেছেন তিনি।

জয় ভার্মা করোনা মহামারির সময় তৎকালীন মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ছিলেন। সদ্য প্রকাশিত ফুটেজে স্বীকার করেছেন, এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা টিকা দেওয়ার সমান কার্যকর। টিকা নেওয়া না নেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই...সবাই ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে। আপনি ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছেন কারণ এটি আপনি নিশ্বাস নিয়েছেন, এতে ভাইরাস আপনার শরীরে প্রবেশ করেছে। নিশ্বাসের সঙ্গে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে যেভাবেই এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করানো হোক না কেন, টিকা নেওয়া বা না নেওয়াতে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় না।

আগে যুক্তরাষ্ট্রের কোভিড মহামারি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক মামলা চলাকালীন জয় ভার্মা পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোভিড–১৯ টিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তি টিকা নেওয়ার পর ফের সংক্রমণের বিরুদ্ধে আরও বেশি সুরক্ষা পাবেন।

পডকাস্টার স্টিভেন ক্রাউডার প্রকাশিত গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও জয় ভার্মার বিরুদ্ধে বিতর্ক নতুন করে উসকে দেয়।

কাউন্সিলওম্যান জোয়ান আরিওলা (আর–কুইন্স) জয় ভার্মার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছেন। টিকা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা অনেক নিউইয়র্কবাসীর ক্ষতি করেছে। আরিওলা বলেন, 'ডা. ভার্মা শপথ করে বলেছিলেন, নতুন কোভিড স্ট্রেনের বিস্তার রোধ করার জন্য টিকা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কিন্তু প্রকাশিত ফুটেজে তিনি স্বীকার করেছেন, বাস্তবে টিকা এবং প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা সরাসরি মিথ্যাচার।'

জয় ভার্মা অবশ্য এখনো অভিযোগের বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্য দেননি। যদিও তিনি দাবি করেছেন, গোপন ক্যামেরার ফুটেজটি 'বিচ্ছিন্ন, কর্তিত এবং প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন'।

নিউইয়র্কারের কামালাকে সমর্থন

শেষ পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপন করে। তবে তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে সমালোচনা করেছে।

নিউইয়র্কারের সম্পাদকরা লিখেন, গত আঠারো মাসে বাইডেনের বয়সের কারণে তার কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে । যদি তিনি কোনো সাক্ষাৎকার বা প্রেস কনফারেন্সে কোনো অঘটন ছাড়াই উপস্থিত হতে পারতেন তবে তার কর্মীরা এবং সমর্থকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন এবং এটাকে তারা বিজয় হিসেবে দেখতেন। কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীদের নতুন এক প্রজন্মের জন্য পথ উন্মুক্ত করার পরিবর্তে বাইডেন এবং তার উপদেষ্টারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা স্পষ্ট করে জানান দিয়েছে যে যেকোনো চ্যালেঞ্জকারী অবধারিতভাবে পরাজিত হবে। এদিকে কৌশলী প্রচারণা ও দক্ষ সময়সূচির মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের কর্মীরা প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করেছে এবং আশার ওপর ভরসা করে নির্বাচনের প্রচারনা করেছে।

এদিকে নিউইয়র্কার ছিল যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বামপন্থী প্রকাশনাগুলির মধ্যে অন্যতম ম্যাগাজিন যারা গত জুন মাসে বাইডেনের বিপর্যয়কর বিতর্কের পারফরম্যান্সের পর তাকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়।

তখন নিউ ইয়র্কারের সম্পাদক ডেভিড রেমনিক লিখেন, বৃহস্পতিবারের বিতর্কে বাইডেনকে মঞ্চে অর্থহীন বক্তব্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা ছিল। আপনারা বিতর্ক দেখেছেন এবং সবচেয়ে মৌলিক মানবিক স্তরে আপনি কেবল বাইডেনের প্রতি করুণা অনুভব করতে পারেন এবং এর চেয়েও বেশি দেশের জন্য ভয় অনুভব করতে পারেন।

সর্বনাশা হেলেন, লণ্ডভণ্ড নগর জনপদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

করছেন, এই ঘূর্ণিঝড়ে শুধু পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও পরিবহন রুটের ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার। বিস্তারিত ক্ষতির পরিমাণ এখনই নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

অনেক বাসিন্দা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে নিজেদের ধ্বংস হওয়া বাড়ি ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। এখনো অন্তত ১ হাজার মানুষ আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে।

আমেরিকান রেড ক্রস জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোতে ১৪০ টিরও বেশি আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে। প্রায় ২ হাজার মানুষ সেগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। অ্যাশভিল কাউন্টির ম্যানেজার এব্রিল পিন্ডার জানিয়েছেন, রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে গেছে। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে জরুরি খাবার এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছেন। ফেডারেল ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এফইএমএ) জানিয়েছে, ছয় ঘণ্টার মধ্যে হেলেন হারিকেনে রূপ নেয়। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের (এনএইচসি) তথ্য অনুযায়ী, হেলেনের প্রভাবে ফ্লোরিডা উপকূলের কোথাও কোথাও ১৫ ফুট বা তার বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা হারিকেনগুলোর মধ্যে শক্তির বিবেচনায় হেলেন ১৪ তম। এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে স্থলভাগেই ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪২০ মাইল পর্যন্ত গতিতে বাতাস বয়ে গেছে। এর আগে ২০১৭ সালে হারিকেন আইডা এবং ১৯৯৬ সালে হারিকেন ওপালের সময় ঘণ্টায় ৪৬০ মাইল গতিতে বাতাস বইতে দেখা যায়। ঝড় আসার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের উপকূলীয় অনেক শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বাসিন্দাদের। ঝড়ের হুমকিতে থাকা শহরগুলোর এই তালিকায় ছিল স্টেইনহ্যাচি শহরের নামও।

ফ্লোরিডার যে শহরগুলোর ওপর দিয়ে ঝড়টি বয়ে গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্টেইনহ্যাচি শহর। ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সহ হারিকেন হেলেন প্রায় ২২৫ কিলোমিটার বেগে এসে এই শহরে আঘাত হানে।

স্টেইনহ্যাচি শহরটি মানচিত্র থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

ফ্লোরিডার রাজধানী শহর তালাহাসি থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্টেইনহ্যাচি শহরে আনুমানিক ৫০০ লোকের বসবাস। ঝড় আসার আগেই শহর থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। ঝড় থেমে যাওয়ার পর বাসিন্দাদের কেউ কেউ ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কারণ তাঁদের পরিচিত শহরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চারদিকে শুধু ধ্বংসের ছবি। অনেকেই বলছেন, মানচিত্র থেকেই মুছে গেছে তাঁদের প্রিয় শহরটি।

এখন পর্যন্ত এই ঝড়ে ১১৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলো। তবে নিখোঁজ রয়েছেন আরও অসংখ্য। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিভিন্ন শহরের বিদ্যুৎ লাইনগুলোও উড়ে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন হাজার হাজার মানুষ।

ফ্লোরিডা ছাড়াও জর্জিয়া, টেনেসি এবং নর্থ ও সাউথ ক্যারোলিনার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ঝড়ের প্রভাব পড়েছে। কোথাও কোথাও ১৫ ফুটেরও বেশি উঁচু জলোচ্ছ্বাস দেখা গেছে। সরকারিভাবে ঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে এখনো কোনো হিসেব মেলানো যায়নি। তবে আর কোনো ঝড়ের আশঙ্কা না থাকায় পরিস্থিতির দ্রুত উত্তরণ হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

জাতিসংঘ মহাসচিবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ইসরায়েলের

ঢাকা অফিস

আন্তোনিও গুতেরেস

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে ইসরায়েলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়ায় বুধবার ইসরায়েল এই নিষেধাজ্ঞা দেয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিবিসি।

দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল (দেশের নামেই নাম) কার্টজ বলেন, 'মঙ্গলবার ইরান যে মিসাইল হামলা চালিয়েছে দ্ব্যর্থহীনভাবে সেটির নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন গুতেরেস।' জাতিসংঘের মহাসচিবকে 'পারসনা নন গ্রাটা' আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

এক বিবৃতিতে গুতেরেসকে একজন 'ইসরায়েলবিরোধী মহাসচিব যিনি সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেন' বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েল কার্টজ। তাঁর অভিযোগ, জাতিসংঘ মহাসচিব 'ইসরায়েল বিরোধী' এবং 'সন্ত্রাসী, ধর্ষক ও খুনিদের মদদদাতা। আগামী প্রজন্মের কাছে জাতিসংঘ মহাসচিব কলঙ্কিত হিসেবে আখ্যায়িত হবেন।' অবশ্য মঙ্গলবার জাতিসংঘের প্রধান মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বৃদ্ধির পর এ নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি যুদ্ধ বিরতিরও আহ্বান জানান।

ইরান ইসরায়েলে ১৮০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পরে, সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স–এ (পূর্বের টুইটার) দেওয়া পোস্টে গুতেরেস বলেন, তিনি 'মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের বিস্তৃতি বাড়ার পরে ক্রমবর্ধমান হওয়ার' নিন্দা করছেন।

'এসব বন্ধ করতে হবে' মন্তব্য করে জাতিসংঘ মহাসচিব এক্স পোস্টে বলেন, ''এই অঞ্চলে 'একেবারে' একটি যুদ্ধবিরতি দরকার।' তবে ইরানের হামলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি তিনি।

আন্তর্জাতিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাবেক অধ্যাপক কার্ল কোপ্লান, মিলওয়াকি রিভারকিপার সেরল নানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় ৩ শ জন ওয়াটারকিপার এর সদস্য।

২০১৪ সাল থেকে ওয়াটারকিপার এলায়েন্স এর সাথে সম্পৃক্ত তোফাজ্জল সোহেল ২০০৬ সাল থেকে হবিগঞ্জের খোয়াইসহ অন্যান্য নদী রক্ষায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত ১০ বছরের সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তোফাজ্জল সোহেলকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বিশ্বের নদী রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখা নদীকর্মীদের এই বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী নদী কর্মীদের জন্য এটি একটি বিরল সম্মাননা।

পুরস্কার পেয়ে তোফাজ্জল সোহেল বলেন, দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও আন্দোলন এর স্বীকৃতি পেলে ভালো লাগে তবে দায়িত্বও বাড়ায়। আমি এই পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত।

'সিটি অফ ইয়েস' পরিকল্পনায় সম্মতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইয়র্কবাসীদের প্রাপ্য এবং প্রয়োজন রয়েছে এমন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রদানে সরকারের প্রতিটি স্তরের ভূমিকা রয়েছে। সোমবার, সেপ্টেম্বর ৩০, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, "এখন যেহেতু রাষ্ট্র এবং আমাদের প্রশাসন এই প্রজন্মের সমস্যা সমাধানের জন্য একত্রিত হয়েছে, এবার সিটি কাউন্সিলের পালা। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন আমাদের শ্রমজীবি মানুষ, বয়স্ক ও তরুণদের এ শহরে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে দিবে। এটি করার ক্ষেত্রে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হল আবাসন প্রস্তাব গ্রহণ করা।"

অ্যাডামস্ বলেন, "আমরা যখন প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলি তখন আমরা শহরের চারপাশে নিউ ইয়র্কবাসীদের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছি। এই বর্তমান সংকটের জন্য বৃহৎ ধারনা এবং সমাধান উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আবাসন আইনজীবী থেকে শুরু করে শ্রমজীবি এবং নিউ ইয়র্কবাসী যারা গৃহহীনতার পর্যায়ে ছিলেন, বিস্তৃত মানুষের দ্বারা স্বীকৃত। উপরন্তু, ব্রঙ্কস বরোর প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন, ব্রুকলিন বরোর প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেইনোসো, ম্যানহাটন বরো-এর প্রেসিডেন্ট মার্ক লেভিন এবং কুইন্স বরো-এর প্রেসিডেন্ট

ডোনোভান রিচার্ডস এই ধারণাটিকে অনুকূলভাবে সুপারিশ করেছেন।"

সংখ্যাগুলি দেখায় যে, এই ধারণাটির ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, ৭২ শতাংশ মানুষ এর ন্যায্যতা শুনে 'সিটি অফ ইয়েস'কে সমর্থন করেছো সিটি অফ ইয়েসের বিশদ বিবরণ জানার পরে, নিউ ইয়র্কের অনেকেই এই ধারণাটিকে "হ্যাঁ" বলে সম্মতি দিয়েছেন। অ্যাডামস্ বলেন, "তাই সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য উপাসনালয় থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র এমনকি আপনি যেখানেই যান, সর্বত্র প্রস্তাবটি সম্পর্কে প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরো বলেন, "আমরা আশা করি যে কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য আমাদের 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপরচ্যুনিটি' প্রস্তাবকে সমর্থন করে এই সুযোগটি কাজে লাগাবেন এবং একটি উন্নত ভবিষ্যত তৈরি করতে আমাদের সাথে কাজ করবেন যেখানে কর্মজীবী পরিবার, তরুণ, অভিবাসী এবং প্রবীণ নাগরিকরা সকলেই আবাসন ব্যয় করতে পারবে। একসাথে, আমরা ইতিমধ্যেই আবাসনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু অর্জন করেছি এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা আরও অনেক কিছু অর্জন করতে পারব।"

অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের শহরে প্রতিটি নতুন বাড়ি মানে আরও কর্মসংস্থান, কম ভাড়া, শক্তিশালী অর্থনীতি এবং সকল নিউইয়র্কবাসীর জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই হাউজিং সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে একসঙ্গে কাজ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিউইয়র্কবাসীদের জন্য সুযোগের দরজা খুলে দেওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছি।"

সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণের জন্য আলবেনিতে নতুন টুল সমর্থন করেছে প্রসাশনটি। সেইসাথে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপরচ্যুনিটি'র সাথে অ্যাডামস্ প্রসাশন ২০৩২ সালের মধ্যে ৫ লাখ অতিরিক্ত বাড়ি তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

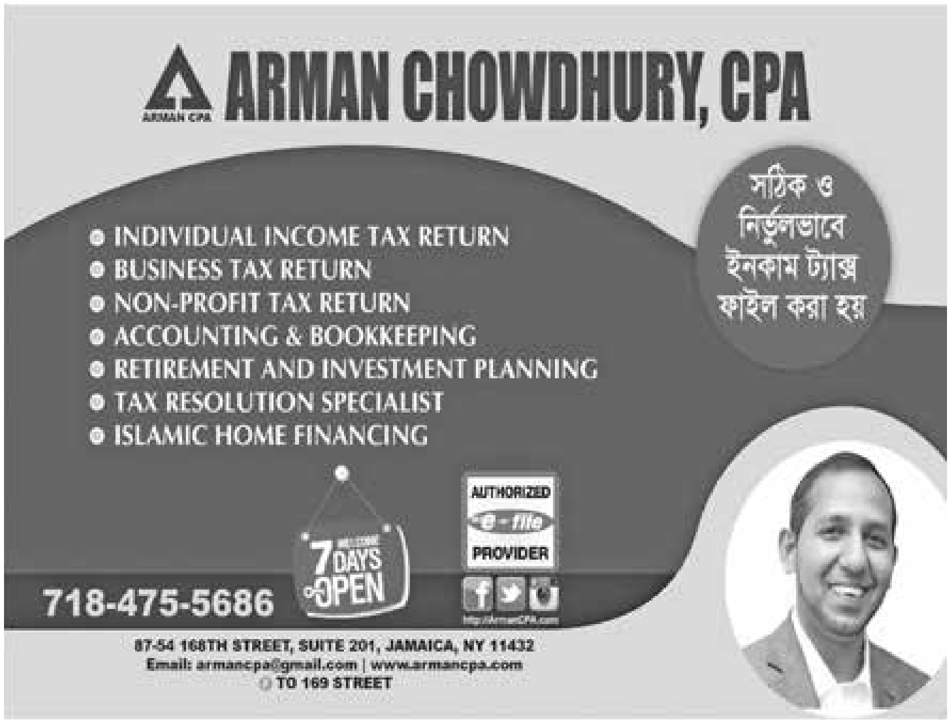

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের নিরাপত্তা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শক্তিশালীকরণ ও তাদের জবাবদিহিতায় আনা সবচেয়ে জরুরি। ২৯ সেপ্টেম্বট রোববার রাতে নিউইয়র্কের গুলশান টেরেসে 'গণঅভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় নবজাগরণের নাগরিক অভিষেক' অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যৌথভাবে পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস, জয় বাংলাদেশ মিডিয়া , বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার।

রোববার সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে এই অনুষ্ঠান চলে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। জয় বাংলাদেশ মিডিয়ার সমন্বয়ক সাংবাদিক আদিত্য শাহীনের সঞ্চালনা ও উপস্থাপনায় ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের উন্নয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সামিট অফ দ্য ফিউচারের নির্বাহী পরিচালক এএইচএম বজলুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিউইয়র্কের সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে ফাহাদ হোসেন, আব্দুল কাদের, জেবি টিভির সাংবাদিক মুশফিকুর রহমান, আওয়াজ বিডি'র প্রধান সম্পাদক শাহ আহমেদ, বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী ও রাজনীতিক আহমেদ শরীফ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, এনওয়াই কাগজ সম্পাদক মনওয়ারুল ইসলাম, প্রবাসী চিকিৎসকদের পক্ষে ডা. আক্তার হাসান, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাউথ এশিয়ান টাইমস এর সম্পাদক দীপক কুমার আচার্য প্রমুখ।

শুরুতে জুলাইয়ের আন্দোলনের সময় এক তরফা হামলায় শাহাদৎবরণকারী, পঙ্গুত্ববরণকারী ও সাহসী বীর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র জনতার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মাওলানা আব্দুস সাদিক।

বক্তারা ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর বাংলাদেশ পরিচালনায় দায়িত্ব নেয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূসর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকারে গেল দেড় মাসের কার্যক্রম তুলে ধরেন, কোন পথে এগুচ্ছে বাংলাদেশ তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও করেন।

ড. আবু জাফর মাহমুদ মূল বক্তব্যে বলেন, এই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম দরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। রাষ্ট্র নিরাপদ থাকলে বাকি সমস্যাগুলোও সহজে সমাধান সম্ভব। তিনি অনুযোগ করে বলেন, রাষ্ট্র যে এতদিন নিরাপদ ছিল না এটিও বুঝতো না বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ। বাংলাদেশে ভারতীয় এক ব্রিগেড সৈন্য ছিল, এ নিয়ে কোনো মিডিয়া মালিক, প্রেস ক্লাব, সকল গণমাধ্যম সংগঠন তথা কোনো সাংবাদিক কোনোদিন রিপোর্ট করেনি। দেশ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দায়িত্বরত প্রতিরক্ষার কমাণ্ডারবৃন্দ ও আইন শৃংখলার দায়িত্বরত পুলিশ অফিসাররা সকল সুযোগ সুবিধার ভেতরে থেকে দেশের এই নিরাপত্তাহীনতার কথা বেমালুম চেপে ছিল। যুদ্ধ করার পরিবর্তে ওরা ব্যবসা করেছে, ব্যবসার অংশীদার হয়েছে। তিনি বলেন, অভ্যুত্থানের পর দেশে একটি সিভিল গভ:মেন্ট লাগবে, এ জন্য অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছে। অন্তবর্তীকালীন সরকারে যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই ডিলার, ডিল করা তারা ভালো বোঝেন। তিনি অন্তবর্তীকালীন সরকারে দায়িত্ব পাওয়া এনজিও পরিচালনকারীদের কথা পুণরুচ্চারণ করে বলেন, এনজিওর কাজ রাষ্ট্র পরিচালনা নয়। তাদের কাজ বিদেশি দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে অনুদান নিয়ে আসা। তারা অনুদান নিয়ে এসে বাংলাদেশের জন্য কাজ করবে, রোহিঙ্গাদের জন্য টাকা আনবে; এরও প্রয়োজন আছে।

মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে জানান, অভ্যুত্থান শব্দটির ব্যপ্তি তার অজানা নয়। তিনি বলেন, এই অভ্যুত্থান করতে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি, নেতাদের পাওয়া যায়নি। তারা বেঈমানি করেছে। সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পাওয়া যায়নি, তারা বেঈমানি করেছে। পুলিশ বাহিনীকে পাওয়া যায়নি তারাও বেঈমানি করেছে। কিন্তু তারপরও দেশ রক্ষা করতে হবে। কারণ ওই বেঈমানগুলো আমাদের জাতির, আমাদের পরিচিতজন।

তিনি সমালোচনা কিংবা হস্তক্ষেপ না করে সবার নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। বলেন, বর্তমান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে আন্ডারমাইন্ড করার সুযোগ নেই। প্রথমদিকে তিনি পদত্যাগ করতেও চেয়েছিলেন। কারণ তিনি কারো আত্মীয়, ডাবল প্রমোশন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন তখন তিনি দেশমুখী হয়েছেন। দেশরক্ষায় প্রকৃত সৈনিকের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দেশ বিনির্মাণে সঠিক ভূমিকা রাখছেন। এখন যারা ওয়াকারুজ্জামানের সমালোচনা করছেন তারা অবশ্যই ভারতপন্থী, তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শত্রু ও বাংলাদেশকে জড়িয়ে 'বাংলা প্রদেশ' করার ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

বাংলাদেশের এই প্রথিতযশা মুক্তিযোদ্ধা জানান, অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে পূর্ণ সমর্থন দিতে হবে। জাতিসংঘে যে কাজে এসেছিলেন সে কাজটি তিনি করে গেছেন। এই সরকারের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে, এটি মেনে নিয়েই আমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। তারা কোনো পদক্ষেপ নিতে ভুল করতেই পারে, সে জন্য অস্থির না হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তিনি পতিত সরকার আমলের কথা তুলে ধরে বলেন, তখন বিরোধী দলের নেতারা কি করেছেন ? তাদের নেতাকর্মীরা জেল খেটেছেন। এতদিন ধরে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করে করে । তারা সরকার উৎখাতে ছিল সংকল্পবদ্ধ কিন্তু নেতৃত্বের দ্বিমুখী যাত্রার কারণে তাদের সে সংকল্প দানা বাঁধতে পারেনি। গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। নেতৃত্ব পালিয়ে যাওয়ার কারণেই এবারের আন্দোলনের ছাত্রজনতার মতো তারা রাস্তায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু তারপরও এই রাজনৈতিক নেতাদের নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ।

তিনি মনে করিয়ে দেন , ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশকে আমরা নিরাপদ রাখতে পারিনি। তিনি বলেন, আমরা যখন জেনেছি, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশকে একত্র করে 'বাংলা প্রদেশ' করা হচ্ছে, আর মূখ্যমন্ত্রী হবেন বাংলাদেশ থেকে, এই কথা দেশের মানুষ শুনে অবাক হয়েছেন। শেখ হাসিনা ছদ্মবেশে এখানে যুদ্ধ বাঁধিয়ে জাতিকে বিভক্ত করে উপনিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যেটি কোন গোয়েন্দা সংস্থা, গবেষক, স্কলার, সাংবাদিকরা টের পাননি। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই যে বাংলাদেশ পেয়েছেন এটি কে করে দিয়েছেন ? কারো বাবা-মা ? সেনাবাহিনী ? এটি আসলে ছিল একটি সামরিক যুদ্ধ । বলেন, বাংলাদেশ যে রক্ষা পেলো, যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদেরকে আপনি কি দিবেন ? তিনি বলেন, ভারত এখনো বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের ডিফেন্স পলিসি পরিবর্তন করেনি। এ অবস্থায় ডক্টর ইউনূসের কাছে বিশ্ব নিরাপত্তা দিতে পারে সেসব দেশের সাথে ডিল করার দাবিটি করা যেতে পারে। তিনি বলেন, তিনি জাতিসংঘে এসে বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের দেশকে শক্তিশালী করা, সীমান্ত পাহারায় বিডিআরকে আগের জায়গায় নিয়ে আসা। পুলিশ বাহিনী শক্তিশালী করা। একই সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়টিও মনে করিয়ে দেন তিনি। বলেন, ভারত ডিফেন্স পলিসি না পাল্টালেও আমাদের জোর করে বদলাতে হবে। তিনি গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকারের মদদপুষ্ট গণমাধ্যমকে আর সুযোগ দেয়া যাবে না।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট বিপ্লব নিয়ে ড. আবু জাফর মাহমুদের লিখিত "বাংলাদেশকে ঘিরে পরাশক্তির উত্থান সম্ভাবনা" শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীনের পরিবেশনা। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কে বসবাসকারী জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী আলভান, জনপ্রিয় শিল্পী মেহেরীন আলম ও শিল্পী উম্মে জান্নাতুল ফেরদৌস বাঁধন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেখ হাসিনার ৭৮তম জন্মদিন উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে শেখ হাসিনার ৭৮ তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান এবং সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল হামিদ।

ড. সিদ্দিকুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, মাননীয় নেত্রীর জন্মদিনে আমরা শপথ নিলাম যতদিন পর্যন্ত এই অবৈধ দখলদার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করতে পারব এবং নেত্রীকে দেশে ফিরিয়ে না আনতে আসবো ততদিন পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব এটাই হোক আজকের দিনে আমাদের শপথ।

অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওযামী লীগের সহ সভাপতি সোলাইমান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল,সাংগঠনিক সম্পাদক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, শ্রমও বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক শরীফ কামরুল আলম হিরা, নিউইযর্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবলীগের ঢাকা উত্তর সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসেন, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ হালীম সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী সদস্য সাহানারা রহমান, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিআই রাসেল, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম এর সভাপতি ডাক্তার মোঃ রবি,ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন,কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, নিউইযর্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এম উদ্দিন আলমগীর, মুস্তাইন বিল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহনাজ মমতাজ, সহ সভাপতি নুরনাহার আলম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন,সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া,রহিমুজ্জামান সুমন, যুবলীগ নেতা, বাহার উদ্দিন সবুজ,ছাত্রলীগ নেতা হৃদয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু

ঢাকা অফিস

গত সেপ্টেম্বরে দেশে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় অন্তত ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত করা হয়েছে আরও ১৪ জনকে। একই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় সারা দেশে নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন, আহত হয়েছেন অন্তত ৭০৬ জন। সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এইচআরএসএস। এতে তারা বলেছে, সেপ্টেম্বরে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা, গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা, রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেপ্তার, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, কারা হেফাজতে মৃত্যু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশি নির্যাতন ও হত্যা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

এ যেন এক ধ্বংসের উৎসব: সংকটময় মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে শুধু শারীরিকভাবে নয়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও ধ্বংসস্তূপে দাঁড়ানো জাতি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের মধ্যে, সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত একাধিক সংগঠিত গোষ্ঠী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভবনই ছিল না বরং প্রতিষ্ঠান, ইতিহাস, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করে এমন মূল মূল্যবোধও ছিল। অস্থিরতার এই ঢেউ প্রায়ই রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতাসীন সরকারের দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করা হয়। যা আবির্ভূত হয়েছে তা হল একটি চলমান "ধ্বংসের উৎসব" যা একটি গভীর সংকটের প্রতীক, যা জাতির প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের উত্তরাধিকারকে ও চ্যালেঞ্জ করে এবং স্বাধীনতার চেতনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করে।

৮ আগস্ট, ২০২৪-এ, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি সামরিক-সমর্থিত সরকার শপথ গ্রহণ করে। যদিও প্রাথমিক আন্দোলনে কোটা সংস্কারের পক্ষে দাবি করা হয়েছিল, তবে ডানপন্থী, চরম বামপন্থী, এবং মৌলবাদী ছাত্র গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব এটিকে ভিন্ন কিছুতে নিয়ে যায় যা অনেক বেশি মৌলবাদী ঘেষা। ফলস্বরূপ, একটি স্বাধীনতা বিরোধী মনোভাব সমগ্র আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, যা আজও অব্যাহত ধ্বংসের ইন্ধন যোগায়। বাংলাদেশ এখন একটি রূপক অর্থে "ভাঙ্গা, লুটপাট ও খুনের উৎসব"-এর মুখোমুখি, যেখানে তা ধ্বংসাত্মক শারীরিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের মধ্যে ও এগুলো অনেক বিস্তৃত।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফলক, ভাস্কর্য এবং ম্যুরাল সহ বিশিষ্ট জাতীয় প্রতীক গুলো রেহাই দেওয়া হয়নি। এই হামলাগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলার সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ বলে মনে হচ্ছে।

এমনকি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন মুজিবনগর, যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল, ধ্বংসের এই জোয়ারের শিকার হয়েছে। এই ধরনের স্থানগুলির ধ্বংস শুধুমাত্র একটি শারীরিক আক্রমণই নয় বরং দেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের উপর আক্রমনকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ: ধ্বংস শুধু সরকারি ভবন ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, বিশেষ করে যেগুলো বাংলাদেশের ইসলামিক ইতিহাসের সাথে জড়িত। এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব শাহ পরান (রা:)-এর মাজারে হামলা করা হয়, যার ফলে একজন ভক্তের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এটি একটি ধর্মীয় সাইটে আক্রমণের চেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করে; এটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর একটি আক্রমণ যা শতাব্দী ধরে বাংলাদেশকে রূপ দিয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙ্গন: এই "ধ্বংসের উৎসব" রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাঘাতের দিকে প্রসারিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ আমলাদের আটক করা হয়েছে, যখন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা, কেউ কেউ এক দশকেরও বেশি আগে চাকরি ছেড়েছিলেন, তাদের সমালোচনামূলক সরকারি পদে পুনর্বহাল করা হচ্ছে। এটি ঔপনিবেশিক যুগ থেকে প্রচলিত প্রশাসনিক নিয়মাবলীর একটি ভাঙ্গনের ইঙ্গিত দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা সম্মানিত শিক্ষকদের একত্রে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার ফলে একাডেমিক কর্তৃত্ব এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের অভূতপূর্ব অবক্ষয় ঘটেছে, সংকট আরও গভীর হয়েছে।

ঐতিহাসিক সংশোধনবাদ এবং রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশন: ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রয়াসের আরেকটি আকর্ষণীয় উদাহরণ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা ক্ষুন্ন করার প্রচেষ্টার প্রতীক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীটির ধ্বংস এই ঐতিহাসিক সংশোধনবাদের এক উজ্জ্বল প্রকাশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এসব প্রতীকের উপর হামলার লক্ষ্য শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকার নয়, ১৯৭১ সালের চেতনাকে ধ্বংস করা, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং বিস্তৃত প্রভাব: বাংলাদেশের ধ্বংসলীলাকে বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংঘাত এর অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পরিস্থিতি পারস্য ও আরব সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে ধর্মীয় রূপান্তর সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ দিকে পরিচালিত করেনি। একইভাবে, বাংলাদেশে এখন একটি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মুখোমুখি যেখানে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি কয়েক দশক ধরে জাতিকে একত্রিত করে রাখা সাংস্কৃতিক ফ্যাব্রিক কে ভেঙে ফেলতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।

ইতিহাস প্রায় ধ্বংস এবং পুনর্নির্মাণের চক্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর বা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের বিপ্লব যেমন জাতিগুলোকে নতুন আকার দিয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশে বর্তমান ধ্বংসের ঢেউ ৫০ বছরেরও বেশি অন্তর্নিহিত উত্তেজনার চূড়ান্ত পরিণতি। যাইহোক, শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে এই উত্তেজনা গুলি তীব্র হয়েছে, একটি অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা জাতি গঠনের জন্য লড়াই করেছেন এমন সবকিছু ধ্বংস করার হুমকি দেয়।

উপসংহার

বাংলাদেশ এক সংকটময় মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলির চলমান ধ্বংস একটি গভীর জাতীয় সংকট নির্দেশ করে। অস্থিরতার বর্তমান তরঙ্গ রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ, ঐতিহাসিক সংশোধনবাদ এবং সাংস্কৃতিক সংঘাতের জটিল মিশ্রণ কে প্রতিফলিত করে। জাতি যখন এই উত্তাল জলে নেভিগেট করে, তখন তাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এটি ধ্বংসের এই উৎসবটি তার কঠিন জিতে নেওয়া উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলতে দেবে নাকি ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে আসবে সেই মূল্যবোধ এবং চেতনা যা তার স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই সংকটের পর কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার ওপর।

সংবিধান পুনর্লিখনের প্রয়োজনীয়তা

মাহবুব আরিফ খোকা

সংবিধান পুনর্লিখনের প্রয়োজনীয়তা একটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ সংবিধানের পুনর্লিখন বা সংশোধন করা হয়েছে, যাতে দেশগুলো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

সংবিধান পুনর্লিখনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং লিখিত সংবিধান। যদিও মূল সংবিধান আজও কার্যকর, তবে অনেক সংশোধনী আনা হয়েছে যেমন, ১৯তম সংশোধনীতে নারীদের ভোটাধিকার। এতে দেখায় যে সংবিধান পুনর্লিখন না করেও সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, দেশটিকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সংবিধানে প্রায় ১০০টিরও বেশি সংশোধনী আনা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের অবসানের পর দেশটি একটি নতুন সংবিধান রচনা করে, যেখানে বর্ণ, ধর্ম, ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হয়। পরে সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়েছিল, যেমন ৫ম ও ৭ম সংশোধনী। বর্তমান সংবিধানেও সময়ের সাথে সাথে আধুনিকীকরণ এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য সংশোধনী হয়েছে বলে সরকার পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছিল, কিন্তু এর মাঝে স্বচ্ছতা ছিল কতটুকু? তাই এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বিধায় আলোচনার সূত্রপাত করছি। বাংলাদেশের সংবিধান পুনর্লিখনের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে রচিত হয়, যা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলোর কারণে সংবিধানের পুনর্লিখনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা দেখা দিয়েছে। এর পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে যথা:

বাংলাদেশের ইতিহাসে সামরিক শাসন এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড এবং এর পরের সামরিক অভ্যুত্থানগুলি সংবিধানের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসন চলমান ছিল, এবং এই সময়ে ৫ম ও ৭ম সংশোধনীসহ বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়েছিল যা সংবিধানের

মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির ফলে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল সংবিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১৯৭২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে সংবিধানে ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীগুলি প্রায়ই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছে এবং অনেক সময় এটি রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার ব্যবহারের ফলে গৃহীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা গণতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। পরবর্তীতে ৫ম, ৭ম এবং ১৫তম সংশোধনী সহ বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মূল ভিত্তি এবং এর গণতান্ত্রিক চেতনার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। একাধিক রাজনৈতিক শাসনামলে এই ধরনের পরিবর্তন আসায়, একে পুনর্লিখন করে একটি স্থিতিশীল ও নিরপেক্ষ সংবিধান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা কমে যাওয়া। বিশেষত ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময়কার বিতর্ক এবং অভিযোগগুলো সংবিধানের নির্বাচন সম্পর্কিত ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়, যা দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভাবে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে যে দাবি এতে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপটে একটি গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ এবং জনআস্থাসম্পন্ন নির্বাচন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সংবিধান পুনর্লিখনের দাবিও উঠে এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ উঠেছে। যেমন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, এবং রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর নানা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই ধরনের ঘটনাকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করে। তাই মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য একটি নতুন বা সংশোধিত সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজন হতে পারে বলেও মত দিয়েছে, যাতে স্বাধীন মতপ্রকাশ, বাকস্বাধীনতা, এবং মৌলিক অধিকার রক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক হলেও, পরবর্তীতে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে যা ছিল সংবিধানের মূল একটি নীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার সাথেও সাংঘর্ষিক, এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে একটি সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। এই বিষয়ে পুনরায় সংবিধান রচনা করে বা সংশোধন করে একটি সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সমতার বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারে।

এবার দেখা যাক মূল যে সমস্যাগুলো সে গুলো কি ছিল-বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাহী, বিচারবিভাগ এবং আইনসভা এই তিনটি শাখার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তবে, সময়ে সময়ে নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে খর্ব করা, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা দেয়া, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। এই ধরণের সমস্যা সমাধানে একটি নতুন সংবিধান বা সংবিধানের পুনর্লিখন প্রয়োজন হতে পারে, যাতে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

বিশ্ব প্রবীন দিবস বৃদ্ধাশ্রম ও আমরা

আফতাব চৌধুরী

বৃদ্ধাশ্রম শব্দটি আমাদের মানবজীবনের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আতংকের। একটা সময় আমারও চিন্তাধারা তেমনি ছিল। আজ বয়সের সাথে সাথে আমিও ভাবতে বসেছি বৃদ্ধাশ্রম সম্বন্ধে। আমার একাকিত্বের অবসরে বৃদ্ধাশ্রম এসে আমার মনকে নাড়া দেয়। আমি কখনো ইমোশনাল ছিলাম না, বরাবরই যা করেছি ভেবে চিন্তেই করেছি, কখনো হেরেছি কখনো জিতেছি। তবে কখনো হেরে গিয়ে আফসোস করিনি, কারণ এগুলো সবই জীবনের এক একটা অংশ বলে ধরে নিয়েছি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে কিছু করার, আর সেই লালিত ইচ্ছাই আজ আমাকে বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে লেখার উৎসাহ যোগাচ্ছে। আমি জানি না আমার এই লেখা কে কিভাবে নেবেন তবু লিখছি, আমার মতো যারা বৃদ্ধা/বৃদ্ধ আছেন বা বিশেষ করে বাবা/মা ভক্ত ছেলে/মেয়েরা এবং আমার নিজ সন্তানেরা কেউ যদি আমার লেখা পড়ে কষ্ট পান তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

শুরুতেই বলেছি, আমাদের দেশে আমাদের সমাজে বৃদ্ধাশ্রম অনেকের কাছে একটি আতংক, যেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে তেমনি আবার বাবা-মা ভক্ত সন্তানের কাছে। তবে আমার মতো অনেকেই আছেন যারা সমর্থন করেন বৃদ্ধাশ্রমকে। অবশ্য আমার মতের সাথে অনেকের মতের মিল হবে না। আমরা সবাই মানি বা জানি বাস্তব বড় কঠিন। আমরা যা এতদিন চিন্তা করে এসেছি বাস্তবে দেখা যায় তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাবা-মা যেমন সন্তানদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ঠিক তেমনি একটা সময়ে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানরাও বাবা-মার সবচেয়ে বড় নির্ভরতা। কিন্তু সত্যি বলতে কি খুব কম বাবা-মারই সৌভাগ্য হয় সন্তানদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বাবা-মা সন্তানদের সাথে থাকলেও সে থাকাটা পুরাতন আসবাবপত্রের মতো এক কোণে পড়ে থাকা। ছেলের সময়ও হয় না তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার। আমরা বাঙালিরা বেশিরভাগ বাবা-মাই দোষ দিই বৌ এর কিন্তু না সেটা আমাদের ভুল ধারণা। কারণ আমার মতে আমাদের ছেলেরা যদি আমাদেরকে সম্মান দেয়, আমাদের ছেলেরা যদি আমাদেরকে সম্মান দেয়, আমাদের ছেলেরা যদি আমাদেরকে ভালোবাসে তবে বৌ তো দূরের কথা কোন তৃতীয় ব্যক্তিরও সমাহস হবে না আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার।

যাক যা বলছিলাম, যেসব বাবা-মাদের সন্তানদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয় না, তাদের বেশিরভাগই আশ্রয় পায় বৃদ্ধাশ্রম। এক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রমই হয়ে যায় অনেক বাবা-মার শেষ ঠিকানা। আবার এমনও দেখা গেছে যে বেশি ভাই-বোন হওয়াতে বাবা-মাকে রাখার সমস্যা হয় যেমন, ভাই-বোন তখন ভাগাভাগি করে নেয় কখন কার কাছে কত দিন বাবা-মাকে রাখবে। শেষে হয়তো দেখা যায় ভাই-বোন ৩ মাস বা ১ মাস অন্তর অন্তর ভাগাভাগি করে নিজেদের কাছে বাবা-মাকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারা কেউ একবারও ভাবে না যে, তাদের বাবা-মা এই শেষ বয়সে এসে একজনকে ছেড়ে অন্যজন কিভাবে থাকবে, একবারও ভাবে না এই বয়সে তাদের একা করে দেওয়ার পরিণতির কথা, তাদের একবারও মনে পড়ে না যে মা-বাবা সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসে অনেক কষ্টে লালন-পালন করেন। কিন্তু আমরা ক'জন সন্তান সেটা মনে রেখেছি। তাদের কি একবারও মনে পড়ে না, এই বাবা-মাই একদিন তাদের অনেক আদরে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। আর আজ তারাই কত অসহায়, ছেলের সংসারে তাদের ঠাঁই হয় না, যদিও বা হয় তাও অনেক নিয়মকানুন মেনে।

দেশের বাইরে বৃদ্ধাশ্রম আছে, কিন্তু তাদের দেশের নিয়মকানুন উন্নত, তাদের সন্তানরা ব্যয়ভার বহন করেন। ছুটির দিনে তাদের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য লোক আছে, তারাই তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। খাবার দাবার সাথে নিয়ে পিকনিকের মত বেড়িয়ে আসেন, এতে তাদের মন মানসিকতাও ভাল থাকে। তাদের সময়ও কাটে আর আমাদের এখানে দুই একটা বৃদ্ধাশ্রম, যাও আছে অত্যন্ত কষ্টে তারা সেখানে মানবেতর জীবন-যাপন করে। এই বিষয়ে অনেক লেখা বেরিয়েছে এবং অনেকেই অবগত আছেন। সরকারী বৃদ্ধাশ্রম এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাছাড়া সরকার ক'দিকে খেয়াল রাখবেন। বৃদ্ধাশ্রম এর কিছু নিয়মকানুন যা ওখানে বসবাসরতদের কষ্ট দেয়, যা দূর করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। আমাদের সময় ছিল এক রকম আর বর্তমান যুগের সময় অন্য রকম। এখানে ব্যস্ততার কারণে বাবা-মাকে কেন, আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদেরও সময় দিতে পারে না।

বৃদ্ধাশ্রম শুধুমাত্র অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য নয়, বৃদ্ধাশ্রম হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে সবাই একই পরিবারের সদস্য হিসাবে বসবাস করবেন। যেসব সন্তানরা বাবা-মাকে সময় দিতে পারে না আমি চাই সেই সব সন্তানেরা তাদের বাবা-মাকে এমনই একটা সুন্দর পরিবেশের প্রতিষ্ঠানে রাখেন, তবে এখানেও কথা আছে যে শুধু রেখে গেলেই হবে না কিছু নিয়মের মধ্যে তাদের রাখতে হবে। যেমন-কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে তারা তাদের বাবা-মাকে বাসায় নিয়ে দুই দিনের জন্য রাখবেন, কোন বিয়ে, জন্মদিন বা তদ্রুপ অন্য যেকোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় মা/বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ছুটির দিন কোন সময় তারা বাবা-মাকে দেখতে আসবেন অথবা কোন ছুটির দিন বাবা-মাকে নিয়ে যাবেন বাসায়। তাহলে আমার বিশ্বাস উভয়েই ভাল থাকবেন। সত্যি বলতে কি বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের সময় দেওয়ার মত সময় যেমন আজকের যুগের ছেলে-মেয়েদের নেই ঠিক তেমনই বয়স্ক মানুষেরাও কারো সঙ্গ ছাড়া একা থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে থাকলে তাঁরাও ভাল থাকবেন। তাঁদেরও ভাল সময় কাটবে যদি প্রতিষ্ঠানটা সুন্দর নিয়মে চালানো যায়। সাংবাদিক-কলামিস্ট। সহ-সভাপতি প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্‌স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com
EXIT REALTY PRIME
REBNY MLS
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
MIJAN Real Estate
Reg.No.C-187784
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542
Email: RealtorMijan@gmail.com

জাতীয় সরকারের ধারণা নতুন কিছু নয়

অ্যাডভোকেট গাজী তারেক আজিজ

গত ৫আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নতুন উপদেষ্টা পরিষদ দ্বায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত সরকার গঠন করে। অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন হওয়ায় ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কারণে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস হন প্রধান উপদেষ্টা। এক সময় তিনি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম দাঁড় করানোর ঘোষণা দিলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। আর সেই অবস্থায়ই দল গঠনের প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। আবার যেই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য রোল মডেল হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। সেই একই কারণে তিনি নিজ দেশে ইসলামী রাজনৈতিক দল ও নেতাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। ঠিক একই কারণে তিনি এখন সরকার পরিচালনার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্বে অধিষ্ঠিত। যাকে বলে সময় কথা বলে।

তাঁর ওপর দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চাহিদা অনেক। যদিও তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধরার আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন প্রত্যাশা পূরণে সময় দেয়ার কথা। দলগুলো একদিকে সংস্কার চাইছে অন্যদিকে নির্বাচন। সেই নির্বাচনও আবার যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই বলছেন না সে সময়টা কখন বা ঠিক কতদিনের মধ্যে। অভ্যুত্থান পরবর্তী মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো জামায়াত প্রথমে সরকারকে 'যতদিন ইচ্ছা ততদিন' উল্লেখে সময়ের বাধাধরা নিয়মে ফেলতে না চাইলেও যতই দিন গড়াচ্ছে ততই বোল পাল্টাতে শুরু করেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতোই। তাহলে একটা বিষয় খুব পরিস্কার হতে শুরু করেছে, মূলতঃ সবাই চাইছে গণতন্ত্রের বাতাবরণে নির্বাচন। আর কেউ কেউ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করার। যদিও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা-ও সকল ছোট বড় দলের অংশগ্রহণে। যেটা সংখ্যানুপাতিক হবে বলেও ধারণা দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও একধাপ এগিয়ে কাউকেই নিরাশ না করে সকল দলের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সেই জাতীয় সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করতে চান বলেও জানিয়েছেন। তাহলে কি দাঁড়ায়? নির্বাচিত হোক বা অনির্বাচিত হোক সকল দল নিয়েই তাঁর প্রদত্ত জাতীয় সরকারের কল্পিত রূপরেখা সাজিয়েছেন। এতে করে একসময়ের প্রবল বিরোধী দলগুলো আর বর্তমানে গজিয়ে ওঠা জনসমর্থনহীন দলের নেতারা গোঁফে তা দিতে শুরু করেছেন। আর এই পরিস্থিতিকে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বাহবা দিলেও অন্য বিরুদ্ধ মনোভাবের লোকজন কিংবা অতীতের পোড় খাওয়া প্রাজ্ঞজন ও সুশীল সমাজ 'রাজনৈতিক ফাঁদ' বলেও উল্লেখ করতে পারেন। যদিও এতে নতুনত্ব দেখা যাচ্ছে না। আসুন জেনে নেই সেই ফাঁদটা কি এবং কেমন হতে পারে? মূলতঃ দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকতে থাকতে মরিয়া বিএনপি বেপরোয়া নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে জনগণকে বোঝাতে চাইছে, শুধুই সময়ের অপেক্ষা। নির্বাচন হতে দেরি, তারা সরকার গঠন করতে দেরি হবে না।

দ্বিতীয়ত, অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রশাসনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নিউট্রল করে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা। যেহেতু, ২০০৫ সালের পর অনেক চেষ্টা করে কিংবা ভূয়া ভোটার তালিকা প্রনয়ন করে, মাঠ প্রশাসন নিজেদের মতো ঢেলে সাজিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির চাকরির অবসরসীমা বাড়িয়ে, তখনকার নির্বাচনী ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে নিজেদের অনুগত লোক বসিয়ে, তাতেও যখন ব্যর্থ হয়, তখন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একমাত্র শেষ পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা বানিয়েও যখন পুরোপুরি ব্যর্থ হয় অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়ে অনিবার্য সংঘাতে যখন দেশ, দেশের মানুষ সেনাবাহিনী তখন ত্রাতা হয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয়। গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর পথচলা। এরই মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের কোন কোন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে আবার যখন সংকট দেখা দেয়, সেটাও অল্প সময়ে স্বাভাবিক হয়। দীর্ঘদিন প্রায় দুই বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী জনসমর্থন পেতে শুরু করে। কিন্তু রাজনীতিকদের দাবী ছিল নির্বাচন। সেটা হয় এবং ২০০৫ সালে যখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়, সে সময় বিএনপির ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার প্রাণান্তকর চেষ্টা দেশের সচেতন জনগণ প্রত্যক্ষ করে। ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি হয় বিএনপিসহ চারদলীয়জোটের। সে হিসেবে কেউই বলতে পারছে না, আদর্শিক ধারায় রাজনীতি করেছে। এখন যে অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে আওয়ামী লীগসহ মহাজোট।

তৃতীয়, মানুষ স্বভাবতই দূরবর্তী কষ্ট ভুলে যায় আর সাম্প্রতিক কষ্ট মনে রাখে। এটা বহুল প্রচলিত মত বলেও বিবেচিত হয়ে আসছে। সে হিসেব করলে আওয়ামী লীগ ক্রমেই দেশের রাজনীতিতে 'ব্যাকফুটে' চলে গিয়েছে। সহসাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো অকল্পনীয় তো বটেই অসম্ভবও। তাহলে ফল দাঁড়াচ্ছে, আওয়ামী বলয়ের বাইরের কেউ ক্ষমতার স্বাদ পেতে চলেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, যদি আওয়ামী লীগ দলের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ায় কোনরূপ শাস্তি অর্পিত না হয়, অবধারিতভাবে দলটি নির্বাচনে লড়বে। যেহেতু ভোটের মাঠে তাদেরও সুবিশাল কর্মী-সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে, সেহেতু তারা অনুমান ৫০ উর্ধ্ব আসন পেতে পারে বলেও ধারণা করছি। ইতোমধ্যে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বসহ তৃণমূলের জেলা পর্যায়ের প্রায় সকল পদাধিকারী নেতা ও কর্মীদের অনেকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় লাগাতার মামলা। এইসব মামলায় যদিও অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি সেই সাথে আওয়ামী লীগেরও অনেক নেতাকর্মী রয়েছে বলেও মিডিয়ায় খবর প্রকাশ পাওয়ায় সরকার ধরপাকড়ে শিথিলতা প্রদর্শন করছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিও তেমন নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন খোদ আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। যেহেতু ইতোমধ্যে সরকার সকল পর্যায়ে সংস্কারপূর্বক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৬টি কমিশন গঠনের কথা জানিয়েছেন। যার প্রধান হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন সংস্কারে কাজ করা। তাহলেও বিষয় হচ্ছে যত সহজ সময়ের কথা বলা হচ্ছে তত দ্রুত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রস্তুতি থাকার বিষয়টিও ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। আর যত সময় গড়াতে থাকবে পরিস্থিতি তথা আইন শৃঙ্খলা যদি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আসে তখনই অনুধাবন করা যাবে, মাঠের আওয়ামী লীগ কতটুকু বৈরী পরিবেশ উৎরিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে বিএনপি যদি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েও থাকে জোটবদ্ধ হয়ে। আর আওয়ামী লীগ যদি তাদের জোট নিয়ে নির্বাচনে ন্যূনতম কিছু আসনও পায় তাহলে তারেক রহমানের 'জাতীয় সরকার' গঠনে কি আওয়ামী লীগ ও অন্যদলদের সরকারে নিবেন? নাকি শুধু আওয়ামী লীগ বিরোধী জোটই হবে, আলোচিত জাতীয় সরকার। যদিও জাতীয় সরকার বিষয়ে আলোচনা এবারই প্রথম শোনা যাচ্ছে না। এর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭১ সালেও ব্যাপক আলোচনায় ছিলো জাতীয় সরকার। তৎকালীন সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ বাম দলগুলোর সেই প্রস্তাব নাকচ করে একাই সরকার গঠন করে।

চতুর্থত, আমরা অতীত থেকে দেখেছি 'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ'। পরিস্থিতি যতটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে যেতে শুরু করবে ঠিক তখন থেকেই কি 'ভোল' পাল্টাতে শুরু করবে? আর যে সব দলের জন সমর্থন তলানিতে কিংবা দল হিসেবে নতুন, তারাই কি করে পরিস্থিতি সামাল কিভাবে দিবেন? সেটাও ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইলো। আবার সরকার পরিচালনা করতে যেয়ে মন্ত্রীত্ব পেলে সচিবালয়ে কি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন? নাকি বড় দলের বড় নেতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার হিম্মত ধরে রাখতে সক্ষম হবেন? নাকি মাঝপথেই খেই হারিয়ে ফেলবেন? সেটাও সময়ের হাতেই ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, তবে প্রশ্ন সমেত।

পঞ্চমত, এই মুহূর্তে জামায়াত কিছুটা কোনঠাসা অবস্থায় থাকলেও দলটির নেতাকর্মীদের ভিতরে একটা জয়ী মনোভাব ফুটিয়ে রেখেছে। কারণ সাধারণ মানুষ যেই না বুঝতে পেরেছে, ঘটে যাওয়া আন্দোলন নিছক ছাত্র আন্দোলন ছিলো না। তার ওপর যখন দলটির ছাত্র সংগঠন শিবিরের 'গোপন' থাকা নেতাদের আত্মপ্রকাশ শুরু হতে থাকে, তখনই ব্যাপকভাবে সমালোচনা শুরু হতে থাকে। আর বিএনপিও অনেকটা 'গলার কাঁটা উগলানো পর্যন্ত ঢোঁক না গিলে' সময় অতিক্রম করার পন্থা বেছে নিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল থেকে শীর্ষ নেতৃত্বের কেউই জামায়াতের 'পাকনামি' আচরণে অতিষ্ঠ হয়েও মেনে নিচ্ছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিএনপি আর জামায়াত ভিন্ন পথ বেছে নিতে চলেছে। তবে, আদৌ কি জামায়াত বিএনপি বলয় থেকে সরিয়ে নির্বাচনে সুবিধা করতে পারবে? নাকি এটাও দরকষাকষির নিছকই একটা কৌশল মাত্র! যাতে করে জোট করলে আসন বাগিয়ে নিতে সুবিধা হয়। আবার অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে, দলটির ধারণা মতে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে অযোগ্য হয় কিংবা নিষিদ্ধ হয়, বিএনপি বলয়ের বাহিরে থেকে আওয়ামী লীগের সাথে গোপন সমঝোতা করে নির্বাচন করে, তাহলে তারা এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলে সরকার গঠন করবে আর সেক্ষেত্রে আলোচিত জাতীয় সরকার গঠনে তাদের ওপর কোনরূপ দায়িত্ব বর্তায় না।

ষষ্ঠত, ইতিপূর্বেও যে বা যারা সরকার গঠন করেছে জোটবদ্ধ হয়ে, তখনো 'টেকনোক্রেট' মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে। যিনি অনির্বাচিত হয়েও মন্ত্র হয়েছেন। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫জনকে মন্ত্রী বানানো যেতো। তাহলে জাতীয় সরকার গঠন প্রক্রিয়ার কথা যেহেতু বাংলাদেশের বলবৎ সংবিধানে উল্লেখ করা নেই, সেহেতু সংবিধান সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য ইতোমধ্যে অনেকেই সংবিধান নতুন করে প্রণয়নের পক্ষে আওয়াজ তুলছেন। আবার কেউ কেউ এই সংবিধান সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছেন। সেটাও সময় সাপেক্ষ বিষয়। যেহেতু একটা সংবিধান প্রায় ৫৩ বছর অতিক্রম করতে পেরেছে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, কাটাছেঁড়া, ঘষামাজার মধ্যে দিয়ে সেই সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলা প্রায় অসম্ভব কাজ বলেই মনে করি।

সপ্তমত, ৫ আগষ্টে সরকার পতনের পরবর্তী সময়ে বিএনপি ও জামায়াতের দখলে চলে যায় মাঠ ও মাঠের রাজনীতি। যেখানে থানা পুড়িয়ে, পুলিশ মেরে, আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যা করে, ঘর পুড়িয়ে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরে আগুন, লুটপাট চলছিলো, ঠিক সেই সময় যখন থানার অস্ত্র লুট হয়েছে, জেলখানা ভেঙে বন্দিদের ছাড়িয়ে নেয়া, যার মধ্যে জঙ্গি, সিরিজ খুনের দুর্ধর্ষ আসামীও ছিল। সে সময় অনেক পুলিশ পোশাক বদলে পালিয়ে বাঁচলেও চরম আতংক আর অস্থিরতায় যখন দিন গড়াছিল তখন জামায়াত এবং বিএনপি যে যার যার অবস্থান থেকে থানা ঝাড়ামোছা, কম্পিউটার দিয়ে কার্যক্রম সচলে ভূমিকা রাখা, সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকদের বাড়ি বাড়ি যেতে আশ্বস্ত করা। সবই করেছে মিডিয়ায় দেখেছি। খবরের কাগজে পড়েছি। তারপরও হিন্দু ধর্মের লোকজনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বাদ যায়নি। আবারও অভয় দেয়া হয়, মন্দির পাহারা দেয়ার। কিন্তু সংখ্যালঘুরা তাতে কি ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল?

আরও খবর প্রচার হচ্ছিল, থানার কার্যক্রম স্বাভাবিক করাতে কেনই এত উৎসাহী হলো বিএনপি জামায়াত, এই প্রশ্ন কি ঘুরপাক খাচ্ছে কারো মনে? স্বভাবতই তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের নীতি নিয়েছে, কারণটাও স্পষ্ট, অভ্যুত্থানের ইমেজ থাকতে থাকতে প্রতিপক্ষকে কোনঠাসা করতেই নিহতদের বাড়ি বাড়ি সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদান দিয়ে ঠিক পরের ধাপেই 'শহীদ'দের পরিবারের সদস্য দিয়ে ঢালাও আসামীর তালিকা দিয়ে মামলা রুজু করতে থাকে। স্বভাবতই চেনা পরিচিত সূত্র কাজে লাগিয়ে মামলায় 'আসামী বাণিজ্য' করেও হাতিয়ে নিতে থাকে লাখ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে বেশি টার্গেট করা হয় ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের। অনেকাংশে সফলও হয়েছে। আবার পুলিশের উপস্থিতি না থাকার সুযোগে প্রতিপক্ষের ওপর অমূলক দোষারোপ করে মব জাস্টিস কিংবা মব লিঞ্চিং এর মত ঘটনা ঘটিয়ে নারকীয় তান্ডবলীলা চালিয়ে উন্মাদনায় মেতে ওঠে আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে ছবি তুলে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করতেও কার্পণ্য করেনি। ছিল নিতান্তই হিংসাত্মক মনোভাবের উল্লম্ফনের ধারাবাহিক চিত্র। এর পরও কি পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছে কিংবা দেয়ার চেষ্টা করেছে? যদি তা না-ই হবে তাহলে ক্ষমতায় গেলে যে কি ধরনের পরিণতি হবে এই যখন ভাবনার কেন্দ্রে, তা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন যে আশংকার কথা বলে আসছিল, তা-ই কি তবে সত্যি করে ছাড়বে?

স্বাধীনতায় কি শর্ত চলে?

অর্ণব সান্যাল

স্বাধীনতা। এই শব্দটি আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বেই বহুল চর্চিত। এই শব্দের ব্যবহারিক চর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই দেশে দেশে আন্দোলন হয়, বিদ্রোহ হয় অঞ্চলে অঞ্চলে। একদল মানুষ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই অন্যের সাথে লড়াই করে। সেই লড়াইয়ে জিততে পারলে বলা হয়, স্বাধীনতা মিলেছে। কিন্তু আদৌ কি পূর্ণ স্বাধীনতা মেলে?

স্বাধীনতা শব্দের ব্যবচ্ছেদ আগে করে ফেলা যাক। বাংলায় এই শব্দের সমার্থক হিসেবে পাওয়া যায় 'স্বাধীনের ভাব', 'অপরাধীনতা' ও 'স্বাতন্ত্র'। ইংরেজিতে Independence শব্দের অর্থ হিসেবে ব্রিটানিকা ডিকশনারি বলে, 'freedom from outside control or support: the state of being independent'। কলিন্স ডিকশনারি বলে, কারও স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, ওই ব্যক্তি অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং, স্বাধীনতা মানেই হলো কারও সমর্থন ছাড়া মাথা উঁচু করে চলা। একইসঙ্গে স্বাধীন থাকার অর্থ হলো, বাইরের কারও নিয়ন্ত্রণে না থাকা। আড়ালে কেউ কলকাঠি নাড়লে এবং আপনি তাতে নড়েচড়ে গেলে বলতেই হবে যে, আপনি আসলে স্বাধীন নন!

এবার এ দেশের প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের। পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ৫৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দেশ সার্বভৌম, এখানকার সরকারও স্বাধীন। কিন্তু কখনোই কি আসলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছে মানুষ? অন্তত এ দেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে তা মনে হওয়ার জো নেই। কারণ, এই রাজনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক পট পরিবর্তনের পেছনে আমরা জনতার বিক্ষোভ কোনো না কোনোভাবে দেখেছি। প্রশ্ন তোলাই যায় যে, সেই জনগণের সংখ্যা নিয়ে। কিন্তু সেখানে গণ যে ন্যূনতম মাত্রায় হলেও উপস্থিত ছিলই, সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই।

অর্থাৎ, এক কথায় বলাই যায় যে, পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের মানুষেরা এর পরবর্তী সময়েও স্বাধীনতার অভাববোধ করেছেন কোনো না কোনো মাত্রায়। ফলে বারংবার বিভিন্ন দলের বা ব্যক্তির শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। কখনো সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে হয়েছে, কখনো দলীয় একচেটিয়া শাসনের বিরুদ্ধে হয়েছে। এরপর দেশের সেই আন্দোলনরত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই হাফ ছেড়ে হয়তো ভেবেছেন, 'স্বাধীনতা এবার অবশেষে এল!' তবে তা যে সত্যিকার অর্থে আসেনি, তা তো এই দেশের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুখর রাজনৈতিক ইতিহাসই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

এর কারণ কী আসলে? ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেকবারই ওই আন্দোলনের সুফল হিসেবে পাওয়া 'স্বাধীনতা'র সঙ্গে 'যদি', 'কিন্তু' ও 'তবে' যুক্ত হয়েছে। পদে আসীন ব্যক্তিরা ক্ষমতায় গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই বলে ওঠে এমনতর কথা–'আমরা স্বাধীনতা নিশ্চিত করতেই চাই। তবে...।' আর এই 'তবে' দিয়ে যখনই স্বাধীনতাকে শর্তাধীন করা হয়, বলা হয়–অমুক স্বাধীনতা পেতে পারে 'কিন্তু' তমুকের পাওয়া উচিত নয়, ঠিক তখনই স্বাধীনতা হয়ে যায় পরাধীনতা। যখনই চাপিয়ে দেওয়া নিয়ন্ত্রণে আপনাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়, তখনই আসলে আপনার স্বাধীনতার পতন হয়।

তো, এই ঘরানার কর্মকাণ্ড কি এ দেশে নতুন? না, কখনোই নয়। বরং এতটাই নিয়মিত যে, কখনোই এ দেশের জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ আর পাওয়া হয় না। যেমন ধরুন, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। শিক্ষাজীবন শেষ করার মধ্যেই এ দেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের আমরা এত এত 'সরকারি' ভার্সন দেখেছি ও পড়েছি যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই হয়তো রচনা করা সম্ভব হবে না। একেক দল বা পথের মানুষেরা যে যখন ক্ষমতায় গেছেন, তারা ঠিক নিজেদের পছন্দমতো ইতিহাসের প্রচার চালিয়ে গেছেন। ফলে বারবার সাধারণ জনগণের সংগ্রাম রয়ে গেছে সাধারণই। বরং প্রত্যেক বিক্ষোভেরই স্টেকহোল্ডার তৈরি হয়েছে, যারা কিনা সেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজটিই করে গেছেন। সেই সাথে কুক্ষিগত হয়েছে জনতার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাও।

ফলে পরিবর্তনের কথা বললেও আদৌ পূর্ণ পরিবর্তন কখনোই আসেনি। আর যখন স্বাধীনতাই শর্তাধীন হয়ে পড়ে, তখন আসলে মানবাধিকারও হয়ে পড়ে 'কন্ডিশনাল'। এই অবস্থায় সবাই শুধু গোত্র খোঁজে। নিজের গোত্রের হলেই ওঠে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, আবার বিরোধী পক্ষের হলেই মন্তব্য আসে–'ওদের জন্য আবার কীসের মানবাধিকার?' আর এভাবেই দিন যায়, রাত যায়, আলোর দেখা আর মেলে না। সত্যিকারের ইনক্লুসিভিটির টিকিটিও দেখা যায় না। এ নিয়ে দিয়ে যেতে হয় কেবল নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিই।

তাহলে এই দেশের মানুষ কোন অবস্থায় আছে?

এ ক্ষেত্রে চলুন গণিতের দিকে চোখ মেলা যাক। গণিতের একটি অংশে সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যারা এ বিষয়ে একটু খোঁজখবর রাখেন, তারা হয়তো 'কন্ডিশনাল ইনডিপেনডেন্স'–এর নাম শুনে থাকবেন। একে 'কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি' নামেও ডাকা হয়ে থাকে। সম্ভাব্যতার এই বিশেষ গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী, এই অবস্থায় একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা মানেই হলো অন্য আরেকটি ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। অর্থাৎ, ওই ঘটনাটি ঘটে গেছে দেখেই একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কেবল।

বাংলাদেশের মানুষেরা সম্ভবত ওই চক্রেই আটকে গেছেন চরমভাবে। যা ঘটছে, সবই কোনো না কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়া কেবল। সেই প্রতিক্রিয়া আবার হাজারো প্রতিক্রিয়ারই জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই এক প্রতিক্রিয়াতে খারিজ হচ্ছে আরেক প্রতিক্রিয়া। আবার প্রতিক্রিয়া গৃহীতও হচ্ছে ঠিক সেভাবেই। কিন্তু কোনো সঠিক ও মৌলিক 'ক্রিয়া'র সন্ধান যেন ঠিক মিলছে না।

তারপরও, চাষারা তো আশায় ভেলা ভাসিয়েই বাঁচে। আমাদের মতো চাষাদের তো ওটিই একমাত্র সম্বল!

লেখক: উপবার্তা সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

পিয়েতারসারি সিটি হল

বাল্টিক সাগরের তীরে

বাল্টিক সাগরকন্যা পিয়েতারসারি

রোমেনা লেইস

নদীমাতৃক বাংলাদেশ আমার দেশ। আমার জন্ম বাংলাদেশ নামক বদ্বীপ এ। হয়তো এজন্য দ্বীপ আর নদী আমাকে টানে।সুনামগঞ্জে জন্ম আর তাই পাহাড়ের নীল আমাকে আকুল করে।দিগন্তে টানা নীল পাহাড়ের সারি কিংবা সারি সারি পাহাড় আমাকে মোহাবিষ্ট করে।অরোরা দেখার স্বাধ আমার অনেক দিনের।নীশিথ সূর্যের দেশ দেখতে যাবো একদিন স্বপ্ন ছিলো মনের কোণে।মেয়ে আমার এবছর তাই আমাকে দেখাতে চায় আমার আরাধ্য দেশ। সেজন্য পরিকল্পনা হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো দেখতে যাবো। ২০১৯ এ আমাদের আসলে যাবার কথা ছিলো ফিনল্যাণ্ড ।করোনার প্রকোপ বাড়লে সব অদলবদল হয়ে যায়।

এবছর ব্রিটিশ এয়ারলাইনস এ টিকিট বুকিং দিয়েছে আমার মেয়ে মার্চ মাসে। তারপর থেকে সব প্ল্যানিং চলছে । আমার মামাতো ভাই বাবু ইমরান সেই ১৯৮৫ সালে ফিনল্যাণ্ড চলে যায় পড়তে । ইঞ্জিনীয়ারিং কমপ্লিট করে ওখানেই সেটেল করে।বিয়ে করে ফিনিশ মেয়ে তানিয়াকে।ওদের তিনছেলে। এখন থাকে পিয়েতারসারি বা জ্যাকবস্টাডএ।সবাইকে নিয়ে ২০১২ তে এসেছিলো নিউইয়র্কে। তখনই দেখা হয়েছিলো । এবছর ওর বড় ছেলে ডেনমার্কে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে ।মেজো ছেলে হেলসিংকি ইউনিভার্সিটিতে।আমাদের দুই সপ্তাহের প্ল্যান করা হলো। বাবু ব্রাসেলস থেকে বেডমিন্টন টুর্নামেন্টে খেলে ফিরবে সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ । আমরা চার তারিখ হেলসিংকি এয়ারপোর্টে পৌঁছে ট্রেনে ওর বাসায় যাবো।তিনদিন আমরা পিয়েতারসারি শহর ঘুরবো, ওদের বেডমিন্টন টুর্নামেন্টে উপস্থিত থেকে খেলা দেখবো।

আজ ৪ সেপ্টেম্বর। আমরা জেএফকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ফিনএয়ার এ যাত্রা করলাম ইউএসএর টাইম রাত দশটায়।ফিনএয়ার, বৃটিশ এয়ারলাইনস আর আমেরিকান এয়ারলাইনস কম্বাইন্ড করে ফিনএয়ার এর ম্যানেজমেন্ট এ চলে।সাত ঘন্টা পর ফিনল্যান্ডের হেলসিংকির ৪ তারিখ সকাল। এখন পরিস্কার ঝকমক করা আকাশ । নীল যেন স্ফটিকতুল্য ।তুলতুলে সাদা সাদা মেঘের কারুকাজ।মনে হয় যেন সাদা পরীরা নীল কার্পেটের উপর ব্যালে ড্যান্স করছে।উপরের মেঘ পার হয়ে ফিনএয়ার এর এয়ারবাস চমৎকার স্মুথভাবে ল্যান্ডিং করলো ।আমরা এয়ারপোর্টের আনুষঙ্গিক কাজ সেরে লাগেজ বেল্টে আসলাম । আমাদের লাগেজ তখনিই আসলো। বের হয়ে উল্টো পাশে ট্রেন স্টেশনে এসে টিকেট কেটে ট্রেনে উঠার জন্য অপেক্ষায় আছি । গন্তব্য সেন্ট্রাল ট্রেন স্টেশন।তিন মিনিট পর ট্রেন আসলো।আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম । পাঁচটা স্টপ পরে শেষ স্টপ আমাদের গন্তব্য । বেশ বড় স্টেশন।ইন্টারসিটি ট্রেন এখান থেকেই ছাড়বে কয়েক ঘন্টা পর । আমাদের ট্রেন আছে পিয়েতারসারী বা জ্যাকবস্টাড যাবার । যার টিকিট আগেই কেটে রাখা। আমরা একটা কফিশপে চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে বসলাম ।কাচের জানালা দিয়ে ট্রেন একপাশে আর আরেক পাশে বাস গুলো দেখা যাচ্ছে । আমাদের চোখ জাফীরের প্রত্যাশায় ।আমার ভাই বাবুর মেজোছেলে জাফীর ও হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । কিছু ক্ষণ পর আমাদের সাথে দেখা করতে আসলো ।বারো বছর পর দেখা হলো। ২০১২ তে নিউইয়র্ক এ দেখা হয়েছিলো । আট বছরের বাচ্চা ছিলো তখন । আমি ইংলিশ এ হাও আর ইউ বললে ও পরিস্কার বাংলায় জানতে চাইলো আমরা কেমন আছি? ওর বাংলা শুনে গর্ব অনুভব করি।আমরা হেলসিংকির রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশের বেশ কিছু জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। হেলসিংকি নিউইয়র্কের মতো মাল্টিকালচারাল মনে হলো। সুইডিশ, এরাবিক, ফিনিশ আফ্রিকান ,এশিয়ান সব ধরনের মানুষ দেখলাম । আমাদের দেশের মনিপুরি মেয়েদের পোশাকের মত পোশাক পরা কিছু মেয়ে দেখলাম জাফীর জানালো এটা ফিনিশ ঐতিহ্যবাহী পোশাক। এরা ট্রেডিশনাল পোশাক পরে সবসময়।

চারঘন্টার ট্রেন জার্নির পর আমরা রাতে ছোট শহর পিয়েতারলসারিতে এসে পৌঁছালাম।বাবু স্টেশনে এসেছিলো । আমার স্মৃতি আমাকে গভীর রাতে নীলফামারী পৌঁছানোর দিনগুলোতে নিয়ে গেলো।বুকের ভেতরে স্মৃতির জোনাকীরা উড়াউড়ি করছে ।মা,মামারবাড়ি,মামা,মামী ,নানী,ভাই বোন সব যেন সেলুলয়েড এর ফিতেয় ছুটে ছুটে এলো।

বাবুর গাড়ি করে মাত্র কয়েক মিনিট ড্রাইভ করে আমরা ওর সাদা রঙের চমৎকার বাড়িতে এসে পৌঁছালাম রাত প্রায় দশটার দিকে।কতদিন পর দেখা । তানিয়া আর সুজন অপেক্ষায় ছিলো । একসাথে গল্প করতে করতে রাতের খাবার খেলাম। তারপর চা নিয়ে বসে চললো গল্প। সুজন সকালে স্কুলে যাবে বাবুরও অফিস ।তাই আর দেরি না করে যেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

ফিনল্যান্ড টানা কয়েকবছর ধরে সুখী মানুষের দেশের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে।যে রাষ্ট্রের জনগণের জীবনমান যত ভালো, সে রাষ্ট্র তত সুখী। ফিনল্যান্ড ফিনদেরকে অনেক আগে থেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনসংশ্লিষ্ট সকল অধিকারের সুরক্ষার নিশ্চয়তা তো আছেই, আছে জবাবদিহিমূলক আইন ব্যবস্থা।এখানে কোর্টে মামলা অমীমাংসিত ঝুলে থাকে না। ফলে অপরাধের হার অনেক কম। সামাজিক আর পারিবেশগত শান্তি বিরাজ করলে একটা দেশের মানুষের মুখে সবসময় মিষ্টি হাসি লেগে থাকে।যদিও সকল ফিনিশ রা এর সাথে একমত নয়।

ফিনিশ জাতীয় কবি জোহান লুডভিগ রুনবার্গের বাড়ি, জ্যাকবস্টাড বা পিয়েতারসারি । ফিনিশরা যেহেতু পিয়েতারসারিই বলে আমিও বলবো ।সুইডিশরা বলে জ্যাকবস্টাড । পিয়েতারসারি হল একটি দ্বিভাষিক পৌরসভা যেখানে ফিনিশ এবং সুইডিশ এর সরকারী ভাষা। জনসংখ্যার ৩১ % ফিনিশ ভাষাভাষী, ৫৪ % সুইডিশ ভাষাভাষী এবং অন্যান্য ভাষার ১৫% ভাষাভাষী।

হেলসিংকির আকাশ

সমুদ্রের ধারে অবস্থিত শহরটি। উপকূলবর্তী একটি শহর হিসাবে, পিয়েতারসারিতে জাহাজ নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে ওঠে। ১৮ শতকে পিয়েতারসারি ফিনল্যান্ডে নতুন জাহাজের বৃহত্তম উৎপাদক হয়ে ওঠে। ১৭৬৫ সালে নৌচলাচল অধিকার ,সরাসরি বিদেশী বন্দরে যাত্রা করার অধিকার মঞ্জুর করা পিয়েতারসারি সহ বোথনিয়ার উপকূলে অনেক শহরের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। নতুন অধিকার ফিনিশ শিপিং শিল্পের জন্য নতুন ট্রেডিং রুট খুলেছে। ১৭৮২ সালে, ফ্রিগেট কনকর্ডিয়া ছিল ইস্ট ইন্ডিজে যাত্রা করা প্রথম ফিনিশ জাহাজ। পিয়েতারসারিতে নির্মিত বার্ক হারকিউলিস ১৮৪৪ এবং ১৮৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী পাল তোলা প্রথম ফিনিশ জাহাজ হয়ে ওঠে।

অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে রয়েছে করাতকল থেকে আলকাতরা, পিচ এবং পণ্য রপ্তানি, যা পিয়েতারসারিকে একটি ধনী শহরে পরিণত করতে অবদান রাখে। ১৯ শতকের শেষের দিকে শহরটি শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে।১৮৮৩ সালে একটি চিকোরি কারখানার মাধ্যমে শুরু হয়। ২০ শতকে পাল্প এবং প্লাস্টিক শিল্প পিয়েতারসারি কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে পিয়েতারসারির কাঠ, সজ্জা, জাহাজ নির্মাণ এবং খাদ্য পণ্যের একটি সমৃদ্ধ শিল্প রয়েছে। স্ট্রেংবার্গ তামাক কারখানা পিয়েতারসারির বৃহত্তম নিয়োগকর্তা ছিল। পিয়েতারসারি এর উপকূল বরাবর সৈকত এবং পোতাশ্রয় সহ দেখার জন্য একটি সুন্দর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। এটি তার পার্ক এবং উদ্যানগুলির জন্যও পরিচিত, যেমন রোজেনলুন্ডের ভিকার অ্যাসপেগ্রেনের বাগান এবং স্কোলপার্কেন বোটানিক্যাল গার্ডেন ১৯১৫-১৯৩২ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বাগানে হাজার হাজার বিভিন্ন ধরণের গাছপালা রয়েছে। পিয়েতারসারি সিটি হল একটি ঐতিহাসিক ভবন।পিয়েতারসারির আয়তন ৮৮.৫২ কিমি বা ৩৪.১৮ বর্গ মাইল। পানি আর ভূমি মিলে ৩৯৬.৩৫ কিমি। পিয়েতারসারির জনসংখ্যা আনুমানিক ১৯০০০।এটি ফিনল্যান্ডের ৬০ তম জনবহুল পৌরসভা। ভাসা শহরটি পিয়েতারসারি থেকে ৯৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

শহরের ফুটবল দল এফএফ জারো বর্তমানে ফিনল্যান্ডের দ্বিতীয় লীগে খেলে। নারী লীগ ফুটবল ক্লাব এফসি ইউনাইটেড বছরের পর বছর ধরে বেশ সফল।বাবু ইমরান ও তানিয়া ইমরান পিয়েতারসারিতে একটি পিয়েতারসারি টেনিস সেন্টার নামে সেন্টার পরিচালনা করে।বাবু নিজে বেডমিন্টন খেলে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ।তার দুই ছেলেও দক্ষ বেডমিন্টন খেলোয়াড় । ছোট ছেলেও বেডমিন্টনে দক্ষ হয়ে উঠছে।তারা ইতিমধ্যে ইউরোপ এর বিভিন্ন দেশে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছে ।

পিয়েতারসারিতে বেশ কিছু বাংলাদেশী আছেন ।রেস্টুরেন্ট আছে বাংলাদেশীদের পরিচালিত ।বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া বা ভ্রমণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তাই পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে কখনো যদি ভ্রমণের সুযোগ আসে, আমি সেটা হাতছাড়া করি না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবীব্যাপী চলা ৮৫ বছরের এক গবেষণার ফলাফল বলছে, খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামের চেয়েও পরিবার আর বন্ধু আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

সময়োচিত

হাফিজুর রহমান

সময়টা বদলানোর, নিজেকে শোধরাবার
সুবর্ণের সুযোগটা ঠিক, কাজে লাগানোর;
রক্তঝরা বর্ষায় - উদিত লাল সূর্যের
নতুন বাংলাদেশে।

সময়টা দুর্নীতির শিকড় মূলোৎপাটনের,
বৈষম্য সকল দূর করে, রাষ্ট্র সংস্কারের।

সময়টা ঠিক, লুটপাট শব্দটা তুলে দেয়ার
সকল ক্ষমতার অপব্যবহার বিলুপ্ত করার;
লোভকে সমাধিস্থ করা ছাত্র জনতার
দুর্দমনীয় অঙ্গীকার।

আদর মাখানো স্মৃতি

সুনীল শর্মাচার্য

আদর মাখানো স্মৃতি স্বপ্নের সময়;
মাধুরী ছড়ানো দিন ক্রমে যায় ক্ষয়ে,
ছলনা দেখায় সূর্য জয়ে পরাজয়ে,
জীবন স্রোতের মতো বিচিত্র অন্বয়!

আমার ভেতরে কেউ অস্তিত্বে যে রেখা
এঁকেছে; আনন্দ দুঃখে বিপন্ন বন্ধন;
নিবিড় পাপড়ি মেলে ফুলের রন্ধন
স্বর্গীয় চেতনা আনে: অনুভবে দেখা!

লাবণ্য মাটির স্পর্শে ধরে বৃক্ষ লতা;
মহান কর্তার ইচ্ছা পরতে পরতে,
আমার ভেতরে আমি রূপের জড়-তে,
কখন অজান্তে বুঝি উপলক্ষ্য কথা!

জাগর মুহূর্ত আসে ক্ষণে ক্ষণে কত,
আদর মাখানো স্মৃতি পড়ে মনে শত!

রাজ মন্ত্র

মোঃ রহমত আলী

এক মন্ত্রে সব শেষ!
যুক্তি, তর্ক, অর্জন, গর্জন, শেষে বর্জন।
চোখে যা দর্শন, অন্তরে অসহায় ক্রন্দন,
যুগ যুগের ইতিহাস মজলুমের অধিকার,
সত্য হক কথায় রাজপথ রক্তে অঙ্কন।

এক মন্ত্রে রাজ সাধু!
এ এক খেল জাদু, হুকুমের আগেই বর্ষণ,
ন্যায্য দাবি আদায়ের প্রশ্নে বুলেট অর্পণ।
রাজ যন্ত্রের কানে কানে মন্ত্রতন্ত্র,
অস্ত্রের মুখে শাসন শোষণ স্বাধীন গণতন্ত্র।

এক তন্ত্রে নূতন শাস্ত্র!
ছাত্র, শিক্ষক, সিপাহী, আমজনতা,
কামলা, আমলা, শ্রমিক, কিষান, আমরা,
সর্বপ্রজা হতে বাধ্য ! রাজতন্ত্রের মন্ত্রের ভক্ত,
এমনই তন্ত্রসংস্থিতি এ এক রাজ মন্ত্র!

বিরল শ্বেতপাথর

হাশিম কিয়াম

জাতিসংঘের দরোজায় এক আদিম দেবী পায়চারি করছে,
বড্ড ক্লান্ত, একটু জিরিয়ে নিতে চায় মানুষের বারুদ-ঠাসা
হৃদয়ের ছায়ায়... সময়ের চেয়েও
বড়ো সে, তবু একতিল সময় পায়নি প্রেমের সাথে এক
বালিশে শুয়ে টুকটাক আলাপ সেরে নেওয়ার... বিরল
শ্বেতপাথরের মগজ থেকে জন্মে, মানুষের মগজে ঘাপটি
মেরে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে,তারই জিভ বেয়ে নেমে, ঘাড় মটকাতে
মটকাতে রক্তের ঝরনায় নেচে চলছে... মিষ্টি জলে গোসল
সেরে দ্রাবিড় মেয়ের মতো কড়া
নাড়ছে সে... সভাপতি সাহেব, দরোজা খুলে, তোমার পাশে
বসিয়ে শোনো তার বিস্ফোরিত গল্পের আর্তনাদ,
শান্ত করো... লাল ঠোঁটে চুমু খেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও তাকে
শিশুর খেলনার ভিড়ে... নতুন গল্পের চারা রোপণ করো
পোড়া সভ্যতার ঠান্ডা মগজে... দেখো, ফুল ফোটে কি না!

উপহাস

আহমেদ শিরতাজ

অবশেষে জীবনের উপহাসের ম্যাচটা শুরু হল
অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারিনি আমি
চারিদিকে উৎসুক জনতা
আর উপরে একমাত্র ঈশ্বর
যিনি প্রচণ্ড দয়ালু এবং ক্ষমতাবান
তাঁর প্রজ্ঞার ছিটেফোঁটা দিলে
আমিও হতে পারতেম চ্যাম্পিয়ন
উপহাস আমার ফ্যান হয়ে যেত
অথবা পুরনো দয়ালু ঈশ্বরের আরাধনা ভুলে
হতো সার্বজনীন ঈশ্বরের অনুসারী।
ভেবনা তোমরা
আমি না পারলেও চারিদিকে রয়েছে
এমন দিকপালের ছড়াছড়ি।

প্রিয় দেশ

জেবুন নাহার

এক প্রগাঢ় শূন্যতা নিয়ে জেগে উঠি প্রতি ভোরে।
হু হু করে কেঁপে উঠে আত্মা
তারপর ভাবি, একটি সোনালী উদিত সূর্য
সব অভিশাপ মুছে দিবে,
আবারো হেমন্তের পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধে
ভরে যাবে মাঠ-শিশিরে ভিজবো আমি
আঙিনা জাগবে বকুলের সুরভীতে।

কিন্তু আজ আমি ভীষণ শঙ্কিত!
কেঁপে উঠি অবিরত, আমাকে স্পর্শ করে
তোমার উপর দিয়ে আসা প্রতিটি ঝড়
শত মাইল দূরত্ব, ভিন্ন আকাশ, ভিন্ন মায়াজাল
আমাকে ছিন্ন করতে পারে না!
তোমাতে আমার নিবিড় প্রেম,
আমি চাই তোমার মাটি শান্ত হোক,
আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত থেমে যাক;
আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজে উঠুক ধরণী আমার।

পালানোর পথ নেই

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

এই পথ যেখানেই পেতে দেবে নোঙর
সেখানেই আমার ঠিকানা, অতঃপর সেখান
থেকেই আবার শুরু হবে নতুন স্বপ্ন বোনা;
জালি লাউয়ের মাচা বেয়ে একদিন অংকুর
হবে ময়না, টিয়া; বসবে ফুল ও ফসলের
মেলা; রচিত হবে মেদহীন নতুন সভ্যতার
ছায়াপথ, পাখির কাকলিতে মুখরিত হবে
উজান গাঁয়ের মেঠোপথ, সবুজের রোদে
মাখামাখি হবে কবিতার মাঠ, পথ-ঘাট কথা
বলবে বসন্তের হাট!

তখন এই দুর্দিনে বসে লেখা আমার কবিতা
গুলো ফেরি হবে নিশ্চিন্তপুর; পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে
মেতে উঠবে নিঝুমদ্বীপ, তখন এই কুক্ষণে
লেখা যতো সব দুর্বাসা মুনি তারা পালানোর
পথ পাবে না!

নিজেকে ডেলুলু মনে হয়

আহসানুল করিম

কোথাও একটা রসিকতা হচ্ছে
অস্পষ্ট শুনছি, হুল্লোড় চারিদিকে
মুখে মুখে চাপা হাসি
রান্নাঘরে অপরাধী বাসনগুলো
হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ-ওর উপর
বারান্দার উইন্ডচাইমটা উন্মাদ
হাসতে হাসতে খসে পড়ে যাচ্ছে
বুকশেলফ থেকে সেকুলারিজমের
এথনোগ্রাফি ভাষার বেয়াদব মারপ্যাঁচ
বিএমডব্লিউ বিষয়ে অজানা তথ্যে
হাসির দমকে বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছে
উদ্বেগের চেকচেক লুঙ্গি হাত ফসকে
মাটিতে পড়ছে
অট্টহাসিতে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে
পানীয়ের গেলাস
ধরলেই নাজুক সুড়সুড়িতে মাতাল হয়ে
পড়ছে-অপরাধ বোধের বদনা
কোথাও একটা চোরাগোপ্তা কৌতুক চলছে
ধরতে পারছি না বলে; কিছুতেই
হাসতে পারছি না।

শূন্যতা

আরজাত হোসেন

খসে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনছি,
হৃদয়স্পর্শী বাতাসের শব্দ শুনছি
খোলা বাতায়ন - ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপ,
নির্বাক তাকিয়েছি জল বারিধার।
হঠাৎই হৃদয়ে বজ্রপাত!
অতিশয় জড়োসড়ো,
অতঃপর অপেক্ষার প্রহর গুনছি।
গেঁথে গেঁথে শব্দের অমৃত পদ্য বুনছি।
কতো কি হয়ে যায় আকস্মিক!
অথচ তুমি নেই চারিধার
মনে পড়ে বারবার
তাই হৃদয়ে কবিতার নীড় তুলছি।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

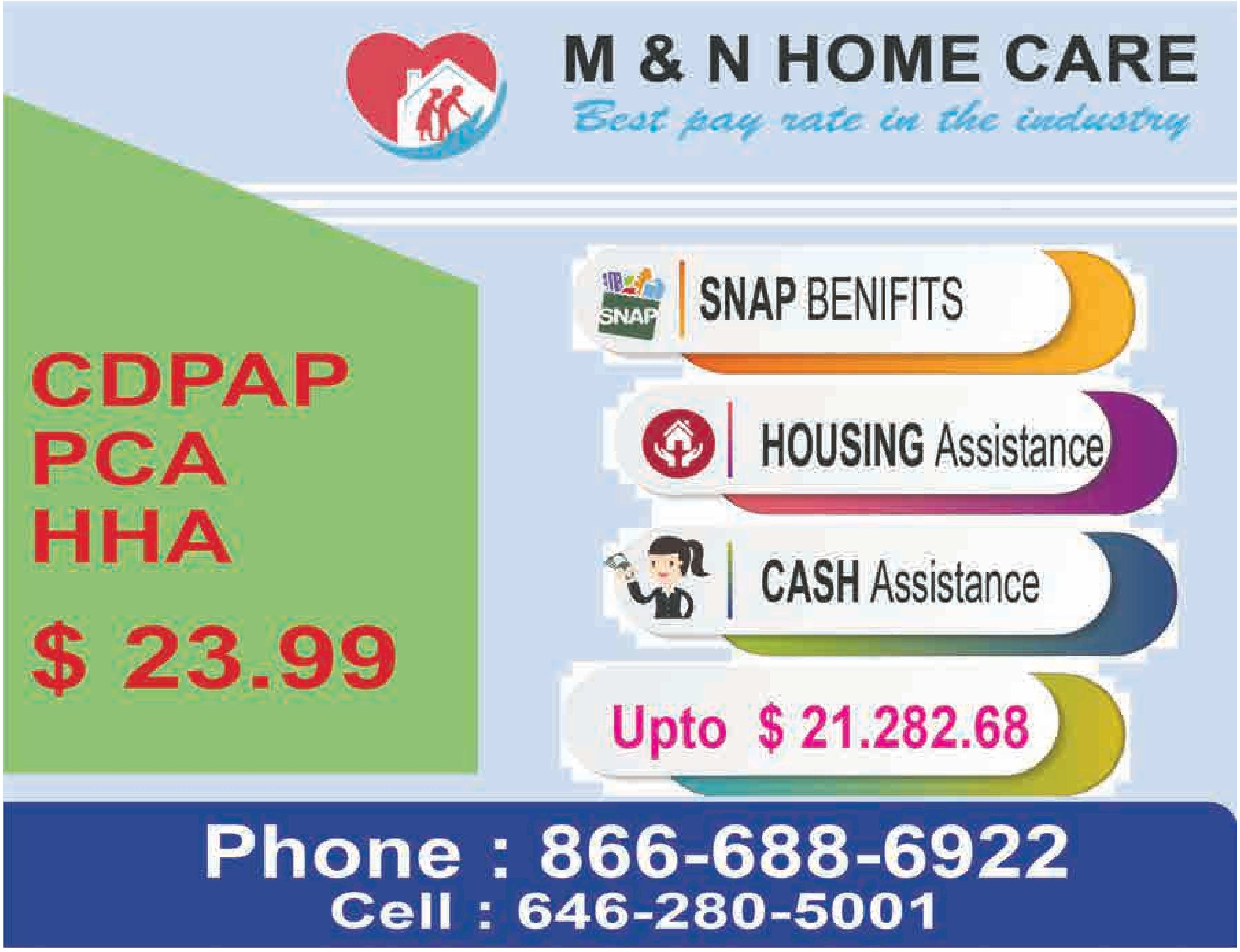
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
3 October 2024, Thursday, Issue 394
৩ অক্টোবর ২০২৪, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ১ রবিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

গণঅভ্যুত্থানোত্তর অবিস্মরণীয় নবজাগরণের নাগরিক অভিষেক অনুষ্ঠান

নিউইয়র্কারের কামালাকে সমর্থন বাইডেনকে তিরস্কার

রাজুব ভৌমিক

কামালা হ্যারিস

জনপ্রিয় ম্যাগাজিন নিউইয়র্কার গত রবিবার ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসকে পূর্ণ সমর্থন করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। কিন্তু সাথে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে তীব্র তিরস্কার করতে ভুলেন নি। নিউইয়র্কার এর একটি এডিটোরিয়ালে সম্পাদকরা জোরালো সমর্থনে হ্যারিসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেয় এবং তাকে প্রাথমিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দক্ষতার অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এর সাথে তাকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

আন্তর্জাতিক টেরি বেকার পুরস্কার পেলেন হবিগঞ্জের তোফাজ্জল সোহেল

নিউজ ডেস্ক

পানি ও নদী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়াটারকিপার এলায়েন্সের পানি ও জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে নদী ও জলাশয় রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক 'টেরি বেকার' পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল।

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও লং আইল্যান্ড সাউন্ডকিপার টেরি বেকারের নামে ২০১৬ সাল থেকে প্রবর্তিত এই পুরস্কার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের ওয়াটারকিপার সদস্যদের মধ্যে প্রদান করা হয়। এবছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন নর্থ ক্যারোলিনার এস টি জনস রিভারকিপার লিসা রিনামেন ও বাংলাদেশের তোফাজ্জল সোহেল।

২৮ সেপ্টেম্বর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গ রাজ্যের মিলওয়াকি শহরে সম্মেলনের শেষ দিন ওয়াটারকিপার এলায়েন্সের সমাপনী অধিবেশনে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্স এর কাউন্সিল বোর্ডের দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি ও তোফাজ্জল সোহেল এর মনোনয়নকারী শরীফ জামিল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়াটার অ্যালায়েন্স এর নির্বাহী পরিচালক মার্গ ইয়াগি, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

আবু জাফর মাহমুদ

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত প্রথম ও প্রধান কাজ

বললেন আবু জাফর মাহমুদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রথম ও প্রধান কাজ বলে মন্তব্য করেছেন ড. আবু জাফর মাহমুদ। তার মতে, বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের নেয়া উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করা যেতেই পারে কারণ তাদের কারোরই সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতা নেই। তাদেরকে 'লিডার' না বলে 'ডিলার' বলা যেতে পারে, কারণ তারা চুক্তি করতে দক্ষ। তারা এনজিও পরিচালনা থেকে অন্তবর্তীকালীন সরকার পরিচালনায় এসেছে। এ অবস্থায়, ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশ পুণর্গঠনে সবকিছু ছাপিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সর্বনাশা হেলেন, লণ্ডভণ্ড নগর জনপদ

যুক্তরাষ্ট্র

ইতিমধ্যে নিহতের সংখ্যা ১৩০ ছাড়িয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ডেস্ক রিপোর্ট

সপ্তাহান্তের ঘুর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘূর্ণিঝড় হেলেনের তাণ্ডবে নিহতের সংখ্যা ১৩০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শুধু নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের বানকম্ব কাউন্টিতেই অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হারিকেন হেলেনের শক্তিমত্তা এতটাই বেশি ছিল যে, স্টেইনহ্যাচি শহরটি মানচিত্র থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাশভিল কাউন্টির জরুরি সেবা বিষয়ক কর্মকর্তা রায়ান কোল বলেছেন, 'মনে হলো যেন অসুরীয় তাণ্ডব চলছে। আমরা কেউই আমাদের জীবদ্দশায় এমন ঘূর্ণিঝড় দেখিনি।' রাজ্য গভর্নর রয় কুপার বলেন, এটি ইতিহাসের অন্যতম ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়। পশ্চিম–উত্তর ক্যারোলাইনার যাদের সঙ্গেই আমি কথা বলি, তারা বলেন, এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনো দেখেননি। ১৯টি রাজ্যের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল মিলে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করছে। ফেডারেল সরকারও তদারকিতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হেলেন ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডায় আঘাত হানে। সেখানে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে উত্তর দিকে জর্জিয়া, ক্যারোলিনা এবং টেনেসি অঙ্গরাজ্যে আছড়ে পড়ে। রাজ্যগুলোজুড়ে বিদ্যুৎ এবং মোবাইল পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে।

বিমা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্লেষকেরা ধারণা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

'সিটি অফ ইয়েস' পরিকল্পনায় সম্মতি নিউ ইয়র্কবাসীর

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

গত সপ্তাহে সিটি প্ল্যানিং কমিশন অসংখ্য নিউইয়র্কবাসীর কথা শুনে "সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপরচুনিটি" প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে—যা শহরের জোনিং কোডের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রো-হাউজিং পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ প্রস্তাবে ইয়র্কবাসীদের কাছ থেকেও ব্যাপক সমর্থন মিলেছে।সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থানের জন্য নিউইয়র্কবাসীদের আর অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ কাউন্সিল সদস্যদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে নিউ ইয়র্কবাসীদের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

দায়িত্ব নেয়ার শুরু থেকেই সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনকে অগ্রাধিকারে দিয়ে আসছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। ১.৪ শতাংশ শূন্যস্থান হার এবং উচ্চ ভাড়ার কারণে প্রতিনিয়ত পরিবারগুলো শহর থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। বর্তমান ১০ বছরের পরিকল্পনায় ২৬ বিলিয়ন ডলারের আবাসন মূলধনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে প্রশাসনটি। অ্যাডামস্ মনে করেন, নিউ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com